CONTENTS.

Saturday. the 28th March, 1992.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The HOUSE met in the Assembly House, Agartala at 11 a.m. on Friday, the 27th March, 1992.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Hon'ble Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Nine Ministers of State and 43 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে, তিনি তাঁর নামের পার্শ্বের উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর প্রদান করবেন। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— স্যার, ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন

১। ১৯৯১-৯৩ ইং আর্থিক বছরে স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থের পরিমাণ কত?

২। উক্ত সময়ে রাজ্য সরকার কত অর্থ বরাদ্দ করেছেন?

৩। ইহা কি সত্য যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ তাদের গত ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক বছরে বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ এখনও পায়নি? এবং

৪। সত্য হলে বাজেটের কত অর্থ বাকি আছে এবং তা কবে স্বশাসিত জেলা পরিষদের হস্তে অর্পণ করা হবে?

উত্তর

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি কোন অর্থ মঞ্জুর করেন না।

২। স্বশাসিত জেলা পরিষদের বাজেট রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে রাজ্য সরকার থেকে টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে।

৩। না, ইহা সত্য নয়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, তার থেকে জানা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি স্বশাসিত জেলা পরিষদকে অর্থ বরাদ্দ করেন না এবং রাজ্য সরকারও এখন পর্যন্ত সেটা করেন নি। তাই কিছুদিন আগে স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিবেশনে যে বাজেট পাশ হয়ে গেল তা কিসের ভিত্তিতে পাশ করা হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) **:—** স্যার, স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিজেরা বাজেট তৈরী করে পাশ করিয়ে সেটা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠান এবং রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের বাজেট সহ সারা রাজ্যের বাজেট তৈরী করে, তা এই বিধানসভায় পাশ করান, তারপর তাদের জন্য বরাদ্দকৃত তাদেরকে দেয়া হয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) **:** – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১৯৯১-৯২ সালের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য কত টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত সেই বরাদ্দের কত টাকা এ, ডি, সি, কে দেয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এর জন্য একটা আলাদা প্রশ্ন করলে ভাল হত। যা হউক, জেলা পরিষদের জন্য নন-প্ল্যানে ছিল ৪৫ কোটি টাকা আর প্ল্যানে ছিল ১৫ কোটি টাকা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— এই যে নন-প্ল্যানের জন্য ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত এ, ডি, সি, কে কত টাকা দেয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) **:—** জেলা পরিষদকে ৩ উপায়ে টাকা দেয়া হয় :—যেমন এ, ডি, সির নিজস্ব প্ল্যান, ট্রান্সফার স্কীম এবং এ, ডি, সির নন-প্ল্যান বাবদ। এর মধ্যে ট্রান্সফার স্কীমের সম্পূর্ণ অর্থ এ, ডি, সি, কে দেয়া হয় না, যেহেতু তাদের নিজস্ব পরিকাঠামো নেই, তাই কিছুটা রাজ্য সরকারই করে থাকেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে পরিকল্পনা কমিশন সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে এ, ডি, সি, র জন্য টাকা বরাদ্দ করে দেন, সেই নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ টাকার পরিমাণ গত বছরে কত ছিল এবং এই বছরে কত ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি নির্দ্দিষ্টভাবে কোন ফাণ্ড এ, ডি সির জন্য দেয় না। তবে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল থেকে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এ, ডি, সির তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে ডাইরেক্ট ফাণ্ডটা এ, ডি, সিকে দেয়া হয়। এটা কবে কার্য্যকরী হবে বলা যায় না।

শ্রীসমর চৌধুরী : — সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এ, ডি, সির টাকা কিভাবে নয় ছয় হচ্ছে এতেই বুঝা যায়। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে পরিকল্পনা কমিশনের যখন মিটিং হয় তখন রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন কিনা যে টাকাটা আলাদা করে এ, ডি, সিকে দিতে হবে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি কোন ফাণ্ড এ, ডি, সিকে দেয় না। এ, ডি, সি ষ্টেইটের মাধ্যমে টাকা পায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৭, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৭।

প্রশ্ন

১। এস, সি, এস, টি সংরক্ষিত পদ পূরণের ক্ষেত্রে হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার চেক করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন

২। থাকলে এ পর্যন্ত কোন কোন দপ্তরে এইরূপ সরজমিন তদন্ত হয়েছে এবং ফলাফল কি ?

উত্তর

২। নিম্নলিখিত দপ্তর। আণ্ডার টেকিং-এর হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার সরজমিনে চেক করা হয়েছে। কৃষি, বাগিচা চাষ, পশুপালন, বন, পূর্ত্ত, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ, কারা, জরিপ, জেলপ্রশাসন, কর কমিশনারের অফিস, আবগারি শুল্ক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নিয়োগ ও পরিসেবা বিভাগ, সচিবালয় প্রশাসন, নিয়োগ পরিসেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা, পঞ্চায়েত, তথ্য ও সংস্কৃতি ও পর্যটন, অগ্নি নির্বাপন, টি, আর, টি, সি, ত্রিপুরা পাট কল, টি, এফ, ডি, পি, সি, পরিকল্পনা অধিকার, টি, আর, পি, ও পি, জি, পি, অধিকার, খাদ্য ও জনসংবরণ, এবং কারখানা ও বয়েলার প্রতিষ্ঠান। সরজমিনে তদন্তের ফলে বিভিন্ন দপ্তরের রোষ্টারের ভুল ভ্রান্তি

সংশোধন করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। কবে পর্যন্ত সমস্ত দপ্তরে এরূপ তদন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৩। এরূপ নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার সম্পর্কে.........গণ্ডগোল।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি, বাজেট ডিস্কাশনের সময় আমি এটা পরিষ্কার করে দেব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী . — আমার প্রশ্ন, কিন্তু আমিই সাপ্লিমেন্টারী করার সুযোগ পাব না ?

মিঃ স্পীকার :— আমি বলব, আপনি প্রশ্ন কর্তা. প্রশ্ন করলেন। আপনি অবশ্যই সাপ্লিমেণ্টারী করার সুযোগ পাবেন। আপনাদের পক্ষ থেকে চার চারটা সাপ্লিমেণ্টারী হয়ে গেল। কিন্তু আপনি দাঁড়ালেন না। আপনি দাঁড়ালে আমি অবশ্যই তাদেরকে বসিয়ে দিতাম। এভাবে হতে পারে না। আপনারা বসুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে অফিসাররা যখন দপ্তরে যান হানড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার মানা হচ্ছে কিনা জানতে তখন, তাদেরকে সেটা জানাতে অস্বীকার করছেন। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তদন্ত করা হয়েছে কোন্ কোন্ দপ্তরে কত খালি আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭টি ব্লক এবং একটি সাব-ব্লকের মধ্যে এস. সি. এবং এস. টি কতগুলি অফিসারের পদ খালি আছে ? যে সমস্ত কন্টিনজেন্ট এবং ডি, আর, ভর্তি নেয়া হয়েছে তাদের বেগুলার করার ক্ষেত্রে রোষ্টার পয়েন্ট মানা হবে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছেন ৩১শে মার্চের মধ্যে সমস্ত রোষ্টার মানাতে হবে ? কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ ৩১শে মার্চের মধ্যে হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার পয়েন্ট মানা হবে কি ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম যে সাপ্লিমেন্টারী চাওয়া হয়েছে তার উত্তরে জানাচ্ছি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের অফিসাররা হানড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার পয়েন্ট মানা হচ্ছে কিনা দেখতে যেয়ে অসুবিধেয় পড়েছেন এরকম তথ্য সোজাসুজি আসেনি। তবে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রোষ্টার পয়েন্ট ১৬ (ষোল) আনাই মেনটেন যাতে করা হয় সে জন্য ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করে যাচ্ছে সে জন্যে বার বার দপ্তরে দপ্তরে তাগিদা দেয়া হচ্ছে রোষ্টার পয়েন্ট মেণ্টেন করার জন্য। এতে চাপ থাকছে। এবং এরফলে আমরা, দেখছি রোষ্টার মেনে চলার

প্রবণতা এসেছে! কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ হয়নি। ভুল ক্রটি আছে। সেই ভুল ক্রটি সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অধীনে যে সমস্ত দপ্তরগুলি আছে, সেগুলির কোন্ কোন্ দপ্তরে একশ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয়নি এবং কত সংখ্যক পোষ্ট ফার্ষ্ট ক্লাশ অফিসার থেকে সুইপার পর্যন্ত রিজার্ভ আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য মহোদয়কে আমি আশ্বস্ত করছি যে প্রতিটি দপ্তরেই একশ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হচ্ছে। তবে বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে যে সমস্ত দপ্তরে একশ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয়নি সেগুলি ভুল ক্রটি সংশোধন করে নিচ্ছি। মাননীয় সদস্য মহোদয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে প্রতিটি দপ্তরেই এই একশ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বিভিন্ন দপ্তরে ডি, আর, ডবলিউ পদে যে সমস্ত এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে সেই ডি, আর, ডবলিউ, এপয়েন্টমেন্টের মধ্যে কত জন এস, টি, ও এস, সি, চাকুরী পাওয়ার কথা এবং কত জন পেয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৪৬ স্যার।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়ার অভয়া রেঞ্জে প্রাকৃতিক বনের গর্জন গাছগুলি বিক্রয় করে সেখানে নূতন বনায়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে আছে কিনা, এবং

২) যদি থাকে তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা?

উত্তর

১) বিলোনীয়া অভয়া রেঞ্জের প্রাকৃতিক বনের গর্জন গাছগুলি বিক্রয় করে বর্ত্তমানে সেখানে নূতন বনায়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরানুসারে প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই অভয়া রেঞ্জে প্রাকৃতিক বনে বিস্তির্ণ এলাকায় মুল্যবান গাছ শাল, গর্জন ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শাল গাছগুলি মোটামোটি পরিস্কার হয়ে গেছে। এখন কোটি কোটি টাকার গর্জন গাছও কমতে আরম্ভ করছে। রাতের অন্ধকারে অনেক কাঠুরিয়া এই সমস্ত গর্জন গাছগুলি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার

এই প্রাকৃতিক বনায়নের গাছগুলি বিক্রি করে যেখানে কোটি কোটি টাকা সরকারের আসতে পারে এবং সেখানে নূতন করে আবার বনায়ন করলে সরকার লাভবান হবেন। এই ব্যাপারে সরকারের কোন ইচ্ছা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, ওয়াল্ড লাইফ প্রোটেকশান এ্যাক্টে এই রকম কোন নিয়ম নেই। নেচারাল ফরেষ্ট থেকে কোন গাছ কাটা চলবে না এবং সেখানে কোন নূতন গাছও লাগানো চলবে না। তবে যদি এমন দেখা যায় ঝড়ে কোন গাছ পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে নূতন গাছ লাগানোর ব্যাপারে চিন্তা নেয়া যেতে পারে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই যে গাছগুলি যেটা উনি বলেছেন সেটা সঠিক ভাবে বলুন কারণ, এটা সম্পূর্ণ বর্ডার এলাকা। বিলোনীয়া থেকে রাজনগর পর্য্যন্ত শুরু করে বর্ডার এলাকা এবং প্রতিদিন এই বর্ডার দিয়ে কাঠ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে সেখানে বি, এস, এফের ক্যাম্প থাকা সত্বেও। অনেক সময় দেখা যায় এই কাঠ পাচারকারীরা বেশী অসুবিধায় পড়লে বি, এস, এফ, ক্যাম্পের সামনে কাঠগুলি রেখে চলে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় কাঠগুলি পাচার হয়ে গেছে বাংলাদেশে। বিশেষ করে দেখা যায় গর্জন গাছ এই ভাবে ধ্বংস হচ্ছে। এটা বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করবেন ? যদি গাছগুলি অকস্থানে বিক্রি করা হয় তাহলে সরকার কিছু পয়সা পাবেন এবং এই ব্যাপারে সরকারেরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। কাজেই, এই ব্যাপারে বাস্তবসম্মত অবস্থার মধ্য দিয়ে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা আমাকে কোন দিন কিছু বলেননি, এমন কি লিখিতভাবেও জানাননি। মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে সাপ্লিমেণ্টারী করেছেন, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা রিলেটেড নয়। তা সত্বেও সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা আমি বলছি, প্রথমতঃ কাঠ যারা চুরি করে তাদের ৫০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কোন অফিসার কাঠ চুরির পর যদি সন্ধান না পাঠান তা হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তৃতীয়তঃ বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, যুগ্মভাবে পাহাড়া দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, চতুর্থতঃ আমাদের নিজস্ব পুলিশ ওয়ারলেস সহ এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট যুগ্মভাবে পাহাড়া দেবার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। কিছু দিনের মধ্যে অথবা কয়েক মাসের মধ্যে এই ব্যবস্থা আমরা নিতে পারব এবং এই সমস্ত পাচারের ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে তার জন্যই এই সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই কাঠের ব্যাপারে সিমনা এলাকার বিধায়কের কথা বলেছেন। গত ১১ই জানুয়ারী ভোর রাত্রে পুলিশ এবং বনকর্মী যৌথভাবে ১৩টি

গাড়ী সিধাই থানায় আটক করেছিলেন। এ গাড়ীগুলি কি সিমনা এলাকার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— যদিও মাননীয় সদস্যের সাপ্লিমেন্টারীটি এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়, তবুও আমি বলছি এই কাঠগুলি বিদ্যাবাবু এবং দশরথবাবুর এলাকা থেকে এসেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৬।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৬।

প্রশ্ন

১। ফরেষ্ট করপোরেশান কর্তৃক সাউথ ত্রিপুরার তাকমাছড়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাবার প্রসেসিং এবং তার বাইপ্রোডাকস উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাটি,কবে নাগদ চালু করা হবে ?

২। কবে কারখানাটির তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল এবং কি কি কারণে কাজ বিলম্বিত হচ্ছে ?

৩। কারখানাটি নির্মানে এখন পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। ফরেষ্ট কর্পোরেশন কর্তৃক দক্ষিণ ত্রিপুরার তাকমাছড়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাবার প্রসেসিং এবং তার বাইপ্রোডাকস উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাটি ১৯৯২ ইং সনের জুন মাস হতে চালু করা যাবে।

২। উল্লিখিত কারখানাটি তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ ইং সনের ১২ই জানুয়ারীতে। এই কারখানাটির ঘর তৈরী করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পি, ডব্লিউ, ডি, পি, এইচ, ই, এবং ইলকট্রিক ডিপার্টমেন্টকে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে সময়মত কাজ শেষ হয়নি।

(১) টেণ্ডারের জটিলতা বশতঃ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়।

(২) ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী ঠিকেদার কাজ করতে পারেনি।

(৩) এল, ও, সির জন্য সময় মত টাকা পাওয়া যায়নি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেকনিকেল জটিলতার জন্য দেরী হয়।

৩। উপরোক্ত কারখানাটি নির্মানের জন্য গত ১৯৯১ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১১৬ লক্ষ (একশত ষোল লক্ষ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, ১৯৯০ সালে যখন এ বিধানসভায় এটা সম্পর্কে প্রশ্ন আসে তখন এই বিধানসভায় প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে ১৯৯০ সালের জুন মাসের মধ্যে চালু করা হবে। আজকে আবার মন্ত্রী বলছেন ১৯৯২ সালের জুন মাসের মধ্যে করা

হবে। মাননীয় মন্ত্রী যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারেন তাহলে এখানে কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? মাননীয় মন্ত্রী এটাও জানাবেন কি না যে, এ কারখানাটা করতে গিয়ে আমাদের বাহির থেকে কিছু যন্ত্রপাতি কিনে আনতে হয়েছে এবং সেটাও অনেক বছর আগে, যেহেতু এসব জিনিষগুলি রাখার জন্য কোন গোডাউন ছিল না, ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে, এখন সে সমস্ত যন্ত্রপাতি যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে এটা চালু করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কি না। কারণ, দেখা যাবে চালু করার পর এ মেশিনটা আবার কয়েক দিনের মধ্যেই অচল হয়ে যাবে, এ তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি না যে, এ বিরাট কারখানায় যারা রাবার চাষ করছেন তাদের বাজারের একটা সংকট আছে এবং কর্পোরেশান যারা সব চেয়ে বড় রাবার গ্রোয়ার এবং তাদের যে সমস্ত সিট এগুলি তৈরী হচ্ছে। মূলতঃ এ কারখানার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটাকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে বাহিরের বাজারের সঙ্গে যাতে আমরা দর কষাকষি করতে পারি, ন্যায্য দাম যাতে ত্রিপুরা রাবার চাষীরা পেতে পারে সে উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ কারখানা করা হয়েছে। আজকে এ কর্পোরেশনের কাছে এ কারখানা চালু না হওয়ার দরুণ যারা প্রাইভেট গ্রোয়ারস আছেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, কর্পোরেশান থেকেও আজকে কোটি কোটি টাকা খরচা দিচ্ছেন এবং কর্পোরেশানের যারা আজকে কর্তৃপক্ষ তাদেরও একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের কিছু ব্যবসায়ী বা রাজ্যের বাইরে কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে যে দাম হওয়া উচিত রাবারের তা থেকে অনেক কম দামে বিক্রী করছে। তাতে কর্পোরেশানের সেখানে ক্ষতি হচ্ছে, রাবার উৎপাদন যারা করেন তাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই, এটাকে চালু করার ক্ষেত্রে বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি এখানে মন্ত্রী মহোদয় এর সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে কোন রকমের যোগাযোগ আছে কি না ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে এ সব গল্প বললে তো হবে না। আমরা তো বলেছি ১৯৯২ সালের জুন মাসেই চালু করব। তিনি অযথা একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোলকাতায় আমরা কম দামে বিক্রী করি বলে টেণ্ডার কল করা হয় এবং টেণ্ডারে যারা পায় তারাই পায়। এখানে কম বেশীর কোন প্রশ্ন নেই। এইটা আপনাদের মত নেগোসিয়েশানে আমরা বিক্রী করি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি, এই যে কারখানাটা এইটার

লেটেক্সটা যাতে নষ্ট না হয়, এ লেটেক্সটাকে ব্যাপকভাবে বাড়ানোর জন্য এটা করা হয়েছে, সেখানে উন্নত ধরণের যে লেটেক্স তৈরী হচ্ছে সে ল্যাটেক্স যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে কি এবং সে বাগানগুলির অবস্থা অত্যন্ত করুন। হাজার হাজার গাছ নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে, নূতন করে সে বাগানগুলি আর সম্প্রসারণ করা হয়নি, পুরাণো গাছগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রোডাকসন হচ্ছে না। এ সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে এ কারখানাগুলির অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, যে উদ্দেশ্যে এ কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য কোন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না তার প্রধান কারণ এ কারখানাগুলি চালু করার জন্য যে সোর্স সেটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটা সত্য কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ অসত্য, কোন বাগানই ধ্বংস হয়নি, এবং এ বাগানগুলিতে নূতন করে প্ল্যান্টেশন করা হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কতটুকু এরিয়ায় বাগান সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কত নূতন গাছ লাগানো হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেয়া যেতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে আই, সি, ডি, এস, ওয়ার্কারদের পে-স্কেল দিয়ে রেগুলার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি :

২। যদি থাকে তাহা হলে সরকার এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ;

৩। এটা কি সত্য যে আই, সি, ডি, এস, ওয়ার্কারদের পে-স্কেল দিয়ে রেগুলার করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব এখন পর্যন্ত পাঠাননি ;

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সরকার উক্ত বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাবেন কি না ?

৫। সরকার নূতন আই, সি, ডি, এস, কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ;

৬। যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে থাকেন তার কারণ ?

উত্তর

১। ইহা বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচ্য বিষয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচ্য বিষয়। রাজ্য সরকারের পৃথকভাবে প্রস্তাব পাঠানোর প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। অতিরিক্ত অঙ্গনাওয়াদী কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন সবই কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচ্য বিষয়, এটা আমিও জানি। কারণ এই আই, সি, ডি, এস, স্কীমটি সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট স্কীম। তবে রাজ্য সরকার হিসেবে এ ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে কিনা বিশেষ করে রাজ্যের স্বার্থে, রাজ্যের শিশুদের স্বার্থে। যেহেতু এ সব প্রকল্প রাজ্যে চালু হয়েছে রাজ্যের শিশুদের কল্যাণে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটা রাজ্যের শিশুদের কল্যাণে আসতে পারছে না যদি না কেন্দ্রীয় সরকার এই আই, সি, ডি, এস, স্কীমে আই, সি, ডি, এস, ঘর করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ না নেন। কাজেই এ স্কীম সম্পর্কে কোন রিভিউ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব পাঠানো যায় কিনা এবং রাজ্যের শিশুদের স্বার্থে রাজ্য সরকার এটা দেখবেন কি না?

আমার শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে আই, সি, ডি, এস, খোলা সম্পর্কে। আমি যতটুকু দেখছি, সত্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমাদের রাজ্যের সোস্যাল স্ট্রাকচারটা ধীরে ধীরে কমে আসার মত। আই, সি, ডি, এস, কেন্দ্র বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহ রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেদিক থেকে এটা খুবই প্রসংশনীয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আরও আই, সি, ডি, এস, কেন্দ্র খোলার রিকয়ারমেন্ট আছে। এটা সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি বিচার বিবেচনা করবেন? এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবেন কিনা এটা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি?

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে প্রত্যেক ব্লকে হিসেব মতই টাকা পয়সা দেয়া হয়। যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা পর্য্যাপ্ত না, সেটা ঠিকই আছে। সত্য কথা। সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে ঠিক যেভাবে চলছে আমাদের রাজ্যেও ঠিক ঐ ভাবেই চলছে। তবে আমরা বার বার বলেছি যে এই টাকাটা পর্য্যাপ্ত নয়। আর যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ডি, আর, ওয়াই, থেকে, ব্লক থেকে টাকা পয়সা দিয়ে ঘর করা একটা কাজ। সেই জন্য ডি, আর, ওয়াই, থেকে, ব্লক থেকে কিছু পাওয়ার জন্য আই, সি, ডি, এস, ঘর তৈরীর জন্য ওরা কিছু কাজ করেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— স্যার, আর একটি সাপ্লিমেণ্টারী, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন যে ষ্টেট শেয়ার এবং সেণ্ট্রাল শেয়ার, যদি থেকে থাকে তাহলে ষ্টেট শেয়ার কত ? এবং ষ্টেট শেয়ারটা বাড়ানো যাবে কিনা ? এ ব্যাপারে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ তাদের সাম্মানিকের প্রশ্নে একটা ষ্টেট শেয়ার আছে আর একটা সেণ্ট্রাল শেয়ার আছে। কাজেই ষ্টেইট শেয়ারটা বাড়ানো যায় কিনা সেটা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বিচার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— রাজ্য সরকারের প্রতিটি অঙ্গনাওয়ারী কর্মী এবং হেল্পারদের রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ভাতা যথাক্রমে ১৫০ টাকা এবং ১০০ টাকা করে দিয়ে থাকেন। এছাড়াও অঙ্গনাওয়ারী কেন্দ্রের কর্মীদের রেগুলারের প্রশ্নে ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত রয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (পানিসাগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের অঙ্গনা-ওয়ারী কর্মী এবং হেল্পারদের যে ভাতা দেয়া হয় শুধু তাদের ভাতা বৃদ্ধি করাই নয়, এটা দিল্লীর স্কীম স্যার। এই স্কীমে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের মানুষ সামান্য ভাতার বিনিময়ে কি করে কাজ করবেন ? এটা যেমন দেখার বিষয় তেমনি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সমস্ত প্রকল্পটা ঢেলে সাজানোর জন্য রাজ্য সরকার থেকে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হবে কিনা বা ইতিপূর্বে পাঠানো হয়েছে কিনা সেটা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়ার কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ। দীর্ঘদিন পর আই, সি, ডি, এস, কর্মীদের জন্য উনার সহানুভূতি দেখা দিয়েছে। দুর্গম অঞ্চলের যে কর্মীদের কথা বলা হয়েছে, এখন যে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প হচ্ছে বা আগেও একটা নিয়ম ছিল যে, যেখানে আই, সি, ডি, এস, কেন্দ্র হবে সেখান থেকেই যেন অঙ্গনাওয়ারী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। এটা ঠিক যে উনারাই তাদেরকে কমলপুর বাড়ী হলে গণ্ডাছড়া কেন্দ্রে পোষ্টিং দিয়েছিলেন উনাদের আমলে। ২৫০ টাকার বিনিময়ে। তখন চিন্তা করলেন না, আর এখন মায়াকান্না শুরু করেছেন।

এই রকম অনেকগুলি স্যার। ৪৫ থেকে ৫০ জনের এমপ্লয়মেণ্ট কার্ড নেয়া হয়নি। ওরা নিয়ে গিয়েছিল যাতে করে নাকি অন্য কোন চাকুরীতে যেতে না পারে। বোধ হয় এই অঙ্গনাওয়ারী কর্মীদের কথা ওরা শুনেন নি। তাদের আমার রেগুলার করতে হয়েছে। বামফ্রণ্টের দশ বছরে ওরা অঙ্গনাওয়ারীদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন। আমরা কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের জন্য/শিশুদের জন্য/মেয়েদের জন্য উন্নতিকল্পে আরোও ৫টি প্রজেক্ট নূতন করে করার ব্যবস্থা নিয়েছি। এখন তাদের হঠাৎ করে মনে হচ্ছে। এটা মনে করার কোন যুক্তি নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন যে, আরো নূতন নূতন

আই, সি, ডি, এস প্রজেক্ট বাড়ানো। এ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যতটুকু জানি এই আই, সি, ডি, এস, স্কীম যখন বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করেছিলেন তা এখনও আছে। যে প্রতি পাঁচজন লোকের মধ্যে একটা স্কীম হবে। সে অবস্থায় আমরা তেলিয়ামুড়ায় ১২১টি স্কীম চালু করেছিলাম এবং সে সময় পরের বৎসর যখন লোকসংখ্যা বাড়ল, আমি বি, ডি, ওর সঙ্গে দেখা করে সে প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, এখনতো আমাদের লোকসংখ্যা বাড়ছে, সে লোকসংখ্যার জন্য অনুপাতে এখন ১৫০টি সেন্টার করার মত ব্যবস্থা রয়েছে। সে সেন্টারগুলি কেন পূরণ হবে না ? কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে, ৫শর মধ্যে একটি দেয়া হবে। তেলিয়ামুড়ায় আমরা বার বার দাবী করেও হচ্ছে না। সে রকম অনেক এলাকায় হচ্ছে না। তাই এটা সারা রাজ্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল স্যার, এখানে একটা জিনিষ যেটা আমি সেদিনও বলেছিলাম যে, এই আই, সি, ডি, এস, স্কীম হল শিশুদের জন্য। ৫ বছরের সেই আই, সি, ডি, এস, স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬ বছর হলে পরে সেখানে তাদের নেওয়া হয় না। এবং এই স্কীমটা শুধু মাত্র শিশুদের জন্য। আজকে অসুস্থজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে হাজার হাজার শিশু এখানেও স্বীকার করা হয়েছে যে, ৫শর মত শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে মারা গেছে। এত বড় একটা আই, সি, ডি, এস, স্কিম থাকতে সেখানে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুরা মারা যায়। সেখানে শিশুদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পলিও ইনজেকশান দিলে পরে সেখানে এই শিশুগুলি মারা যেত না। কিন্তু সেগুলি আজ হচ্ছে না। তাই এই যে ৫শ শিশু মারা গেল এই ব্যাপারে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতী বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি মনে হয় ব্লকে থাকেন না। শিশুদের পলিও, ডি, পি, টি ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থাই আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে উনি তেলিয়ামুড়ার কথা বলেছেন, তেলিয়ামুড়া ব্লকে ১৯১ সেন্টার করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আমরা পেলেই তা করব।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপলিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইনি। আমার প্রশ্ন ছিল আই, সি, ডি, এস, এর অনারিয়াম এর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের শেয়ার আছে। সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অনারিয়াম বৃদ্ধি না করলেও রাজ্যসরকার তা বৃদ্ধি করতে পারবেন কিনা ? আর কেন্দ্রীয় সরকারের এই আই, সি, ডি, এস, এর জন্য বরাদ্দ অর্থ এটা মান্ধাতার আমলের, এই অর্থ বৃদ্ধি করার জন্য মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবেন কিনা ?

শ্রীমতী বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা বিবেচনা করা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) : এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ১০৮ স্যার।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, তৃতীয় বেতন কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত বেতন ক্রমে আণ্ডার গ্রেজুয়েট সিলেকশান গ্রেড প্রাইমারী শিক্ষক এবং প্রমোশন প্রাপ্ত প্রাইমারী হেড মাষ্টারদের মধ্যে বেতনক্রম এ কোন পার্থক্য নেই।

২। ইহাও কি সত্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই ১৩০০-৩২১০ বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে,

৩। সত্য হলে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য কোনরূপ উচ্চতর স্কেল প্রদান না করে প্রাইমারী হেডমাষ্টারদের প্রতি যে বঞ্চনা করা হয়েছে তা দূর করার জন্য সরকার কোনরূপ পদক্ষেপ নিবেন কিনা, এবং

৪। নিলে তা কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

৪। বিষয়টি যথাসময়ে অর্থ দপ্তরের এনোমুলি কমিটির নিকট পেশ করা হয়েছে এবং বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন যে ঘটনাটি সত্য, যদি তাই হয়ে থাকে তবে মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, এনামুলি যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে কি ধরণের ব্যতিক্রমের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ? এটা মাননীয় মন্ত্রী সুনির্দিষ্টভাবে জানালে এই হাউজ উপকৃত হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি. ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন মূল প্রশ্নের মধ্যে যে আণ্ডার গ্রেজুয়েট সিলেকশান গ্রেড প্রাইমারী শিক্ষক এবং প্রমোশন প্রাপ্ত প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টারদের মধ্যে বেতনক্রমের কোন পার্থক্য নেই স্যার। প্রথম থেকেই একই স্কেল নয়। এটা বৎসরের পর বৎসর পর্যায়ক্রমে তারা এ স্কেলে গিয়ে পরে। তবে এটা ঠিক যে একজন হেডমাষ্টারের আলাদা একটা দায়িত্ব থাকা সত্বেও সে এ সুযোগটা পাচ্ছে না। এনামুলি কমিটিতে আমরা তাদের পক্ষে সুপারিশ করেছি। আপনি আমার কাছে সুপারিশটা কি জানতে চেয়েছেন, তা এক্ষুনি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে তাদের পক্ষেই আমরা সুপারিশ করছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন প্রাইমারী শিক্ষক

এ্যাসিষ্টেন্ট টিচার একজন প্রধান শিক্ষকের বেতনক্রম থেকে বেশী, ইহাতে দেখা যাচ্ছে সেখানে এডমিনিস্ট্রেশান ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। কাজেই সেখানে এই নৈরাজ্য দুরীকরণের জন্য সেখানে যাতে সমস্ত শিক্ষাদপ্তর প্রপার ওয়েতে চলে এবং সেখানে শিক্ষকরা তাহাদের যথাযোগ্য কাজের জন্য যথাযোগ্য সম্মান পান সে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কাজেই সে ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নেবেন কিনা অতি সত্বর ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিষ্কার করে বলছি আজকাল টাকা দিয়ে সব কিছু করা যায় না। তবে আমি আশা প্রকাশ করব মাননীয় বিধায়কগণ নিশ্চয় শিক্ষকগণকে বলবেন এর জন্য যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত না হয়। আমাদের যথেষ্ট তাদের জন্য যে সেন্সিটিভ রয়েছে, আপনি যেটা বলেছেন নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে সেটি যেন না হয়, কারণ তাদের ব্যাপারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে মোট জনসংখ্যা বর্তমান কত ?

২। তার মধ্যে উপজাতি, তফসিলী জাতি ও অন্যান্য অংশের সংখ্যা কত ; এবং

৩। জেলা পরিষদ গঠন করার সময় ঐ জনগোষ্ঠিগুলির সংখ্যা কত ছিল ?

উত্তর

১। ১৯৮১ সনের লোক গণনা অনুসারে রাজ্যের উপজাতি স্ব-শাসিত এলাকায় মোট জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ২ শত ৫ জন।

২। উক্ত জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলী জাতি ৩৮ হাজার ৫ শত ২৭ জন। উপজাতি ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৫ জন। এবং অন্যান্য অংশের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২ শত ৪৩ জন।

৩। জেলা পরিষদ গঠন করার সময় ঐ জনগোষ্ঠিগুলির সংখ্যা যা ছিল তাহা ১৯৮১ সনের জন গণনার মুতাবেক।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছি যে রাজ্যের এ এলাকার মধ্যে বর্তমান জনসংখ্যা কত ? আর উনি উত্তর দিয়েছেন ১৯৮১ সালে কত ছিল, কাজেই এটা কি ধরনের উত্তর দিলেন আমি বুঝতে পারলাম না, কাজেই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এ, ডি, সি, গঠন করার সময় এবং গঠন করার পর কি, এবং ইহার মধ্যে কতজন ট্রাইবেল, কতজন নন্-ট্রাইবেল সেটা জানার জন্য আমার প্রশ্নটা, কাজেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা, যদি না থাকে এ তথ্য নিয়ে আমাদের জানাবেন কিনা ? কাজেই এটা ইম্‌বেলেন্স হচ্ছে এ, ডি, সির ভিতরে এবং

এটা কি পরিমাণ হচ্ছে কত গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এটাকে রেজিষ্ট্রেশান করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন কিনা ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নকুলবাবু নিশ্চয় জানেন প্রতি দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস হয়। তবে ১৯৯১ সনের সেন্সাস হয়েছে তার রিপোর্ট পুরাপুরি পায়নি, কাজেই ১৯৮১ সালের যে রিপোর্ট সেটাকেই ধরে নিতে হবে। যাহাই হউক সেখানে নকুলবাবুর স্বার্থ জড়িত আমারও স্বার্থ জড়িত। ১৯৯১ সালের রিপোর্ট পুরাপুরি বের হলে এস, সি, এস, টি, সংখ্যা কত সঠিক বলা যাবে, সেদিন নকুলবাবু দয়া করে প্রশ্ন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সমস্ত স্কুল ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে আগামী শিক্ষাবর্ষে (৯২-৯৩) থেকে তা চালু হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পাঠ্যপুস্তকের মূল্য প্রতি বছর বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অভিভাবক যাঁরা পড়াচ্ছেন একজন কিংবা দুইজন তিনজন ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাঁদের পক্ষে বই কেনা অসম্ভব। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলতে চাই বিনামূল্যে দিতে সম্ভব না হলেও কমছে কম ভাল রকমের সাবসিডি দিয়ে গরীব অংশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে দেয়া যায়, সে ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, বর্তমানে আমরা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ককবরক ভাষার বই বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করছি, এছাড়া লুসাই ভাষার ১ম ও ২য় শ্রেণীর বই বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করছি। তবে, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বিবেচনা করতে বলেছেন, তার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কাগজের দাম বেড়ে চলেছে এবং প্রিন্টিং খরচ বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে মিল রেখে বইয়ের দাম বাড়াতে হচ্ছে। তবে, বইয়ের ক্ষেত্রে লাভের অংকটা যেন ব্যবসায় পরিণত না হয়, এবং নায্যমূল্যে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বই কিনে পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES 'A' & 'B')

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন উল্লেখ পর্ব। এ উল্লেখ পর্বে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হতে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি উত্থাপন করার অনুমতি আমি দিয়েছি। এখন, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে তার উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, উল্লেখ পর্বের আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ২৫শে মার্চ 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় কংগ্রেস (ই) কর্মীর গুদাম থেকে ১৩৭ মেট্রিক টন রেশনের চাউল উদ্ধার, ধামাচাপা দিতে দৌড়ঝাপ" এ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন, আমি খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ পর্বের নোটিশটির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য না রাখতে পারেন তবে কবে তিনি এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, দয়া করে আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুটির উপর আমি আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ১লা এপ্রিল এ বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট হতে আর একটি উল্লেখ পর্বের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী, সেটি উত্থাপন করার জন্য আমি তাঁকে অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে তাঁর উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বের আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ১৩শে মার্চ ছামনু থানাধীন গর্জনপাশাতে উগ্রপন্থীদের গুলিতে বি, এস, এফের ২ জন জোয়ান এবং ত্রিপুরা পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টার আহত হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : এখন আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ পর্বের নোটিশটির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য না রাখতে পারেন, তাহলে তিনি সময় চাইতে পাবেন। তবে, তিনি কবে এ বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন দয়া করে আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ পর্বের নোটিশটির উপর আমি আমার বক্তব্য আগামী ৩০শে মার্চ্চ রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ৩০শে মার্চ ১৯৯১ ইং তারিখে এ বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি উত্থাপন করার অনুমতি আমি তাঁকে দিয়েছি। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "আগরতলার গান্ধাইল রোডস্থিত ৩৬ বছরের পুরানো রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দিরটিকে বিগত ১৯৯১ ইং সনের এপ্রিল মাস হতে জুনিয়র হাই স্কুল স্তরে অবনমিত করার ফলে কয়েক শত ছাত্রছাত্রী এবং অভিবাবক এক গভীর সমস্যা সংকুল অবস্থায় উপনীত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ায জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে একটা পরবর্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এ ব্যাপারে আগামী ৩০/৩/৯২ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ হাউসে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ২৩শে মার্চ তেলিয়ামুড়া, অমরপুর সড়কে অম্পির ছেছুয়া বাজারের কাছে উগ্রপন্থীদের গুলিতে রণজিত সিং মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০/৩/৯২ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, গত "১১শে মার্চ ১৯৯২ ইং তারিখে সাব্রুমের মাগুরছড়া নিবাসী বিনোদ দেবনাথ দিনের বেলায় খুন হওয়া সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০/৩/৯২ ইং তারিখে এ ব্যাপারে বিবৃতি দেব।

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATE 1992-93

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের আলোচনা বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের একটা লিষ্ট আমাকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অপোজিশন সময় পাবেন ১০৫ মিনিট। শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন এ বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কারণ, এ বাজেট হচ্ছে একটা একদলীয় বাজেট। গণতন্ত্রের কোন লেশ মাত্র এখানে নেই। কারণ, এটা শুধু আমাদের কথা নয়, বাজেটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে যাঁদের ভূমিকা প্রধান তাঁরা হচ্ছেন নির্বাচিত সদস্য। এ নির্বাচিত সদস্যদের কি ভূমিকা থাকবে? এ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ চার বছর তাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা রাখেননি। সেখানে বলা হচ্ছে, পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা পঞ্চায়েত থেকে শুরু হবে। সেখানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নেই। মন্ত্রীরা যত্রতত্র ঘুরে বলছেন, বিরোধী দলের চিহ্ন রাখব না। যাঁরা শাসক দলে আছেন তাঁরা মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন, এ বাজেটে তাঁদের কথা। স্যার, বটতলা সুপার মার্কেটের ষ্টল বিলি করা হল। দপ্তরের মন্ত্রী বললেন, কংগ্রেস কর্মী সমর্থক ছাড়া কোন ষ্টল কাউকে দেয়া হবে না। যারা উপজাতি আছেন কংগ্রেস (আই) এর সন্দেহ উপজাতি অংশের লোকেরা সি, পি, আই, (এম) এর সঙ্গে। তাই উপজাতিদের জন্য একটা ষ্টলও রাখা হল না, বিলি বন্টন করা হল না। পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করবেন?

কিন্তু তার নামে কি হয়েছে? মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে আছেন। তিনি কি উত্তর দিতে পারবেন, পঞ্চায়েত আইনে কি আছে? পঞ্চায়েত আইনে কি আছে, ব্লক লেভেলে অফিসার নিয়ে তাদের ডিলিমিটেশান করতে হবে। ওয়ার্ড ভাগ হল। এস. সি, এবং এস, টি, দের জন্য সীট রিজার্ভ রাখতে হবে। কিন্তু ওয়ার্ড ভাগ এমন ভাবে করা হল, সীট রিজার্ভ এমনভাবে রাখা হল, যেখানে ৫০০ ভোটার সেখানে একজন প্রার্থী। আর যেখানে ৩০০ ভোটার সেখানে দুইজন প্রার্থী। এটা করা হয়েছে যাতে শাসক দল পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে পঞ্চায়েতে শাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারেন। এ হচ্ছে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার উদাহরণ। সুতরাং বাজেটে স্বাভাবিক কারণে তার প্রতিফলন ঘটছে। বাজেট তৈরীতে পরিকল্পনা কমিশনের বিরাট ভূমিকা থাকে। এখানে পরিকল্পনা কমিশন কি নির্দ্দেশ দিয়েছেন? পরিকল্পনা কমিশন নির্দ্দেশ দিয়েছেন নূতন করে কোন কর্মসূচী এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। চাকুরীর জন্য নূতন কোন পদ সৃষ্টি করা যাবে না। তবে কি? অন গোয়িং স্কীম। অর্থাৎ যে স্কীম আছে তা চালিয়ে যাও। নূতন কর্ম্মসূচী নেয়া যাবে না। বাজেটে তার প্রতিফলন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন, বাজেটে যে টাকা চেয়েছেন সেখানে অন্তত একটা নূতন পরিকল্পনা করেছেন? একটা পরিকল্পনার কথাও কোন দপ্তরে উল্লেখ নেই। আমরা দেখছি, বাজেট নিয়ে প্রতিবারই ধোঁকা দেয়া হয়। সে ধোঁকা হচ্ছে করহীন বাজেট। বলা হয়, 'ঘাটতি কিছু থাকবে, আমরা সেটা মিটিয়ে নেব।' আমাদের অভিজ্ঞতা কি? বিধানসভায় ফাঁকি দিয়ে বিধানসভার অধিবেশনের পরই সেখানে নূতন নূতন কর বসালেন। গত বছর আমরা দেখেছি, বিধানসভায় বাজেট পাশ করিয়ে নেবার অব্যহিত পরেই বিদ্যুতের মাশুল বাড়ান হল। টি, আর. টি, সিতে ভাড়া বাড়ান হচ্ছে। সেলট্যাক্স বাড়ান হচ্ছে। এই বিধানসভায় যাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁরা একটা সুচিন্তিত মনোভাব নিয়ে এখানে আসেন, কি করে বেশীর ভাগ মানুষকে করের হাত থেকে রেহাই দেয়া যায়। কিন্তু উনারা বিধানসভার সে জিনিসটা এরিয়ে যান। স্যার, এখানে বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আমাদের গতবারে ৮৭ কোটি টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা ছিল। আমরা এটা কমিয়ে এনেছি। কিন্তু আমরা কমের চেহারা দেখেছি। মিড-ডে মিল খাতে গত আর্থিক বছরে বরাদ্ধ ছিল ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যান এ দুটো মিলিয়ে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। তার মানে ৯৩ পার্সেন্ট টাকাই অব্যায়িত রয়ে গেছে। এই মিড-ডে-মিল চালু করা হয়েছিল গ্রামের মানুষের খাওয়ার লোভে স্কুলে আসবে তাঁদের অক্ষর জ্ঞান সম্পুর্ণ হবে এবং অপর দিকে তারা অনাহার থেকেও কিছুটা রক্ষা পাবে। এ সুন্দর স্কীমটা উনারা ক্ষমতায় এসে আটকে দিলেন। এ স্কীমটাকে অত্যান্ত পরিকল্পিত ভাবে বাতিল করে দিলেন। উন্যদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপে সারা দেশের মধ্যে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। স্যার, আমাদের দেশের সঙ্গে আরও অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আজকে

তাঁদের সেই সমস্ত দেশের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাবেন আমরা ক্রমশই পিছনের দিকে চলে যাচ্ছি। এক সময় আমরা হকিতে স্বর্ণ পদক পেতাম, ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জিতেছি, অনেক সুনাম ছিল আমাদের। কিন্তু সব কিছুতেই আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলে আসতে হচ্ছে। আজকে যদি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রশ্ন করা যায় যে, নিরক্ষরতার দিক থেকে বিশ্বে কে প্রথম হবে। আমি এক কথায় বলে দিতে পারি ভারতের নাম উল্লেখ করবে। আজকে সারা বিশ্বে অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী নিরক্ষর এ ভারতবর্ষে। আমাদের চেয়ে অনেক দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশে অনেক এগিয়ে গেছে, এমন কি যে আফ্রিকাকে অন্ধকারচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হত, সেই আফ্রিকাও আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। স্যার, যে সমস্ত স্কীমগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করবে, দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই সমস্ত স্কীমগুলি উনারা একের পর এক বাতিল করে যাচ্ছেন। স্যার, আমি ঘাটতি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৯১-৯২ ইং সালে বলা হয়েছে ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, ৯২-৯৩ ইং সালে বলা হয়েছে পরিকল্পনা খাতে ১৮১ কোটি টাকা, নন-প্ল্যানে ৫১৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে বলা হয়েছে সুদ করা হবে ২০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মতো। মাননীয় বিধায়করা চীৎকার করেও এগুলির কিছু করতে পারবেন? কেন্দ্রীয় সরকার টাকার অবমূল্যায়ণ করেছেন তিন ভাগে প্রায় ৯ পার্সেন্টের মতো। সর্বশেষ সংসদে যেটা স্বীকার করা হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বোচ্চ টাকার দাম কমেছে ৯১-৯২ ইং সালে এবং সেখানে ইকনমিক সার্ভে বলা হয়েছিল ৯২-৯৩ ইং সালে এই হার আরও অনেক বেশী বেড়ে যাবে। তাহলে গতবার যেখানে বাজেট ছিল ৮০৪ কোটি টাকা। আর এবার প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যান মিলিয়ে মোট ৫৯৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের রূপায়িত এন, ই, সি, স্কীমগুলিতে আমরা সবচেয়ে বেশী ভুক্তভোগী। এন, ই, সির ৭টা ষ্টেট মিলিয়ে শতকরা তিন ভাগ টাকা তারা পান। সুতরাং যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি এখানে অনুমোদন করা ছিল একটার পর একটা স্কীম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আজকে শাসক দলের সদস্যরা এই বাজেট নিয়ে যে চীৎকার করছেন, বভ্যারম্ভ করেছেন, তার পজিশান কি দাঁড়াবে? পজিশান দাঁড়াবে এটা যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানের টাকা কমে যাওয়ার দরুন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত সম্পদগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল সেগুলি আর চালু রাখা যাবে না, নূতন পরিকল্পনাতো পরের কথা।

আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে বলতে পারি, এই যে সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত সংগঠনগুলি ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। বাজেটের মধ্যে একটা জায়গায় আছে "আমরা এগুলি খোলার উদ্যোগ নিচ্ছি।" টি, এন, পি, একটা সংস্থা ভাই হাউস যার মধ্যে ১০০ জনের উপরে কর্মচারী আছেন। ৪ কোটি টাকার উপরে খরচ করে এটা করা হয়েছিল কিন্তু এটা লক আউট করে দেয়া হয়েছিল। ফলে ১০০ উপরে কর্মচারী তাদের এখন কাজ নেই। চটকল, এই সম্পর্কে মাননীয়

মন্ত্রী বলেছেন এটা রুগ্ন। যে বাজেট উনারা তৈরী করেছেন সেটা চালিয়ে রাখতে পারবেন কি? প্রায় দুই হাজারের উপরে এখানে কর্ম্মচারী আছেন, তাদের গ্যারান্টি আছে কি? এ্যাপেক্স এবং কো-অপারেটিভ যেগুলি তার কর্মসূচী চালু রাখতে পারবে কি? রাম্মু দত্ত টী ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান যার বিরুদ্ধে ৪ কোটি টাকার উপরে কোর্টে মামলা আছে তাঁকে আবার ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এইভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে স্যার। রাবার বাগানের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই রাবার বাগানের সঙ্গে উপজাতিরা বিশেষভাবে জড়িত। এ ফরেষ্ট কো-অপারেটিভ যেটা করা হচ্ছে সেটা আরও তিন বছর আগে শেষ করতে পারতেন, তাহলে গরীব রাবার চাষীরা উপকৃত হতেন এবং তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠত। রাবার চাষ সম্পর্কে আরও উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং এই চাষকে সচল করে তোলা এবং সরকারী আধা সরকারীভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদি সম্পর্কে একটা কথাও এ বাজেট ভাষণে উল্লেখ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন করে নিয়োগ করা যাবে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ। এখানে নির্দ্দেশ দিয়েছেন স্কুল কলেজে যাঁরা চাকুরী করছেন তাদের রেগুলার করা যাবে না অর্থ সংকটের জন্য। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা যাতে চলতে পারেন এই সম্পর্কে সরকারের কোন চিন্তাধারা নেই। হাসপাতালের অবস্থা আমরা কি দেখছি? এখানে কি ধরনের কাণ্ড কারখানা চলছে? মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে চলুন আই, জি. এম, এবং জি, বি, হাসপাতালে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আমাকে আরও দু মিনিট সময় দিন। এ হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক স্পেসালিষ্ট নেই, নিউরলজিষ্ট একজনও নেই. এক্সরে মেশিনগুলি অচল হয়ে আছে ফলে কোন এক্সরে করা যাচ্ছে না। গ্রামাঞ্চল থেকে এক্সরে করতে হলে আগরতলায় এসে এক্সরে করতে হয় কিন্তু এক্সরে মেশিনগুলি অচল থাকার ফলে গ্রামগঞ্জ থেকে মানুষরা এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকার থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। হাসপাতালে ডাক্তার এবং নার্সেরও অভাব আছে। এ হাসপাতালকে সম্প্রসারণ করার জন্য টাকার দরকার।

হাসপাতালগুলির আজকে এই অবস্থা চলছে। তারপর বেকারদের চাকুরী ক্ষেত্রে তো আরও ভয়াবহ অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের ডালাও নূতন চাকুরী সৃষ্টি করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এদিকে যাঁরা ৬০০ টাকা বেতনের চাকুরী করছেন তাদেরকে রেগুলার করা যাবেনা। বরং নরসিমা রাও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার যে বে-সরকারী নীতি চালাচ্ছেন আজকে সেই নিয়মে শিক্ষক কর্মচারী ও অন্যান্য যাঁরা সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা ছাঁটাই হচ্ছেন, হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেন্দ্রের প্রতিফলন আমাদের রাজ্যের মধ্যে এসে পড়েছে এবং এতে আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। কৃষি

খাতেও টাকার কথা বলা হয়েছে, আমরা দেখছি কৃষি কাজের জন্য যাঁরা ভূমিহীন কৃষক তাদেরকে খাস জমি প্রটেকটিভ এরিয়ার মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলিকে বন্টন করার পরিকল্পনা সেখানে নেই। আজকে জল সেচের জন্য বন্যার হাত থেকে জমি রক্ষার জন্য কোন পরিকল্পনা এ বাজেটে নেই। বিদ্যুৎতের অভাবে যে সমস্ত ডিপ-টিউবওয়েল, লিফট ইরিগেশান যেগুলি দিয়ে এখানে উৎপাদন হচ্ছে সেগুলির জন্য কোন পরিকল্পনা এখানে রাখা নেই। যাতে এ স্কীমগুলিকে চালু করে এই সেচের এরিয়াটাকে বাড়ানো যায়, কৃষকদের যাতে আরও বেশী করে কাজে লাগানো যায় তারজন্য কোন পরিকল্পনা এই বাজেটে নেই। এই বাজেটের মধ্যে কোন নূতন স্কীম নেই, গ্রামীন কুটির শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এখানে কোন পরিকল্পনা নেই। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। আবার এখানে বাজেটের ঘাটতি দেখানো হয়েছে, তা এই ঘাটতি পুরণ করা হবে কোথা থেকে, মন্ত্রী বিধায়কদের ব্যয় সংকোচনের মধ্য দিয়ে কি এটা পূরণ করা হবে ? না কি কর বসিয়ে এই ঘাটতি পুরণ করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে অতিরিক্ত ৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, এখন শেষ করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— শেষ করছি স্যার, বাজেট বরাদ্ধ খরচ করার জন্য প্ল্যান করে জনগণের উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ বাজেটের সমস্ত টাকা যাবে লুটপাট কমিটির হাতে, মহাজনদের হাতে। আর যাঁরা গরীব তাদের রেশন কার্ডটা পর্য্যন্ত আটক করে রেশনিং ব্যবস্থাটাকে বিক্রী করা হচ্ছে। স্যার, আগামী নির্ব্বাচনে এই জোট রাজত্বটাকে আবার বলাৎকারের মাধ্যমে গদীতে আনার জন্য এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে শতশত লোক না খেয়ে মরছে, মরছে আন্ত্রিক হয়ে, আজকে তারজন্য কোন পরিকল্পনা এ বাজেটের মধ্যে নেই। এ, ডি, সি, নিয়েও এখানে কথা বলা হয়েছে, তাদের সমস্ত বরাদ্ধকৃত অর্থ দেয়া হয়না। কাজেই, আমি এইসব কারণে এ বাজেটকে এখানে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে এ বাজেটে প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কোন কথা নেই। এ বাজেট হচ্ছে এই জোট সরকারের যাঁরা সদস্যরা আছেন তাঁরা কি করে আরও বেশী স্বাস্থ্য ও সম্পদ বাড়াবেন এবং তাদের আরাম ও আয়েসের ব্যবস্থা করবেন এই জন্যই এ বাজেটের সমস্ত লক্ষ্যবস্তু সেভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। স্যার, এ বাজেট একটা ধাপ্পাবাজীর বাজেট, বাজেটে নূতন কোন পরিকল্পনা নেই। স্যার, এই বাজেটের প্রথম গত বছর যেখানে ২২৮ কোটি টাকা ছিল পরিকল্পনা

খাতে এ বার সেখানে ২২৮ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্ধ বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য, এ রাজ্যের সম্পদ বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা এ বাজেটে নেই।

নূতন কোন প্রজেক্ট নেই, পুরানো প্রজেক্টগুলি আছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চালু হয়েছিল সেগুলিও আগামী দিনে চলবে কিনা এগুলি এখন ধুকছে।

স্যার, এই রাজ্যে দুই লক্ষাধিক শিক্ষিত বেকার রয়েছে। এবং প্রায় ১০ লক্ষাধিক অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রামীন বেকার রয়েছে যাদের কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনা নেই যে তারা আগামীদিনে কিভাবে তাদের জীবন জীবিকা চলবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ এই বাজেটের মধ্যে নেই।

তারপর স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে ব্যয় সংকোচের কথা বলেছেন কিন্তু দেখা গেছে সে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সনের তুলনায় ৯২-৯৩ সনে বাজেটে ৭৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে খরচ করার জন্য ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে। যেখানে ৯১-৯২ সনে ৫১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল সেখানে ৯২-৯৩ সনের বাজেটে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ধরা হয়েছে ৫৯৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কাজেই-এই যে পরিকল্পনা খাতে বহির্ভূত খরচের বহর সেটা মাননীয় মন্ত্রীদের কল্যানে, তাদের চেলা চামুণ্ডাদের কল্যানে খরচ এর বহর বাড়ানো হচ্ছে এটাই হচ্ছে গত চার বছরের জোট সরকারের সফলের চাবিকাঠি। এইবারকার বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং সেটা কিভাবে পূরণ করা হবে তা দেখানো হয়নি। ফলে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে একটি এডমিনিষ্টেটিভ অর্ডার দিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এইভাবে এই জোট সরকার সাধারণ গরীব মানুষের পকেট কেটে নিয়ে সাধারণ মানুষকে নিস্পেষিত করবে।

আমরা দেখেছি এই জোট সরকার গত লোকসভার নির্বাচনের সময়ে যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে প্রতিশ্রুতিগুলি এখনো দেওয়ালে রয়েছে মুছে যায়নি যদি সন্তোষমোহন দেবকে জনগণ নির্বাচিত করে কেন্দ্রে পাঠান তাহলে তিনি ত্রিপুরায় গ্যাসভিত্তিক মিথানল কারখানা স্থাপন করে দেবেন, গ্যাসভিত্তিক আরো অনেক শিল্প কল কারখানা স্থাপন করা হবে। কিন্তু আজকে কোথায় গেল সেই মিথানল কারখানা, গ্যাসভিত্তিক কল কারখানা। বরং রাজ্যে যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরণের শিল্প কল কারখানা চালু ছিল যেগুলি বামফ্রন্ট সরকার চালু করে দিয়েছিলেন সেগুলি আজকে বটতলায় রমনী শীলের শ্মশানের দিকে যাত্রা করছে। উত্তর ত্রিপুরায় ধর্মনগরে যে ডাইইং সেন্টার বামফ্রন্ট সরকার খোলেছিলেন সেটা আজ ধ্বংসের পথে। তারপর নেরাম্যাক্ সারা বিশ্বের মধ্যে যেখানে ফলের রস থেকে বিভিন্ন ধরণের বস্তু উৎপাদন করে সারা বিশ্বের মধ্যে এক্সপোর্ট করতো সেটা আজকে বন্ধ হয়ে গেছে, তার মেসিন যন্ত্রপাতিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর জুটমিলের কি

অবস্থা সেটিও বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। টি, আর, টি, সি, সেটাও আজকে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপরে সারা বিশ্বের মধ্যে যেখানে ত্রিপুরার বাঁশ-বেতের কাজ শিল্পদ্রব্যগুলির সুনাম অর্জন করেছিল সে শিল্পও আজকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই জোট সরকারের অনুসৃত শিল্পনীতির ফলে। আজকে গ্রামীণ শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ আজকে অন্ধকার। কাজেই আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে এই বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৭ (১) বা প্যারাগ্রাফে উল্লেখ করেছেন স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে। বলেছেন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দপ্তর আগরতলা পৌরসভা, প্রস্তাপিত এলাকা কর্তৃপক্ষ এবং শহর ও শহরতলী বিকাশ সংস্থার কাজকর্ম দেখাশোনা করে।' কিন্তু এই স্বায়ত্ব শাসন দপ্তর কিভাবে কাজকর্ম করছে বিশেষ ক্ষেত্রে উপজাতি নিয়োগ ক্ষেত্রে যেটা এখানে মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেছিলেন যে ১০০ পারসেন্ট রোষ্টার আমরা পাই পাই করে মেনে চলছি। কিন্তু এই ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার যে মানা হচ্ছে না আমি তার একটি ঘটনার কথা এই হাউসে জানতে চাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আগরতলা পৌরসভায় এখন পর্য্যন্ত ডি, আর, ডব্লিও মাষ্টাররোল হিসাবে ২৭৬ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা খরব আছে, স্যার, সেখানে হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয়নি। তারা সেখানে বলেছেন যে, এস, টি প্রার্থী পাওয়া যায় নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে লেবার শ্রেণীর কাজের জন্য আগরতলায় কি একজনও এস, টি, প্রার্থী পাওয়া যায় নি। কি সেই যোগ্যতা? আগরতলা পৌরসভায় এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে জালিয়াতি করা হচ্ছে তারই নমুনা আমি এখানে পেশ করছি স্যার। নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে অথচ সেখানে কোন নাম ঠিকানা বা অন্য কিছু নেই। তারই একটি নমুনা হল :

AGARTALA MUNICIPALITY
(Public Works Division)

No. 1243/F.48/P.W.D./˚9.

Order

On 6. 12, 88 The Administrator, Agartala, Municipality has been pleased to give order for engagement of 25 Nos. (Twenty Five) only labours for M. R. basis for the purpose of drain clearencc works of cngineering Wings of Agartala Municipality. স্যার, কি ধরনের জালিয়াতি করে এখানে ২৫ জনকে চাকুরী দেয়া হলো দেখুন। বে-আইনি নিয়োগের ফলে এক একটি নিয়োগ পত্রের বিনিময়ে হাজার টাকার অর্থের লেন-দেন হয়েছে। এটাই হয়েছে জোট সরকারের চাকুরী দেওয়ার একটি নিময়।

স্যার, এই বিধানসভাতেই হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টারের কথা বলা হয়েছিল এবং আইন পাশ হয়েছিল। এস, সি, এবং এস, টিদের এর জন্য।

THE TRIPURA SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (RESERVATION OF VACANCIES IN SERVICES AND POSTS) BILL 1991

এতে পরিস্কার বলা আছে, It an appointing authority makes an appointment in contravention of the provisions of section 4 or section 5 of the Act and the Rules made thereunder he shall be punishable with fine which may extend to rupees five thousand. The State Government may, if considered necessary. also draw up disciplinary procedings against such appointings authority for punishment under the service rules

২৭৬ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয় নি। স্যার অর্ডার নাম্বার ৪৮২/৭-১০-৮৪ এনগেজমেন্ট অন মাষ্টার রোল বেসিস্। এখানে আছে তরুণ দেবনাথ, পাবলিক ওয়ার্কস্ সেক্শান, নরেন্দ্র নারায়ণ চাকমা—এই একজন মাত্র এস, টি, আছে। তারপর হচ্ছে শংকর সাহা, সজল সাহা, শীব্ শীল, নাড়ু চক্রবর্তী, বাসনা পাল, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রনজিৎ কুমার পাল, হরিপদ দেবনাথ। এই লিষ্টের মধ্যে ১১ জনের নাম আছে স্যার। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার অনুযায়ী সেখানে যদি ১১ জন হয়, সেই রোষ্টারে অন্তত কমপক্ষে ১, ২, ৩টি এস, টি, সেখানে পাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে এইগুলি ভাইয়লেশন করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে এই সমস্ত কেইস ভাইয়লেশন করেছে। কাজেই আজকে যখন মন্ত্রীরা ১০০ পয়েন্ট রোষ্টারের কথা বলেন। সেখানে আমি চেলেঞ্জ করছি, আপনাদের সেই চেলেঞ্জ নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা ? আপনারা বলছেন হাউসকে মিসগাইড করা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আপনারা ধাপ্পা দিচ্ছেন। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার নয়, এই রকম শত শত অর্ডার সেখানে আছে। যেখানে একটি জায়গাতেও এই ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয নি। ৪৮৫-৮৭ এখানেও প্রায় ২৫টি নাম আছে। সেই ২৫টি নামের মধ্যে সেখানে দেখা যায় একটিও এস, টি, কেনডিডেট নেই। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার অনুযায়ী ২৫টি কেইসের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩, ৭, ৫টি পোষ্ট সেখানে এস, টি, থাকার কথা। কাজেই আজকে বিশ্বাস করতে হবে, আগরতলা শহরের মধ্যে কোন ট্রাইবেল নেই, ট্রাইবেল লেবার নেই ? এই ভাবে একটা ধাপ্পা দিচ্ছে। আজকে উপজাতি যুব সমিতি ট্রাইবেল দরদের কথা বলছেন। তাঁরা

কি প্রটেকশান দিচ্ছেন ? ঐ একটি শিয়াল যখন হোয়াক্কা হোয়া রব তোলেন তখন বাকী শিয়ালরাও সেই সঙ্গে হোয়াক্কা হোয়া রব তোলে। আজকে উপজাতি যুব সমিতির এই অবস্থা। উপজাতি যুব সমিতি সেখানে কি ইনটারেষ্ট পাচ্ছেন, কি স্বার্থ সেখানে রক্ষা করছেন ? আজকে এই ভাবে ট্রাইবেলদের স্বার্থ বিঘ্নিত করে জোট সরকার একের পর এক ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব সেখানে বিপন্ন করে দিচ্ছে।

তারা আজকে কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছেন, কাদের আজকে সমর্থন করছেন ? কাজেই আজকে ট্রাইবেলদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। জহরবাবুরা এখানে নেই। তিনি আজকে বড় বড় কথা বলেছেন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে। আমি লক্ষ্য করেছি তিনি এখানে অনেক বড় কথা বলেছেন। থাকলে ভাল হত এবং তিনি বিরাট বড় বর্ক্তৃতা দিয়েছেন যে, আগরতলা পৌরসভায় তিনি যখন মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন, তখন পৌর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেস রিলিজ দিয়ে বলেছিলেন।

আগরতলা ১০ই আগষ্ট ১৯৮৯ ইং

পৌরসভায় প্রমোশনের ক্ষেত্রে রোষ্টার মেনে চলা হচ্ছে :

পৌর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জওহর সাহা সচিবালয়ে বলেছেন আগরতলা পৌরসভা থেকে রোষ্টারের ভিত্তিতে কর্মচারীদের প্রমোশন এবং অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আগরতলা পৌরসভায় এই প্রথম এধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

পৌর দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সাহা এই সংবাদ জানিয়ে বলেছেন যে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আগরতলা পৌরসভাতে নিয়োগ এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে রোষ্টার মানা হয় নি। এরফলে তপসিলী এবং তপসিলী জাতি প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছিলেন।

অথচ আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি যে, বামফ্রন্টের আমলে নির্দ্দিষ্টভাবে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ,সএস, টি এবং এস, পোষ্ট সি, রিজার্ভ রেখে দেওয়া হয়েছিল।

নোটিফিকেশন

নং—১৮৯১৭-৩৫।৭২ তাং আগরতলা, ৬।১১।১৯৮০ ইং

Application on plain paper for the following posts from Indian Citizen বলা হয়েছে যেমন ইউ, ডি, ক্লার্ক ৪ পোষ্ট রিজার্ভ ফর এস, টি, অনলি, সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সুনির্দ্দিষ্টভাবে। এল, ডি ক্লার্ক ৩টি পোষ্ট রিজার্ভ ফর এস, টি, সেখানে নির্দ্দিষ্টভাবে স্কেল দিয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, ২৪০ এবং ৪৪০ টাকা পার মান্থ।

টেক্স কালেকটিং সরকার ২টি পোষ্ট রিজার্ভ ফর এস, টি, এবং এস, সিদের জন্য। সেখানেও স্কেল দেওয়া হয়েছে ২৪০ এবং ৪৭০ টাকা।

এমনি করে যেমন Asstt. Tub-Well Mechanic, Surveyor, Overseer, Estimator (Civil), Work Assitant, Amin, Tracer.

এইভাবে প্রত্যেকটি পদের জন্য সেখানে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। কাজেই কারা ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানছে কারা মানে নি সেটা এই দলিলের মধ্যে আছে। কাজেই স্যার, এই ভাবে তারা আজকে ট্রাইবেলদের ঠকাচ্ছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে ট্রাইবেলদের প্রতি কি রকম অমানবিক হলে পরে আজকে তারা ট্রাইবেল লেবার পাচ্ছে না অথচ একজন ট্রাইবেল মহিলাকে নিয়োগ করেছেন ডগ স্কোয়াডের জন্য।

আগরতলা শহরের ন্যাড়া কুকুরদের ধরার জন্য সেখানে ডগ স্কোয়ার্ড নিযুক্ত করেছেন শ্রীমতি শিবানী দেববর্মাকে।

No. 816-25/VII-15/90 Dated, Agartala The 10th October, 1991.

Order

There is an existing Dog Squad which is not having adequate labour strenght. 6 (six) more labourers are to be inducted in this squad on fixed pay basis and on contract for one year, which is renewable.

Sl. No.	Name of DRWS (Labourers)
1.	Smti Shibani Deb Barma (ST)

স্যার, একটা সরকার কি রকম অমানবিক জায়গায় গেলে পরে এক ট্রাইবেল মহিলাকে আগরতলা শহরে ন্যাড়ে কুকুর ধরার জন্য একজন ট্রাইবেল মহিলাকে সেখানে নিয়োগ করেছেন। এই হলো জোট সরকারের কীর্তি। তাদের আরো ঘটনা আছে স্যার, ঘটনা হচ্ছে বে-আইনী ভাবে সরকারী লোন দেয়া। আগরতলা মিউনিসিপালিটি অফিসে এই ঘটনা ঘটেছে। যারা এই সব হাউজিং লোন পেয়েছেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিরা হলেন রবীন্দ্র আচার্য, হেড ক্লার্ক, তিনি প্রথম লোন পেয়েছেন ৩৬,৭৫০ টাকা, দ্বিতীয় লোন পেয়েছেন ৭৫,০০০ হাজার টাকা, ফাইল নং হচ্ছে নং-এফ ৭৯-৪-৮৮ এম, আই, জি। ২ (৯)৯১(৭৭)৯১, এই রকম হরিদাস বন্ধু সরকার তিনি ১-৫-৭৭ তারিখে প্রথম লোন পেয়েছেন ২৬,৭৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় লোন পেয়েছেন ৭,৬-৯১ তারিখে ৬৭,০৫৭ টাকা। শ্রীমতি হেমা চৌধুরীকে প্রথম লোন দেয়া হয়েছে ২৪,৭৫০ টাকা, দ্বিতীয় লোন দেয়া হয়েছে ৭৫,০০০ তেমনি স্বপন রায় প্রথম লোন দেয়া হয়েছে ৪২,৩০৫ টাকা আর দ্বিতীয় লোন দেয়া হয়েছে ৪২,৩১৫ টাকা। আজকে সেখানে এই সমস্ত কাজ বে-আইনী ভাবে হচ্ছে। মহারাণী বিভুকুমারী মন্ত্রী

থাকাকালীন একটা নিয়ম নির্দ্দেশিকা তৈরী করেছিলেন যে পানীয় জল এর কানেকশান দেয়ার ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ দেয়া হবে সিরিয়ালের ভিত্তিতে আর বাকী ১০ শতাংশ দেয়া হবে বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভি, আই, পি, কোটায়। স্যার পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্ত রোলস্ ভাইয়োলেশান করা হচ্ছে। ৯০ শতাংশ সিরিয়াল ব্রেক করা হচ্ছে। স্যার সেখানে দেখা গেছে যে, ভি, আই, পি, কোটা ১০ শতাংশ ছিল লেটার নং হচ্ছে ৬২ আর, এম-৮২-২০৫৪-৩৪৯০ ফর্ম এম, এস, জি, মিনিষ্টার সেটাকে ভাইয়োলেট করা হয়েছে, এবং স্পেশাল কেইস হিসেবে ১৬-৮-৯১ তারিখে ১৬২টা কেইস দেয়া হয়েছে। ২৯-৮-৯১তে দেয়া হয়েছে ৭৬টা কেইস। এবং সেখানে মিনিষ্টারের রিকমেণ্ডেশান করা ৩ হাজার কেইস আছে। ওয়ার্ড নাম্বার ১ থেকে ৬ পর্যন্ত পেণ্ডিং কেইস আছে অনেকগুলি। কোন কোন জায়গায় আছে ৭০০টি কোন জায়গায় আছে ৫৬৯টি আবার অনেক জায়গায় আছে ২৫৪টি। স্যার আগরতলা শহরের একজন ভাগাবতী মহিলা হলেন শ্রীমতি মীরা আদিত্য যিনি মুখ্যমন্ত্রী সমীর বাবুর নিকট আত্মীয়া জন এবং তার স্বামীর নাম হল শংকর পল্লব আদিত্য. তিনি রামনগর ৯-এ একটা জায়গা কিনেছেন। সেই জায়গাতে এখনো ঘর তুলেন নি কিন্তু স্পেশাল ভাবে বাড়ীতে জলের কানেকশন চলে গেছে। স্যার, এই রকম অনিয়ম সবসময় চলছে। স্যার রাজ্যের উপজাতিরা যখন অনাহারে মারা যাচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার একটা ১০ লাখ টাকার চেক্ রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন চেক্ এর নাম্বার হল ভাইড চেক্ নং-০০০৬৫৬-১৪ নভেম্বর ১৯৯১ সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া ১০ জনপথ নিউ দিল্লী থেকে। স্যার, টাকাটা কিভাবে খরচ হল তার কোন হিসাব নেই। এইসব কারণে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা স্যার, এটা জনবিরোধী বাজেট। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (সিমনা) : মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১০ তারিখ এই বিধানসভাতে রাজ্যের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯২-৯৩ সনের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই বাজেট রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের জন্য, জাতি উপজাতি মানুষের জন্য। এই বাজেটের মধ্যেই আমরা পরিষ্কার দেখছি তার পরিকাঠামো, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যে অর্থনীতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব যে বাজেট দিয়ে, যে বাজেটের মাধ্যমে আমরা উপজাতি এলাকায় যেখানে জুমিয়া যেখানে ভূমিহীন যেখানে রাস্তাঘাট ছিলনা যেখানে কোন পরিকল্পনা ছিল না, এই বাজেটের মাধ্যমে আমরা সাধারণ গরীব মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্যার, বাদলবাবুরা গোপালবাবুরা ঐ পুরান পত্রিকা পড়ে এখানে ১৯৮০ সালের একটা পুরান পত্রিকা পড়ে বিজ্ঞপ্তি পড়ে ওরা হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার নামে চীৎকার করছে উপজাতি, উপজাতি। জানিনা স্যার তাদের মনের ভিতরে কতটুকু উপজাতি দরদি, জানিনা কত কেজি কত ওজন বলা খুব

মুশকিল স্যার। ১৯৮৮ সালে যখন এই রাজ্যে কংগ্রেস টি,ইউ,জে,এস, ক্ষমতাসীন হয় তখন এই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দুইটি কমিটি গঠন হয়, একটা হচ্ছে কেবিনেট কমিটি আর একটা হচ্ছে সেল কমিটি। সেখানে পরিস্কার করে তখন দেখছি বেক্‌লক্। উরা এখন চীৎকার করছে হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার, বেক্‌লক্ সেদিন আমরা দেখেছি উরা ত ১৯৮৮ সালের সেই তারিখ পর্য্যন্ত ছিল ক্ষমতায়, আমরা যখন ক্ষমতায় এসে শপথ নিয়েছি ঐ হাণ্ড্রেড পয়েন্ট্র রোষ্টার নিয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তখন দেখা গেল প্রায় পাঁচ হাজার মত খালি পরে আছে, উপজাতিদের কোটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন পোষ্টে। উরা যতই ওখানে চীৎকার করোক না স্যার, ওরা কিছুতেই হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মানেনি। তারা শুধু চীৎকার করছে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মানছে না মানছে না। আমরা ক্ষমতায় আসার পরে শিল্পদপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে পাঁচ হাজার চাকরি দিয়েছি। কিন্তু সেদিন তারা কোথায় নৃপেনবাবু, দশরথবাবু, গোপালবাবুরা, সেদিন চীৎকার করতে সাহস পায়নি। আমাদের সাহস আছে আজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে প্রশ্ন করছি, সেদিন আপনারা করতে পারেন নাই। যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে আপনাকে আপনার দল থেকে বের করে দেবে। হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার নিয়ে প্রশ্ন করা জিজ্ঞেস করা সাহস ছিল না আপনাদের। কোন এস. সি. অথবা এস. টির কোটা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন তোলার সাহসই ছিল না, তারপর আবার ১০০ পয়েন্ট রোষ্টারের প্রশ্ন তোলা তো অনেক দূরের কথা। ১৯৭৮ সালে আপনারা যখন ক্ষমতা এসেছিলন, তখন এই রাজ্যের কি অবস্থা ছিল? সারা রাজ্যের মধ্যে যেখানে যে বাজার ছিল সেই দক্ষিণ থেকে উত্তর ত্রিপুরা পর্য্যন্ত একের পর এক বাজার পুড়তে শুরু হয়েছিল এবং কল্যাণপুর এলাকায় বাজার পুড়ানো হল মাখনবাবুর নেতৃত্বে, আর তেলিয়ামুড়া সংলগ্ন বাজারগুলি পুড়ানো হল জীতেনবাবুর নেতৃত্বে ঐ আপনাদের সি. পি, এমের গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে। কৈ সেদিন তো আপনারা উপজাতিদের কথা বলেননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর পরেও কি উনাদের আরও কিছু বলার বাকী আছে? তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে নানা ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতে শুরু করে দিলেন এবং যারা তাদের সেই আন্দোলনে সহযোগিতা করতে রাজি ছিল না, তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিল, কমিউনিষ্ট পার্টির নামে তারা এই রাজ্যের উপজাতিদের ঠকিয়েছিল এবং উপজাতি দরদী সেজে তারা সেদিন কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। এটাই তো ছিল ওদের চরিত্র। উপজাতি দরদী নাম দিয়ে তারা গণমুক্তি পরিষদ গঠন করলো, শুধু তাই নয় সেই গণমুক্তি পরিষদের ঠেঙ্গানী বাহিনীদের দিয়ে একটা শান্তি বাহিনী তৈরী করলো, আর এই শান্তিবাহিনী নাম দিয়ে তারা উপজাতিদের এমনভাবে ঠেঙ্গাতে শুরু করলো যে ১৯৮৮ সালের নির্ব্বাচনে তারা হেরে গেল, আর সামনে যে নির্বাচন আসছে, তাতে উনাদের ৪ জনও ফিরে আসবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওরা আমার কথাগুলি শুনে কেন এত লাফাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। তাদের যা হাফ ভাব তা

দেখে তো মনে হচ্ছে যে তারা দিনের বেলায় করেন বাবুগিরি আর রাত্রির বেলায় করেন চুরি, যেমন এ, টি, টি, এফ, করছে। এটা রাজ্যের মানুষ জানে, ওরা তাদেরকে এখন আর ছেড়ে দেবে না। স্যার, এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে যে এই রাজ্যে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে দেবে না, তারা আরও বলছে যে সব উপজাতি যুব সমিতির প্রার্থী নির্বাচনে লড়বে, তাদের পিঠিয়ে দেওয়া হবে, কেম না, তাদের হাতে এ, টি, টি, এফ, আছে। আপনাদের এসব হুমকি স্বত্বেও আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বানচাল করতে দেব না, আমরা জানি এতে হয়তো আমাদের উপজাতি যুব সমিতির কিছু কর্মী আপনাদের হাতে খুন হবে। আপনারা তো বিগত ৪ বছর ধরে চিৎকার করে আসছেন এবং এই বিধানসভাতেও বলছেন যে উন্নয়নের নামে নাকি এই রাজ্যের শাসক কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির এম, এল, এরা লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

(কক্-বরক)

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বরগ মাংসা ফান খীলাইয়া। অর পূর্ণবাবু চিরিখগ অবঅ গোবিন্দ বড়ীঅ মাই মাচায়া থাইবাইখা। ব্রজবাবু সাঅ দিব দিব সরকার। অর যে, উপজাতিন হামজাগনাই পরিস্কার খীলাই সাজাগখা। দশরথন বিরোধী দলনি নেতা খীলাইথা কয়েক দিননি বাগাই। ১৯৭৮ অ মুখ্যমন্ত্রী রীলিয়া দং মানিখা কিন্তু ১৯৮৩ নি নির্বাচন রীঅয় মানখামু বিলে নেতা। তাবুক বরণি নেতা। যুব সমিতিকে দোষ। যুব সমিতিন বসই কার'। বসই কারই মানগীলাগ দাপুর্ণ, আংগীলাগ। এ আশা পূর্ণ হবে না। নরগনি বসইনি চেংগীলাই কীরীই। আং সানা নাই-মানি অমতীইসে দশরথ দেব বিরোধী দলনি নেতা সানামাই বসই কারনানি নাই মানিসে। যুব সমিতিনি ৮ (আট) জন সদস্য ন' বরগনি লগে তীলাংগীই নতুনভাবে সরকার গঠন খীলাইনানি চেষ্টা খীলাইমানিসে স্যার, আব মানলিয়া স্যার।

বঙ্গানুবাদ ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরা কিছুই করেননি। পূর্ণবাবু চিৎকার করছেন যে, গোবিন্দবাড়ীতে না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে বলে, আর ব্রজবাবু বলছেন দিব দিব সরকার। এখানে কারা প্রকৃত Tribal দরদী ও Tribal-দের ভালবাসেন এটা বুঝা গেছে। দশরথ দেবকে কয়েকদিনের জন্য দলনেতা করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী দেননি এটা না হয় মেনে নিলাম কিন্তু ১৯৮৩ সালে তো অবশ্যই দিতে পারতেন। এখন যুব সমিতির দোষ। যুব সমিতিকে বড়শির টোপ দেওয়া হয়েছে। বড়শির টোপ দেওয়া যাবে না, পূর্ণবাবুর সেই আশা পূর্ণ হবে না। আপনাদের বড়শির কাঁটা নেই। আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে, দশরথ দেবকে বিরোধী দলনেতা করে বড়শির টোপ ফেলতে চেয়েছিলেন। যুব সমিতির ৮ জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে নুতন করে সরকার গঠন করার জন্য চেষ্টা করা হয়ে ছিল স্যার, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : এখন একটা বেজে গেছে। এখন রিসেস্ পিরিয়ড। মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেস্ পিরিয়ডের পর আপনার বক্তব্য শেষ করতে পারবেন। কাজেই, এই হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESSAH 2. P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কক্-বরক ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ওরা বলছে যে এই সরকার মানুষকে কোন সাহায্য করছে না, উপজাতিদের কে কোন সাহায্য দিচ্ছে না। ওরাই উপজাতিদেরকে বঞ্চিত করেছিল। আমরা ক্ষমতায় এসে উপ-জাতিদের মধ্যে যাঁরা বেকার তাদেরকে গাড়ী দিচ্ছি। তাদের আমলে আমাদের এলাকায় স্বর্গীয় অভিরাম দেববর্ম্মার ছেলেকে গাড়ী দিয়েছিল। আমরা স্বজন-পোষণ করি না। আমরা পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে উপজাতিদের মধ্যে যারা বেকার তাদেরকে গাড়ী দিচ্ছি। পাহাড়ী এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাবলিক হেলথ্ ইন্জিনীয়ার ডিপার্টমেন্ট এটা করছে। আমাদের বাজেট বইটা দেখুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওরা বলছে যে খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে। তাদের দলের মুখপত্র, ডেইলী দেশের কথায় বলছে যে মানুষ মারা যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। অনাহারে কেউ মারা যায়নি। রোগে মারা যাচ্ছে। এই রোগ দমনের জন্য এই সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা এটাতে বাঁধা দিচ্ছে। অমরপুরের কাছে তারা একটা বেজ ক্যাম্প করেছে এ, টি, টি, এফের। সেই বেজ ক্যাম্প থেকেই তারা তুলাসাগর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনছে। ১৯৯০ সালে মনোরঞ্জন দেববর্মাকে ওরাই হত্যা করেছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওরাই উপজাতিদের বিরুদ্ধে বাঙালীকে খেপিয়ে দিচ্ছে এবং বাঙালীর বিরুদ্ধে উপজাতিদেরকে খেপিয়ে দিচ্ছে। হেজামারাতে গরু চড়াইতে গিয়ে মারপিট হয়। ওরা এই ঘটনাকে নিয়ে বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধায়। ওরা উপজাতিদেরকে বলে যে বাঙ্গালীদেরকে পিটাও। বাঙ্গালী এখানে গরু চড়াইতেছে। এই ভাবে তারা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে আবার একটা দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। এইসব ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সক্রিয়। বর্ত্তমানে এই রাজ্য যখন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে উন্নয়নের পথে তাঁরা বাধার সৃষ্টি করছেন। উনারা এই রাজ্যের উন্নতি হোক এটা চান না। মিথ্যা কথা বলে, পত্রিকাতে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। তাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন আগামী নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় গত ২০শে মার্চ এই পবিত্র বিধানসভায় ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৯৯২-৯৩ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ একটা জবরদস্ত বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হয়েছে যে তিনি একটা জনসভায় বক্তৃতা করছেন। শুনে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে যেহেতু এটা নির্বাচনের বছর, তাই নির্বাচনকে সামনে রেখে হয়তো বাজেটটা তৈরী করে এই রকম বক্তৃতা করছেন। মানুষের জন্য নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাজেটটা যখন দেখি, বাজেটটা দেখে মনে হয়েছে উনার বক্তৃতাটা ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা ধাপ্পা। বক্তৃতার সঙ্গে বাজেটের কোন সম্পর্ক নেই। উনার বক্তৃতায় যে সব খোয়াব দেখানো হয়েছে ত্রিপুরাবাসীকে এবং বাজেটের কিছু অংশ আমি উল্লেখ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে শিল্প করবেন। ত্রিপুরাতে শিল্প হলে নিশ্চয়ই বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, বেকার সমস্যা কমবে এবং মানুষ আশীর্বাদ করবেন। স্যার, এই যে ইণ্ডাস্ট্রী করবেন বাজেটে তার প্রভিশান কি ? স্যার, ১৯৯০-৯১ এবং ৯১-৯২ এই দুই বছরের বাজেট করেছেন। এই বাজেট উল্লেখ করে আমি বলতে চাই যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা অন্তঃসার শূন্য। স্যার, ৯০-৯১ ইং সালে বাজেট প্রভিশান কি ছিল ? ২১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। টোটাল পার্সেন্টেজ ৩'৯০ পার্সেন্ট। ৯১-৯২ ইং সালে ২১ কোটি ২০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। টোটাল বাজেট প্রভিশান ২'৭৩ পার্সেন্ট। ৯২-৯৩ ইং সালে বাজেট প্রভিশান চাওয়া হয়েছে ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, টোটাল বাজেট প্রভিশান ২ ৫৯ পার্সেন্ট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উনারা যখন ১৯৮৮ ইং সালে এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলেন তখন কর্ম্মচারীদের যত পার্সেন্ট ডি, এ, পাওনা হয়েছে তার সমস্তগুলির সংস্থান করা হয়েছে। তারপর থেকে ৬০ পার্সেন্ট ডি. এ সেণ্ট্রাল গভার্নমেন্ট দিয়েছেন। ৩৮ শতাংশ ডি, এ, দিয়েছেন। এখন পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২৬ পারসেন্ট ডি. এ, এখনও কর্ম্মচারীরা পাননি। আগের ২২ পারসেন্ট বাকী ছিল রিসেন্টলি কেন্দ্রীয় সরকার আরও চার পারসেন্ট ডি, এ, দিয়েছেন তাহলে সব মিলিয়ে টোটাল ২৬ পারসেন্ট এখন পর্য্যন্ত বাকী আছে। এই ২৬ পারসেন্ট ডি, এ, বাকী থাকা চাট্টিখান কথা নয়। বাজেট ভাষণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ইণ্ডাষ্ট্রীর উন্নতি করা হবে এবং তারফলে বেকারদের চাকুরীর সংস্থান হবে। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ? উপরন্তু যে ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি আগে ছিল সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৯১-৯২ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এবং এই ইণ্ডাষ্ট্রীর জন্য যে টাকা বরাদ্ধ ধরা হয়েছে সেই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে এই সমস্ত বলে উনারা হৈ চৈ করছেন। এইগুলি তো মূর্খ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন না। স্যার, প্রতিটি দপ্তর সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা উনারা বলছেন। এই তিন বছর উনারা যে বাজেট করেছেন সেই বাজেটের পর্য্যালোচনা করতে খাদ্যের ক্ষেত্রে, ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একই চিত্র আমরা দেখছি। স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর একটা জিনিস এখানে

বলেছেন, হিসাবটা কি রকম ঠেকছে। পরিকল্পনা খাতে নাকি গতবার ২২৮ কোটি ছিল এবার নাকি সেটা বাড়িয়ে ২৮২ কোটি টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এই ২৮২ কোটি টাকা থেকে ডিডাক্শান ইত্যাদি বাবদ ৩০ কোটি টাকা বাদ দিলে আর কত থাকে এবং তার উপর আছে মুদ্রাস্ফীতি। এই যে ৩০ কোটি টাকা তার কোন হদিশ নেই। ২০ পারসেন্ট ইণ্ড্যাক্স কালেকশ্যান যদি আরও কমে যায় পরিকল্পনা খাতে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে যে বরাদ্ধ সেটা কমে ২৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াল। এটা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কি বলা যায়। এখন আবার বলছেন বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা পাওয়া যাবে, ঐ টাকার লেজুর ধরে সেটা সেখানে হয়েছে ২৮২ কোটি; তাতে বুঝা যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে একটা ধোকা দেওয়া হচ্ছে কারণ যেহেতু নির্বাচন আসছে মানুষকে তো ধোকা দিতেই হবে। বেকারদের মনের আশা জাগাতে হবে যাতে করে এরা সেখানে কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবে বলবে। স্যার, যোজনা খাতে এখানে এই ধোকাটা রয়েছে। স্যার, জোট রাজত্বে গত কয়েক বছর ধরে যা হয়েছে সেটা আমি একটু বলতে চাই। ওরা বলছে ওরা সমস্ত শিল্প-এর উন্নতি করবে, রুরাল ডেভলাপমেন্ট করবে, আরবান ডেভলাপমেন্ট করবে, কত কিছু করবে, কিন্তু এতেও তো প্ল্যানের প্রশ্ন আছে। আমরা দেখেছি ১৯৮৮ সাল থেকে নন্-প্ল্যানের সমস্ত খরচ কিভাবে বাড়ছে, ১৯৮৮-৮৯ সালে যেখানে নন্ প্ল্যানের খরচ ছিল ৫৮ পারসেন্ট টোটাল বাজেটের মধ্যে। ১৯৮৯-৯০ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ৬২ পারসেন্ট নন্-প্ল্যানে খরচ। ১৯৯০-৯১ সালে টোটাল বাজেটারী প্রভিশন থেকে ৬০ পারসেন্ট নন্-প্ল্যান এক্সপেনডিচার। ১৯৯১-৯২ সালের রিভেনিং দা সেইম ৫৮·৮ পারসেন্ট এবং এ বছরও যেটা এখানে এখন পর্য্যন্ত হিসাব এই বাজেটের, এর পরেতো আবার সাপ্লিমেণ্টারী আসবে, প্ল্যানের টাকাকে কিভাবে নন্-প্ল্যানে নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থার জন্য প্রশ্ন আসবে, এর জন্য একটা ফাঁক এই বাজেটের মধ্যে তৈরী করে রাখা হয়েছে। এখানে ফিনানশিয়াল ষ্টেটমেণ্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেখানে যেটা প্ল্যানের মধ্যে দেওয়ার কথা সেটাকে নন্-প্ল্যানে এনে এখনই ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফিন্যানশিয়াল ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে পেইজ ২৪, তরে মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় সরকার যেটা কেটে রেখে দেবে ১৭ কোটি টাকা, তার মধ্যে আবার রাজ্য সরকারের দেনা আছে সেটাও দিতে হবে। এছাড়া এর মধ্যে যেটা প্ল্যানে ঢোকা উচিৎ ছিল সেটাকে নন্-প্ল্যানে ঢোকানো হয়েছে। পেইজ ১১ এর মধ্যে এই যে ফাঁকটা তৈরী করে রাখা হয়েছে এটা কোন প্ল্যানের টাকাকে নন্-প্ল্যানে নিয়ে গিয়ে এর মধ্য দিয়ে কত করে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যায়, নিজেদের কি করে ব্যবস্থা করা যায় সেগুলির জন্য ফাঁক তৈরী করে রাখা হয়েছে। কাজেই, এই নন্-প্ল্যানের এক্সপেনডিচার কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে। এখন ৫৬ পারসেন্ট যেটা আছে তার মধ্যে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে কি পাবে, অথচ উনিতো অনেক চিত্র আমাদের এখানে দেখালেন। এই বাজেটে আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গত কয়েক বছর বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে আমরা কোন দিন দেখিনি যে একটা ঘাটতি নিয়ে বাজেট শুরু হতে। গেল বছরের যে ক্লোজিং ব্যালেন্স সেটা নিয়ে এই বছরের বাজেট শুরু হতে আমরা দেখিনি। এইটা

১৯৮৮ থেকে শুরু হয়েছে এবং এ বছরও যেটা রাখা হয়েছে তাতে ৩৯ কোটি ৪০ লক্ষ এখানে বাজেট ঘাটতি হিসাবে দেখানো আছে। এর আগেও সেটা ছিল। স্যার, আমি যেটা বলতে চাইছি যে, ১৯৮৯-৯০ সালের যে বাজেটটা ওনারা করলেন তার আগে ২ কোটি টাকার কিছু বেশী ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল, হঠাৎ করে ১৯৮৯-৯০'তে সেটা ৩৫ কোটি টাকার ঘাটতি নিয়ে শুরু হয়ে গেল। তখন থেকেই শুরু হয়েছে এবং এ বছর পর্যান্ত সমানে একই চিত্র চলছে এবং সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করেও এটার সমস্তটা পূরণ করা যাচ্ছেনা। এ বাজেটে ১৭ কোটি টাকার উপর ঘাটতি নিয়ে শুরু করেছে এবং সে ঘাটতি এখনই দেখানো হয়েছে ৪০ কোটি টাকার মত। তা এটা বছরের শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতো একটা রাস্তাও দেখালেন না এই ঘাটতির টাকাটা কোথা থেকে আসবে। এর অর্থটা কি? এর অর্থ হচ্ছে এই বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে জেনেও গোটা ভারত-বর্ষে যেটা চলছে এই অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা জেনেও দুই তিন দিন আগে গভর্ণমেণ্ট বসে সেখানে এডমিনিষ্ট্রেশান প্রাইস হিসাবে ভারতবর্ষে যেটা চালু আছে যেটা দিয়ে মানুষের শোষন করার ব্যবস্থা সেখানে করা আছে সে নীতি ত্রিপুরা রাজ্যেও চালু করেছেন। এরই মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রচণ্ডভাবে এই বিধানসভার অধিবেশনের কয়েক দিন আগে। এ বিধানসভায় তো সেই রকম কোন ব্যাপার করা হয়নি, শুধু একটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে সেলটেক্স বাড়ানো যায় কিনা। কিন্তু সেল-টেক্স কে দেবে? এটা দেবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ। এই টেক্স দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রণান্তকর অবস্থা। সেখানে ব্যবসায়ীরা দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়িয়ে হরিসংকীর্ত্তন শুরু করবে তারা অধিক মুনাফা অর্জ্জন করবে। কারণ, সেল-টেক্সতো আর ব্যবসায়ীদের দিতে হবে না এটা পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষকেই দিতে হবে। কাজেই, সরকার এই ঘাটতি পূরণের জন্য যে একটি এডমিনিষ্ট্রেটিভ অর্ডার দিয়েই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটাবেন তার তো কোন ইঙ্গিত বা উল্লেখ এই বাজেটের মধ্যে রাখেননি। এমনিতেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন ফলে তার প্রতিফলন ব্যাপকভাবে পড়বে এ রাজ্যে। কারণ, যেখানে এই রাজ্যে নেই রেল যোগা-যোগ ব্যবস্থা এবং যেখানে একটা সুচ থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসপত্রের জন্য আমাদের বহিঃ রাজ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় যেখানে উৎসে মূল্যস্তর বেড়ে গেলে সেটা কয়েকগুন পরিমানে বেড়ে যায় এই রাজ্যে। তার উপরে আবার রাজ্য সরকারের সেল-টক্স কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জিনিসের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগাল ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষকে একটু রিলিফ দেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই এ বাজেটে।

স্যার, এ বাজেটের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিস্থিতিটা কি হবে? এই স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি গত তিন বছরের বাজেটের কন্‌সালটেশন করে বলছি এখানে স্বাস্থ্যের যে অবনতি সেটার সারাইয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে ডিসপেনসারী খোলা হবে, কোথাও বা প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার খোলা হবে আবার কোথাও রুর‍্যাল হাসপাতাল করা হবে এই ধরনের কথা বলা হয়েছে বাজেটে। কিন্তু এ যে করা

হবে করা হবে বলছেন- মেডিক্যাল দপ্তরের চেহারাটা কি ? এর চেহারাটা ১৯৯০-৯১ সালে বাজেটারী প্রভিশন ছিল ৩০ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ৪'১ পারসেন্ট। ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ২৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা মোট বাজেটের ৩'৫১ পারসেন্ট। আর ১৯৯২-৯৩ সালে হচ্ছে ৩৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ৩'৫ পারসেন্ট মাত্র। এর মধ্যে যদি ২০ পারসেন্ট প্রাইস ইনক্রিজ করে এবং সেটা হবেই তাহলে পরে দেখা যায় যে ১৯৯০-৯১ সালের তুলনায় এবারকার বাজেটে অনেক কম টাকা ধরা হয়েছে। কারণ, ১৯৯০-৯১ সালে যে জিনিস ১০০ টাকায় পাওয়া যেত সেটা এখন ১২০ টাকায় পাওয়া যাবে না। ১৯৯০-৯১ সালে যতগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হয়েছিল ১৯৯২-৯৩ সালে সেই সুযোগও আর থাকবে না। এবার হাসপাতালে খাবার দাবার এর কথায় আসছি। যেহেতু বাজেট কম ধরা হয়েছে তাই খরচও কম করতে হবে ব্যয় সংকোচ করতে হবে, তারজন্য রোগীদের মধ্যে মাছ-মাংস দেওয়া বন্ধ করে নিরামিষ দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে মাছের রোগ হয়ে গেছে এই মাছ খেলে রোগীদের ক্ষতি হবে। কাজেই, এই মাছ কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই খেতে পারেন। কাজেই, হাসপাতালে মাছ বন্ধ হয়ে গেল, তারপর মাংসও বন্ধ করে দেয়া হল। তারপর অপারেশনের জন্য যে তুলা দরকার সেটাও রোগীকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে, ইনজেকশনের সিরিঞ্জও রোগীকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। সাধারণ ঔষধপত্র পর্য্যন্ত রোগীকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। আর মন্ত্রীরা যদি হাসপাতালে যান তাহলে তো ঘাড়ে মস্তক রাখতে হলে যেখানেই খোঁজে পায়, ঔষধপত্র দিতে হবে। প্রেসিক্রিপসনে যে ঔষধ লেখা হবে সেটা হাসপাতালে থাকবে না সেটা রোগীকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে। কাজেই বাজেটে এই দশটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে, ৪২টি রুর‍্যাল হাসপাতাল খোলা হবে, এ করা হবে ঐ করা হবে এসব তো বলে লাভ নেই।

তারপরে স্যার, পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেটারী প্রভিশনটা কি ? ১৯৯০-৯১ সালে মোট বাজেটের ০'৮৯ পারসেন্ট, ১৯৯১-৯২ সালে ০'৭৮ পারসেন্ট আর এবার ১৯৯১-৯২ সালের বাজেটে ০'৭৫ পারসেন্ট ক্রমশ কমছে বাজেটারী প্রভিশন ক্রমশঃ কমছে। কাজেই, আজকে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, যেভাবে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে সে এ অবস্থায় এ বাজেটারী প্রভিশন দিয়ে পঞ্চায়েতের চেহারার উন্নতি ঘটাবেন এটা কি করে বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, পঞ্চায়েতের চেহারা কি করে উন্নতি ঘটাতে পারবেন। স্যার, এর মধ্যেই আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা দেখেছি, অবশ্য সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা শোভা পাবে না। শিল্পির মত আবার ছিলেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি। আরো কত কি। এখন আবার মন্ত্রী। কাজেই, ঐ সমস্ত কথা এখানে উঠানো ঠিক হবে না। তিনি নাকি এর মধ্যে আবার বিয়ে করেছেন। ১৭ জন মন্ত্রীসহ বিরাট বাহিনী নাকি সেই বিয়েতে গিয়েছিলেন। সরকারী গাড়ী করে, তেল পুড়ে সরকারী কোষাগার নষ্ট করার জন্য তো আমরা আপনাদের এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। বিয়ের চিঠি আমাকে দেয়া হয়েছিল।

আমি অন্য একটি জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে যেতে পারিনি। কিন্তু বিয়ের চিঠির নমুনা দেখে বুঝা গেল কত টাকা খরচা হচ্ছে। এ ধরণের চিঠি আগরতলায় পাওয়া যাবে না। বাইরে থেকেই আনতে হবে। বিয়েতে কি হয়েছে বা না হয়েছে সেটা আমার জানা নেই। কারণ, আমি যাইনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আপনি বসে পড়ুন। আপনার সময় শেষ।

শ্রীকেশব মজুমদার : পত্র-পত্রিকায় এগুলি উঠেছে। কিন্তু এটাতো রাজ্যের পক্ষে শুভ নয়।

কি বলব স্যার, আর একজন মন্ত্রীতো বিয়ে করতে গিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন এই রাজ্যে। বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকে পড়েছিল।

যাই হোক স্যার, এ বাজেটের কোন প্রতিফলন বাস্তবের সংগে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আপনি বসে পড়ুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর সময় দেয়া যাবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার : কাজেই স্যার, তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখেই একটি নির্বাচনী ভাষণ দিয়েছেন এখানে। এ কারনেই এ বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২০ তারিখে এ হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেট হচ্ছে একটা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি নীতির প্রতিফলন ঘটে সেটাই হচ্ছে বাজেট।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন, উনি প্রথমেই বলেছেন যে, সাংঘাতিক ঘূর্নিঝড়, প্রবল বাতাস এবং অসময়ে বর্ষনের ফলে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এ বাজেট সাংঘাতিক বাজেট। এরপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর একটা হুশিয়ারী দিয়েছেন যে, অর্থ-নৈতিক উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে কাঠামোগত পরিবর্তন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার ফলশ্রুতি হিসেবে রাজ্য সরকারের উপর কিছু অপ্রত্যাশিত বোঝাই পড়বে। উনি বুঝিয়ে দিলেন এই যে, এই বঞ্চনা এখানে থাকবে কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য যেন ত্রিপুরার মানুষ তৈরী থাকে। এ কথা তিনি ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। স্যার, যে জিনিসটা নেই এ বাজেটের মধ্যে সেটা হচ্ছে আন্তর্জ্জাতিকের কথা। হ্যাঁ, দরকার আপনাদের নেই। কারণ আপনারা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কথা বললেন, ঐ পূর্ব ইউরোপের কথা বললেন। কিন্তু বাজেটের

মধ্যে আন্তর্জাতিকের কথা আসবে না? স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই যারা পৃথিবীটা দেখেনা, তারা তাদের নিজের দেশকেও দেখে না. সে রাজ্যকেও দেখতে পারেনা। এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি না থাকে তাহলে কুপমণ্ডুকে পরিণত হতে হবে। এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে গুটিয়ে ফেলতে হবে। তারজন্য এই কথা বলছি। এ বাজেটের মধ্যে একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিফলন আছে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পরে এ পর্যন্ত যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটের কথা উল্লেখ করে বলেছেন তার জন্য বলছি।

এ দেশ শাসন করছে মূলত ৪৫ বছর ধরে একটা মাত্র রাজনৈতিক দল। মাঝে দুই এক বছর কেউ আসছে কেউ গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস দল এত বছর রাজত্ব করেছে। আমরা কি দেখেছি যে, এক সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন বিদেশ নীতি, সেটা কি? জোট নিরপেক্ষ নীতি। বাম ঘেষা মধ্যপথ এবং সমাজতান্ত্রিক ধাচে গণতন্ত্র। এখন বাম ঘেষা মধ্যপথ নেই। কারণ, তারা দেখছেন বাম শিবির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিধ্বস্ত। উল্লসিত হচ্ছেন যে, ভারত সরকার পর্যন্ত ঐ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর ঐ সমাজতান্ত্রিক শিবির তার সঙ্গে দর কষাকষির সময় ছিল, ভারগেনিং করার সুযোগ ছিল। 'দেখ আমাকে সাহায্য না করলে আমি ঐ ব্লকে চলে যাব।' আর আজকে একটা ব্লককে চুড়মাড় করে দিয়েছে জর্জ্জ বুশ। এবং চুড়মাড় করে দেওয়ার পর যে অবাদ অত্যাচার যে অত্যাচারের রাস্তা সারা পৃথিবীতে যাতে অব্যাহত গতিতেে চলতে পারে এ রাস্তা সুগম করেছে। এবং তার জন্য আপনারা এখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই বিপর্যয় দেখে উল্লসিত হচ্ছেন। এই উল্লাস কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ করেন না। বরং ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে তারা একমাত্র উল্লসিত হতে পারেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তার জন্য আজকে এটা পরিতাপের এবং উদ্বেগের বিষয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলি যে ভাবে আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ভুল নীতিকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বে শান্তি রক্ষার জন্য একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল সে পথ আজকে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এবং তা দেখে কেউ দুঃখিত হচ্ছেন না। নরসীমা রাওয়ের সরকার উনি বলেছেন যে, এই শিবির ভেঙ্গে গেলে কোন ক্ষতি নেই।

নরসীমা সরকার তাদের কাছে নতজানু হচ্ছে যে যাই বলেন তাই করব। আই, এম, এফের, শর্ত বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত যে কোন শর্ত দিন তথাস্তু। কারণ, আমরা অর্থ চাই। কারণ, তার একটা জায়গায় অর্থ চাওয়ার সুযোগ নেই। এটা বাজেট হবে? আমাদের দেশ কোন্ দুর্যোগের দিকে যাচ্ছে। স্যার, আমরা দেখেছি তার প্রতিফলন এর মধ্যে দেখেছি। এই যে, আই, এম, এফের ঋণ দানের শর্ত এই শর্তের ফলে আমরা দেখেছি আমাদের দেশের মধ্যে আই, এম, এফ, ঘাটি গেড়েছে। দিল্লীতে শাখা অফিস খুলেছে তদারকি করার জন্য। আমি যে ঋণটা দিচ্ছি সেটা ঠিক ঠিক ভাবে নরসীমা রাও সরকার খরচ করছে কিনা তা দেখার জন্য। টাকার অবমূল্যায়ন করানো

হচ্ছে। স্যার, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে সংকোচিত করা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। ভূর্তকী তুলে দেওয়া হচ্ছে। মুজুরী সংকোচিত হচ্ছে। ব্যাপক ছাটাই প্রকল্প, বিদায় নীতি, আজকে এটা আশঙ্কাজনকভাবে আমাদের দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমদানি নীতির মধ্যে অবাধ সুযোগ। কেন্দ্রীয় বাজেটের মধ্যে ২ হাজার ১৩ কোটি টাকা শুল্ক খাতে ছাড় দেয়া হয়েছে। কার স্বার্থে? এই সব আমার রাজ্যে আর বাজেটের মধ্যে প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। এম, আর, টি, পি, আইন তুলে দেয়া হয়েছে। কর্ম সংস্থানের পথ বন্ধ। এইগুলিকে মেনে নিয়ে কেন্দ্রের বাজেট তৈরী হয়েছে। আমার রাজ্যের বাজেটেও এর প্রতিফলন আছে। আমরা দেখি যে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত নির্বাচিত কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। মিউনিসি-প্যালিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কোথাও গণতন্ত্র নেই, সর্বত্রই একদলীয় শাসন, মনোনীত লোক, তাদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা যাচ্ছে আর সে টাকার নয় ছয় হচ্ছে, মানুষের কাছে কোন সাহায্য পৌছোচ্ছেনা। দলীয় লোকদেরকে দিয়ে উন্নয়ণ কমিটি, সমবায় সমিতিগুলিতে মনোনিত কমিটি তৈরী করা হচ্ছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই। ইনটারভিওর কোন দরকার হয় না। সরকারের একটা নীতি থাকা উচিত কিন্তু এখানে সম্পূর্ন নীতি বর্জিত ভাবে শুধু নিজেদের কিছু লোককে, যারা গণ্ডগোল করে, যাদের উৎপাতে থাকা যায় না, যারা হচ্ছে এক এক জায়গার দুর্নীতির খুটি তাদেরকে ধরে ধরে এনে নিয়োগ করা হচ্ছে, যাতে করে বিপদের সময় তাদেরকে দিয়ে অন্তত পার পাওয়া যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা রাজ্য ব্যাপী সন্ত্রাস এর ফলে হাজার মানুষ ঘর ছাড়া। থানাগুলিকে একেবারে দলীয় লোকদের দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। তারা যা বলছেন ও, সি, সেখানে যাচ্ছেন। থানাগুলিও দলীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমি আবার বিনিয়োগ এর কথায় ফিরে আসছি। স্যার, এখন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কোন নীতি মানা হয় না। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, ঠিকাদারদের কাজ দেওয়া হয় কিন্তু তারা কাজ না করেই তাদের পেমেন্ট নিয়ে যায় সরকারী কোষাগার থেকে। কারো সাধ্য নেই তাদেরকে কিছু বলতে। রেশনের চাল বস্তায় বস্তায় চলে যাচ্ছে বাজারে, তা বিক্রি করে তার অর্থ তারা ভাগ করে নিচ্ছে। তাদের চাকুরীর কোন প্রয়োজন নেই। বাঁশ, বেত, ছন, কাঠ, বন, উজার করে শেষ করা হচ্ছে। বনের কাঠ, ছন, বাঁশ উজার করে শেষ করা হচ্ছে। স্যার, এই যে বনমন্ত্রী উনার উত্তর ত্রিপুরা রাম রাজত্ব চলছে। স্যার আমার এই কথা বলার সাথে সাথে আমি দেখছি বনমন্ত্রী হাসছেন, কারণ রামকৃষ্ণ 'স' মিলের কথা চলে আসে কিনা। ধর্ম্মনগরে যে 'স' মিলগুলি আছে সেইগুলি নামে 'স' মিল, এ মিলগুলিতে চোরাই কাঠ আনা হচ্ছে আর সেই কাঠ আন্তর্জাতিক বাজারে পর্যন্ত যাচ্ছে। চড়িলামে একটা বড় রেঞ্জ ছিল বড় রেঞ্জ ফরেষ্টের, এখন কেউ বড় গাছ পাবে সেখানে? এই যে উত্তর ত্রিপুরার বনাঞ্চল শাল, সেগুন, বাগান কোন গাছ আছে সেখানে?

ছিল শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ গাছ নেই, বনমন্ত্রী জবাব দিবেন, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের বন হল সবচেয়ে বড় আয়ের সম্পদ, আমরা যদি বাইরে গিয়ে আয়ের কথা বলি সেটা কি ? সেটা হল সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ। এই বনজ সম্পদ কোথায়, কত টাকা আয় হয় বৎসরে, এ বনগুলি কাঠগুলি কোথায় যাচ্ছে ? হাওয়া হচ্ছে আর নয় বলবেন ভুতে নিচ্ছে। কারণ এইসব 'স' মিলগুলিতে ভুত আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার অনেক হয়েছে, আপনি এখন শেষ করুন।

শ্রীমতিলাল সরকার : স্যার, আমাকে আর তিন মিনিট সময় দিন, আমার ১৭ মিনিট ছিল। এ যে বেকারদেরকে বলা হচ্ছে যে যেভাবে পার চল, এটা কিরকম স্যার, আমি একটা গল্প বলছি। একজন জেলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন ফেলুন দিয়ে। তারপরে উনি মাছ ধরে জল থেকে এসে ডুলার মধ্যে রেখে আবার ফেলুন নিয়ে জলে যান ফিরে এসে দেখেন ডুলার মধ্যে মাছ নেই। এভাবে উনি যখন দেখেন যে দুই তিনবার এসে ডুলার মধ্যে মাছ থাকেনা, তখন দেখলেন গাছের উপর একটি চিল বসে আছে বলছেন সেইতু দুষ্ট, তুই আমার সব মাছ খেয়েছিস্। আমি ফেলুন দিয়ে মাছ ধরব আর চিলটা বসে বসে খাবে, তখন উনি ফেলুন আর ডুলা পারের মধ্যে রেখে বলছে, এবার ফেলুন আর ডুলা দিয়ে গেলাম তুমি ধরে খাও। এ ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত বেকার তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা মেরে খাও। সমস্ত বেকারদের মেরে খাবার ক্ষমতা নেই কারণ, পুলিশ তাদের ধরবে। তাই বাছাই করা কিছু বেকার আছে যাদের জন্য প্রশাসন উজার করা। মেরে খেলেও তাদেরকে কেউ ধরবে না। এখন সমীরবাবু, ধীরেন্দ্র বাবুর মুখের মধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। জরুরী অবস্থা যার কথা বলার স্বাধীনতা নেই। এসব কারণে জনবিরোধী বাজেট সমর্থন করা যায়না। এই বলে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২০শে মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এ বিধানসভায় ১৯৯২-৯৩ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। আজকের এ বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি সব স্তরের মানুষের স্বার্থে প্রতিটি দপ্তর ওয়াইজ ব্যয়-বরাদ্দ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন। আমার মনে হয় বিরোধী সদস্যরা সেই লাইনে না গিয়ে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার, মাষ্টার মশাই, বললেন আমাদের কোন মন্ত্রী বিয়ে করেছেন, কোন এম, এল, এ বিয়ে করেছেন মন্ত্রীদের কার কতজন শালী আছে ইত্যাদি, বোধ করি এটাই তাদের চরিত্র যে এ বাজেটের মধ্যে আমাদের সরকার ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থে, ত্রিপুরার বেকারদের স্বার্থে, ত্রিপুরার এস, সিদের স্বার্থে এবং ত্রিপুরার পশ্চাদপদ মানুষের স্বার্থে, সে জায়গাতে কেউ বলেছেন, রাশিয়ার কথা নেই কেন, কেউ বলেছেন আন্তর্জাতিক কথা নেই কেন। স্যার, আজকে একটা জিনিস এ জোট সরকার ক্ষমতায়

আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতি নির্বাচকদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হতে চলছে দেখে মনে হয়, ওদের আর এসব বিষয়ে কোন কিছু বলার নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা কয়েক দিন ধরে পঞ্চায়েতের কথা বলে আসছেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালের আগে তাদের আমলের ১০ বছরে পঞ্চায়েতে কি ধরণের কাজকর্ম হয়েছিল, তাতে আমরা দেখেছি যে পঞ্চায়েত গুলিতে এক দলীয় শাসন অর্থাৎ সি, পি, এমের শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। সেখানে সি, পি, এম ছাড়া অন্য কেউ কিছু পাবেনা। আমরা এসে সে জিনিসটা তুলে দিয়েছি। এখন পঞ্চায়েতের মধ্যে কে সি, পি, এম, কে কংগ্রেসী, কে উপজাতি যুব সমিতি করে, তার বিচার করা হয় না। তাদের আমলে যেসব পঞ্চায়েত প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে বলে আমাদের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসেই ঘোষণা করেছেন। তা সত্বেও গতকাল বিরোধী দলের এক সদস্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে জিরাণীয়া ব্লকে কোন কাজকর্ম নেই, তাই তাদের তরফ থেকে নাকি একটা ডেপুটেশান দেয়া হয়েছে। তাদের সেই ডেপুটেশান আমি নিজে দেখেছি যে তাতে সাড়ে তেত্রিশ জন লোকও হয়নি। এর কারণ হল, আজকে তারা যেসব ডেপুটেশান দিচ্ছে, তাতে লোক জোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, কেননা, আজকে পঞ্চায়েত লেবেলে বা ব্লক লেবেলে কাজ হচ্ছে, সেখানে দলীয় ভাবে কাউকে বিচার করা হয়না, ফলে সেখানে কোন ক্রাই নেই, সেখানে অভিযোগ নেই, কোন বিক্ষোভ নেই। আজকে শুধু বিক্ষোভ আছে তাদের মধ্যেই, কারণ, তারা সেই আগের মত লুটপাট করার সুযোগ পাচ্ছে না। আজকে বলা হচ্ছে যে ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করা হউক, সেটা হবে একটা এ্যাডভাইসরী কমিটির মতো। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কিভাবে কাজ করবে, সে কমিটি তাকে সুপারিশ করবে। সেখানে কমিটির চেয়ারম্যানের নামে কোন কাজ হয়না। সদস্যের নামে কাজ হয়না। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বা অন্যান্যদের নামে কাজ হয়। আপনাদের আমলের মত গাঁও প্রধানের নামে ওয়ার্ক-অর্ডার দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করার কোন সুযোগ নেই। আজকে জহর রোজগার যোজনা যেটা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী করে গিয়েছেন, সে যোজনায় চম্পকনগর থেকে বাণীরবাজার রাস্তার পাশে দেখতে পাবেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে যাত্রী নিবাস হয়েছে, শুধু তাই নয়। জহর রোজগার যোজনায় উপজাতীদের মধ্যে যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয়েছে। ১০৪টি এস, সি, এস, টি পরিবারকে টিনের ঘর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যেটা আপনারা বিগত দশ বছরের শাসনে কল্পনা করতে পারেননি। এখানে আরেকটা চীৎকার আপনারা শুরু করেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রিগিং হবে। ভোটার লিষ্টে কারচুপি হচ্ছে। ভোটার লিষ্টে কারচুপি হলে আপনারা অবজেকশন দেন। সেখানে প্রভিশন আছে অভিযোগ করার। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে যেটা বলেছেন সেটার সঙ্গে আমিও একমত যে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রের রীতি নীতি মেনেই নির্বাচন হবে। এখানে মাখন বাবু এমন ভাব দেখান যে তিনিই যেন একজন উপজাতি দরদী। উনার চেয়ে উপজাতি দরদী আর কেউ নেই। কল্যাণপুরে উপজাতি অংশের মানুষ উনাকে চুংগা ঠাকুর বলে

ডাকেন। তার কারণ হলো উনি উপজাতিদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুজো দিতেন এবং উনার বাড়ীতে যারা আসতো তাদেরকে একটা করে বাঁশের চুংগা দিয়ে মন্ত্র পড়ে বলতেন এটা বাড়ীতে নিয়ে টিপা দিয়ে রাখো তোমার পুজো হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গয়াফাং এরিয়াতে কোন বাঙ্গালী নেই। সেখানে তিনি চুংগা ফুঁ দিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ৯১ সাল পর্য্যন্ত গয়াফাংগে সম্পত্তি করেছেন। ট্রাইবেলের সম্পত্তি কিনেছেন। কিছুদিন আগে উনার মেয়েব নামে একটা লেইক করেছেন। যদিও এটা উপজাতির জমি ছিল।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এক ইঞ্চি ট্রাইবেল জমিও নেই নি। এটা ঠিক নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী দীপক নাগ ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মগবাই দেববর্ম্মা, ওয়াকিরাই দেববর্ম্মা একটি বয়স্ক পরিবার আজকে গৃহহারা জুমিয়া হিসাবে বসবাস করছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাখনবাবু এখানে এ, টি, টি, এফদের সম্পর্কে নানা কথা বলছেন। উনি কি অস্বীকার করতে পারবেন, উনার সঙ্গে এ. টি, টি, এফ এর যোগাযোগ নেই ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ, টি, টি. এফ বলতে আমরা এতদিন দেববর্ম্মাই জানতাম। কিন্তু কল্যাণপুর, অমরপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি, এ. টি. টি, এফ, হিসাবে বহু বাঙালী ধরা পড়ছে। এর মধ্যে আছে. গৌরাঙ্গ কর, অমর কুড়ি, তপন চক্রবর্তী, এরা এ, টি, টি, এফ এর কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে পুলিশের খাতায় নাম আছে। তপন চক্রবর্তী আমপুড়া পুলিশ ক্যাম্পের ঘটনার সাথেও জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, রমাকান্ত পাল, ডি, ওয়াই, এফ, আই, এর লীডার। বহু খুনের সঙ্গে জড়িত ও এ,টি, টি, এফ এর পরামর্শ দাতা বলে শুনা যায়, মুকুন্দ দেবনাথ খুনের আসামী। অতুল দেববর্মা, যামিনী দেববর্মা, সুশেন দেববর্ম্মা ওরা এ, টি, টি, এফ, এর সক্রিয় কর্ম্মী। বিভিন্ন সময়ে ওরা এ্যারেষ্ট হয়েছিল। মাখনবাবু নিজে ওদের জামিন করিয়েছেন। কাজেই এ, টি, টি, এফ, কে উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে এটা ত্রিপুরার মানুষের জানা আছে। আজকে এ, টি, টি, এফ কে উস্কানী দিয়ে ত্রিপুরার ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ককে বন্ধ করার লক্ষ্যে শুধু মাখনবাবু নন আরো অনেকেরই নাম করতে হয়। দীনেশবাবু প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে আজকে ত্রিপুরা সরকারের কর্ম্মসূচী বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই, ত্রিপুরায় আর নূতন করে জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগান যাবে না। ১৯৮০ সন আর ফিরে আসবে না। জাতি উপজাতির মন্ত্রীরা অনেক চেষ্টার পর আমরা অনেক মূল্য দিয়ে এই মৈত্রী ফেরৎ এনেছি। কাজেই এটাকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা কোন অবস্থাতেই আর করতে দেয়া হবে না। আপনারা সাবধান থাকুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রী দীপক নাগ : মি: ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছি। সে যাই হোক, এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে, ত্রিপুরার উন্নয়নেব স্বার্থে কিছু কথা। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০ বছরে কল্যাণপুর এলাকায় একজন জুমিয়াও পুনর্বাসন পায়নি। কিন্তু আমরা ১২৭টি পবিবারকে উনার এলকায় পূর্ণবাসন দিয়েছি। উনারা উপজাতি দরদের কথা বলেন। কিন্তু এতদিন উনারা মুখে উপজাতি দরদের কথা বলে উপজাতিদের মারিং করতে করতে, ফুঁ দিয়ে মন্ত্র দিয়ে তাদের কাছ থেকে জায়গা জমি ছিনিয়ে নিয়ে লুটপাট করে গেছেন। আমি আর এখানে বিশেষ কিছু বলছিনা। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯২-৯৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেয করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : শ্রীদীপক কুমার রায়।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এ হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, সে বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। তাই এ বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা তাঁদের স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে যে বিরোধীতা করেছেন, এ বাজেটের বিরোধীতা না করে সমর্থন আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা ১০ বৎসর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেদিনও উনারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সমস্যাকে জীইয়ে রেখে রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন। এবং এটাই উনাদের ধর্ম্ম। আমরা লক্ষ্য করেছি এস. আর, ই, পি; এন, আর, ই, পি ইত্যাদি কাজের নামে বেকার সমস্যা সমাধানের নাম করে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মিছিল মিটিং করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁরা একটা ক্যাডার রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা উনারা সেদিন করেন নি। শুধু তাই না একটা খুন সন্ত্রাসের রাজত্বও উনারা কায়েম করেছিলেন। স্যার, উনাদের অপকীর্ত্তীর আরেকটা প্রমান আমরা এ হাউসে পেয়েছি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৬ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এ হাউসে যে মূল্যবান বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেটকে উনারা সমর্থন না করে এ রাজ্যের সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজকে স্তব্ধ করার জন্য উনারা একটা ষড়যন্ত্র করেছেন। এ ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য আমি উনাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। এ ভাবে যদি আপনারা চলতে থাকেন তাহলে আগামী দিনে ত্রিপুরা বাসীর কাছে আপনারা আর স্থানই পাবেন না। স্যার আমরা লক্ষ্য করছি এই নতুন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উনারা এখানে একটা নূতন জিগির তুলেছেন শহরে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু শহরের বাইরে উগ্রপন্থীদের সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। এই

উগ্রপন্থামূলক কাজকর্ম কারা করছে ? এই বিমলবাবু, মাখনবাবুরা, যারা এ, টি, টি, এফ এর নেতা। আপনারাই ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনারা যখন দেখলেন যে শহরে আর রাজনীতি করতে পারবেন না, কেননা শহরের আইন শৃঙ্খলা ভাল হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর গুণ্ডামী করা যাবে না, লুঠতরাজ করা যাবে না কেননা সমস্তগুলিই দুরুস্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সুতরাং উনারা উপায়ন্তর না দেখে সব পাহাড়ে গিয়ে জমায়েত হয়েছেন। এ, টি, টি, এফ, এর নেতা হয়ে উনারা ট্রাইবেলদের সুরসুরি দিচ্ছেন যে তোমরা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা নৈরাজ্য কায়েম কর। যার ফলে ঐ বিভ্রান্ত পাহাড়ী যুবকরা আজকে গাড়ীর উপর এম্বুশ করছে, পুলিশ এসকর্টের উপর এম্বুশ করছে, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আরেকটা দাঙ্গা বাধাবার জন্য উনারা অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি উনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আর তা হতে দেবে না। কারণ ৮০ ইং সালের দাঙ্গার কথা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভুলে যায় নি। সেদিনের কালো চেহারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ হয়ে আছে। আজকে জনস্বার্থে যে সব গাড়ী চলছে, টি, আর, টি, সি, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, উনারা জঙ্গল থেকে ঐ সমস্ত গাড়ীর উপর এম্বুশ করছেন। শ্রমিক কর্মচারীদের উপর পুলিশ কর্মচারীদের আক্রমণ চালাচ্ছেন। জনজীবনকে আপনারা স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন। এটা আপনাদের একটা জঘন্যতম ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকে যে কোন মূল্যে রুখা হবে। কোন অবস্থাতেই ত্রিপুরা রাজ্যে আজ নৈরাজ্য হতে দেওয়া হবে না। স্যার, উনারা পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এ হাউসে নানা রকম বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য রেখেছেন। এই বিধানসভায় বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হবে এবং তারজন্য রাজ্য সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্যার, ব্যাপার হলো যে নির্বাচনের দিন ক্ষণই এখনো ঘোষণা করা হয় নি, নির্বাচনের আগেই উনারা রিগিং, রিগিং বলে আওয়াজ তোলা শুরু করে দিয়েছেন। আপনারা কাজও করতে দেবেন না, কাজ না করলে সমালোচনা করবেন। আসলে আপনারা কি চান ? আপনারা এখন বুঝতে পারছেন যদি ইলেকশান হয় তাহলে আপনাদের দলের পায়ের মাটি সরে যাবে। এই ভোটার লিষ্টে নাম তোলার জন্য আপনাদের কর্মচারী আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছেন না। তারা বসে বসে ঝিমাচ্ছেন আর চিন্তা করছেন যদি ইলেকশানের ঘোষণা না করা হত তাহলে ভালই হতো। আমরা লক্ষ্য করেছি এই রাজ্যসভার ইলেকশানকেও আপনারা ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছেন বিমলবাবু এবং সমরবাবুর নেতৃত্বে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আপনারা জানেন আমরা কত ঐক্যবদ্ধ। আমাদের এই ঐক্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যদের দলে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করার হিড়িক পড়ে গেছে। আমাদের দলের যখন জল ঘোলা হয়েছিল তখন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তাড়াতাড়ি করে শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর জায়গায় দশরথবাবুকে লিডার অব্ দি অপজিশ্যান করা হলো কারণ যুবসমিতিকে লোভ দেখিয়ে মন্ত্রীত্বে আসার জন্য। কিন্তু উনাদের এই বাসনা অঙ্কুরেই

বিনষ্ট হয়ে যায় কারণ, পূর্বেও আমি আমাদের ঐক্যের কথা বলেছি। শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য এবং ধীরাজ গুহ ও পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন। আপনাদের হরিকিষান সিং সুরজিত বিক্ষুব্ধদের সমর্থন করার জন্য বার বার বলছেন কিন্তু বিক্ষুব্ধরা সেটা করেন নি। কাজেই সমস্ত দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে কি আপনারা একনায়কতন্ত্র চান ? আপনারা তো বিধানসভায় বসেই চীৎকার করতে পারেন কারণ বিধানসভার বাইরে গিয়ে কিছু বলার মত আপনাদের নেই। আপনারা মিথ্যা ভাষণ দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং বাস্তব চিন্তাধারা এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এগুলি আপনারা স্বীকার করবেন রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে, রাজ্যের ২৬ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে সে বাজেটকে সমর্থন করে আগামী দিনে আপনারাও যাতে জনসাধারণের সামনে যেতে পারেন সে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ বাজেট নিয়ে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ অনেক আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। বাজেট যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তার একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে। যেহেতু আমরা সবাই জানি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ নিয়ে ভারতবর্ষ। কাজেই আজকে কেন্দ্রেও বাজেট নিয়ে অনেক কথা চলছে, রাজ্যগুলির মধ্যেও বাজেট নিয়ে কথা চলছে। সুতরাং এ বাজেট এবং কেন্দ্রের যে বাজেট এটা পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনাকে বাদ দিয়ে হচ্ছে না। আমার দৃষ্টিতে ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, এখন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে। এ বাজেটের মূল দৃষ্টিভঙ্গী কি, এখানে অনেকগুলি কথা বলা হয়েছে, আমি তারজন্য এ কথা বলি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও তিনি একটা বাজেট পেশ করেছেন তাতে ভারতবর্ষের ৮৫ কোটি মানুষের উদ্দেশ্য এবং সাধারণ শ্রমিক, গরীব মেহনতী মানুষের কি হবে, এত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল আজকেও কেন ভারতবর্ষে দরিদ্রসীমা বলে একটা ওয়ার্ড থাকবে। এটাতো থাকার কথা না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৪৫ বছর পরেও দরিদ্রসীমা-রেখার নীচে লোক বাস করবে এটাতো থাকার কথা ছিল না। আপনারা আমরা সবাই পত্র পত্রিকা পড়ি ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় ঐ টাটা বিড়লার মত লোক কিভাবে সম্পদ সৃষ্টি করছে তাদের সেটা দেখতেই পারছেন। কাজেই আজকে এই যে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, দীনমজুর, তাদের জীবন-জীবিকার কি হয়েছে, ওরা আজকে কি অবস্থায় আছে দেখুন, এ জন্য বলছি এ বাজেটের দুটো দৃষ্টিভঙ্গী আছে। একটা কায়েমী স্বার্থের পক্ষে কাজ করে, অপরটা হচ্ছে সেখানে গরীব জনগণ মারা যাচ্ছে। এটা আমার কথা নয়, সমস্ত পত্র পত্রিকায় ভারতবর্ষে, দিল্লীতে, কলকাতায় এবং এ ত্রিপুরা রাজ্যের পত্র পত্রিকায় লিখছে আমরা আই, এম, এফ. এর কাছে কিভাবে আটকা পড়ে যাচ্ছি। এমন কি যে শর্তে আই, এম, এফ বিশ্বব্যাংক টাকা দিচ্ছে তাতে আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অনেকে সন্ধিহান হয়ে পড়ছে। কারণ, বিদেশী পুঁজিপতিদের উপর যে দেশ নির্ভরশীল সে দেশ

কোন দিন তার দেশের গরীব অংশের মানুষের উপকার করতে পারেনা। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। এখানে গত বছরের বাজেট নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে, এই যে আমরা বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি, এ বাজেটের মধ্য থেকে কয়েকটা কথা আমার বলার মূল কারণ হলো যে এ বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের কি উপজাতি কি বাঙ্গালী যারা গরীব অংশের মানুষ তারা কতটুকু উপকৃত হতে পারে। এখানে তো কয়েকজন খুব রগড়াইয়া বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এস, আর, ই, পি. এবং এন, আর, ই, পি করে সমস্ত টাকা পয়সা নয়ছয় করা হয়েছে। এখন এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পি বাদ দিয়ে জহর রোজগার যোজনা নামে একটি যোজনা বের করা হয়েছে। সে জহর রোজগার যোজনার টাকা আজ কে পায়, সেটা কারা ভোগ করে? এটার কোন সঠিক রিপোর্ট আছে কি এ বাজেটের মধ্যে? একটা শুধু দৃষ্টান্ত দিলেই চলতো এটা তো একটা থাউকা। যেহেতু একটা বাজেট করতে হবে এবং বাজেটে এ এ কথা লিখতে হবে। কাজেই সেটাকে আমি একটি ঘটনা দিয়ে জিজ্ঞেস করব; কি রুলিং পার্টি, কি বিরোধী পার্টি আপনারা তো স্বীকার করে নিয়েছেন এ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রিমিটিভ গ্রুপ বলে একটা সম্প্রদায় আছে। তারা দেববর্ম্মাদের থেকে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে এই রিয়াং সম্প্রদায়। এখানে কি কোথাও লেখা রয়েছে যে তাদের জন্য বরাদ্দ কি? কাজেই আমি বলছি উপজাতিদের জন্য পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা কি নেয়া হয়েছে? গত বছরে তো স্বীকার করেছেন যে এখানে ২৫ হাজার জুমিয়া পুর্ণবাসন পায়নি। কিন্তু এ জুমিয়াদের কি অবস্থা? আঠারমুড়া যান-লংতরাই যান, এ টিলাটাংকর পেরিয়ে যান ঐ ছামনু, ছৈলেংটা, গোবিন্দবাড়ী, কাঞ্চনপুর, দস্‌দা এ সমস্ত এলাকায় জানতো উপজাতিরা কি অবস্থায় আছে? সেখানে কি তারা খুব ভাল খাওয়া দাওয়া করছে না অনাহারে ভোগছে। যদি সত্যি ঘটনাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয়, তো বলুন- বলা দরকার। এটা কোন রুলিং পার্টির ব্যাপার নয়, এটা সামগ্রিক ত্রিপুরা রাজ্যের পিছনে পড়া জাতি গোষ্ঠীর ব্যাপার। এখানে কে কমিউনিষ্ট, কে কংগ্রেস, কে টি, ইউ, জে, এস, এটা দেখার ব্যাপার নয়। সুতরাং এ জন্যই বলছি আমি আজকে এখানে যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে উপজাতিদের জন্য যে সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করেছেন এটাতো উপজাতিদের কোন উন্নতি, কোন সুবিধা হতে পারে এটা আমি আশা রাখি না। কারণ এখানে তো এ, ডি, সি বলে একটা জিনিস আছে। যদিও পারলামনা আজকে আমার একটা প্রশ্ন ছিল সময় পার হয়ে যাওয়ায় সেটা তুলতে পারি নি। এ, ডি, সি সর্বসম্মতভাবে কয়টা বিল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন? কয়টা গিয়েছে? এখানে তার কোন উল্লেখ নেই যে এ, ডি, সি, এতটা বিল পাঠিয়েছিল আর আমাদের সরকার এর মধ্যে এতটা মঞ্জুরী দিয়েছেন। এ কথা লিখতে কি কোন বাধা ছিল? না কোন বাধা থাকার কথা নয়। শুধু এটুকু উল্লেখ আছে ইনার-লাইন-পারমিটের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা বারংবার বলছি যে মিনিমাম প্রোটেকশান দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটাও করা হচ্ছে না। কিন্তু সেটা আজকে পর্য্যন্ত হল না। কবে হবে?

এ, ডি, সি হচ্ছে গরীব অংশের মানুষের বসবাস। সেখানে ৮৫ শতাংশ বা তার থেকেও বেশী অংশের মানুষ গরীব। সেখানে উপজাতি আছেন আবার অনুপজাতিও রয়েছেন। সেখানে কোন প্রোটেকশন নেয়া হচ্ছে না।

কাজেই যে মূল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ বাজেট করা হয়েছে সেটা যে সমর্থন পাবে না তা নয় সমর্থন পাবেন, কিন্তু সেটা পাবেন কায়েমী অংশের মানুষের কাছ থেকে। কায়েমী স্বার্থের মানুষের কাছ থেকেই সেটা পাবেন। গরীব খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের কাছ থেকে পাবেন তীব্র ঘৃণা এবং তীব্র প্রতিবাদ। এ বাজেট পাহাড়ী-বাঙালী-মুসলিম গরীব অংশের মানুষ মেনে নিতে পারেন না। এটাই হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট দেখছি ৪০ বছরের উপর। আজকে কি হয়েছে? ভারতবর্ষকে আজকে পঞ্চম পরিকল্পনায় নাকে খত দিয়ে আই, এম, এফ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। সুতরাং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আপনারা একবার ভাবুনতো।

আজকে এখানে দ্রাউবাবু রবীন্দ্রবাবুরা রয়েছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি উপজাতিদের জন্য কিছু করুন। মধু চৌধুরী পাড়া না কি পাড়া যেন পত্রিকায় দেখলাম। রোগে মরুক বা অন্যভাবে মরুক আপনারা কি সেটা তদন্ত করে দেখবেন না? আমার ছোট ভাই রবীন্দ্র দেববর্মা এ নিয়ে অযথা হৈ চৈ করছিলেন। তদন্ত করুন না। এখানে হিংসাত্মকমূলক কথা বলা উচিত নয় এবং বলছিও না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় হয়ে গেছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— অনলি ওয়ান মিনিট স্যার। আসল প্রশ্নটা যেখানে বোথ দ্যা পার্টি যদি কোন খানে ডিফিকালটিস থাকে, তাহলে ঐ ডিফিকালটিসকে রিমোভ করার জন্য আপনারা আমাদের সহযোগিতা চাইতে পারতেন। কিন্তু এভাবে প্রতিশোধমূলক প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ অত্যাচার অবিচার করে রাজনীতি করা যায় না। ইতিহাস আমরা পড়েছি আপনারাও পড়েছেন। ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পেরেছি যারা হিংস্রতা করে যারা অত্যাচারী বলে প্রমাণিত তাদের শান্তি নেই। কাজেই এর জন্য বলছি যে, এ বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এ বাজেট কায়েমী স্বার্থকে সন্তুষ্ট করবে। যারা চোরাকারবারী, মহাজন তাদের এ বাজেট সন্তুষ্ট করবে। আর গরীব অংশের মানুষকে শুকিয়ে মারবে। তার জন্য এর বিরোধীতা আমি করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

মাননীয় মন্ত্রী যাতে ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করা যায় সে চেষ্টা করবেন। অনেক বক্তা রয়ে গেছেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, আমি সে চেষ্টা করব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার প্রথমেই আমি আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

প্রথমেই যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী কি অবস্থার মধ্যে এ বাজেট পেশ করতে হয়েছে। দীনেশবাবু এখানে উল্লেখ করতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের চিত্র। সারা ভারতবর্ষ যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা একটা স্থিরে আনার চেষ্টা করে বা করে চলেছেন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সারা ভারতবর্ষে ছিন্ন ছিন্ন হয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে এবং এ বামফ্রন্টের সমর্থক সি, পি, এম ওদের মামা বলে ডাকে-ভি, পি. সিং প্রধানমন্ত্রীর আমলে মাত্র ১২ মাসে সারা ভারতবর্ষকে ছাড়খার করে দিয়েছিলেন, অর্থনীতিকে পিছিয়ে দিলেন একটি বছরে। সে অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যেও বাদ নয়। যেখানে অর্থনীতি সারা ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ। সেই পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে তাল মিলিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে বাজেট পেশ করেছেন। এ বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যত কি হবে তা তিনি তুলে ধরেছেন। এবং বিশেষ করে জোর দেয়া হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে অশিক্ষিত অনুন্নত সিডিউল কাষ্টস এবং সিডিউল ট্রাইব তাদের উন্নয়নের জন্য। নিশ্চয়ই এটা তাদের ভালো লাগবে না। কারণ এখানে এ টি, টি. এফের বন্দুক সাপ্লাইয়ের জন্য কোন বাজেট ধরা হয় নি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভির মত আর একটা সন্ত্রাস দল সৃষ্টি হয়ে আসুক তার জন্য এখানে বাজেটে কোন প্রভিশান রাখা হয় নি। এবং এখানে মস্তান, রামদা তৈরী করার জন্য, বোমা সাপ্লাই করার জন্য বাজেটে সংস্থান রাখা হয়নি তার জন্যই উনারা সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ এখানে পরিস্কারভাবে রাজ্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ বাজেটের মধ্যে। এবং আপনারা এখানে তুলে ধরেছেন বিশ্ব ব্যাংকের কথা। ১২ মাস শাসনকালে আপনাদের সমর্থনকারী একটা সরকার (আপনারা যেতে পারেন নাই) মন্ত্রীত্ব নেন নি কিন্তু আপনাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ভি, পি, সিংয়ের ১২ মাসে সারা ভারতবর্ষ এমন জায়গায় পৌছে দিয়েছে যেখানে নরসিংহ রাওকে সোনা বন্ধক দিয়ে কিছু চলতে হয়েছে। আপনারাও বুঝতে পেরেছেন ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি এই ভি, পি, সিং এর সরকার যদি কংগ্রেস এর মত এত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকত তাহলে মনে হয় ভারতবর্ষ বিক্রি করে দিত। স্যার, আমি বলছি যে, তার জন্য উনাদের এ বাজেটকে সমর্থন করা উচিত। যাতে করে আমরা পিছিয়ে পড়া এবং ভি, পি, সিংয়ের আমলে যে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল তাকে কাভারিজের জন্য, তার সমস্ত দিক দিয়ে উন্নয়নের জন্য আপনাদের এই বাজেটকে সমর্থন করা প্রয়োজন। এখানে আপনাদের অনেক বক্তা অনেক কিছু

তুলে ধরেছেন কাল থেকে আমি শুনেছি। এ সরকারের আমলে কোন সম্পদ তৈরী হয়নি। তাহলে কি চার বছরে বাতাসের উপরে চলছে ? আপনারা এখানে অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করছেন। ৪ বছর যথেষ্ট সময় নয়, আপনাদের দশ বৎসরটা ছিল যথেষ্ট সময়। আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে গত দশ বৎসরে আপনারা কি করেছেন ? কিন্তু বলতে পারবেননা। কোন বক্তা তা বলেন নি যে আমরা গত দশ বৎসরে এ করেছি সে করেছি। একটা উদাহরণতো দিতে পারলেন না, যা দেখে আমরা শিখব। আপনারা কি বলতে পারবেন যে আপনারা কোন এসেট তৈরি করেছেন, সিডোয়েল কাষ্টের জন্য কোন এসেট তৈরী করেছেন, বলতে পারবেন না। কারণ আপনারা তা করেন নি। আপনারা যা করেছেন শুধু দলের জন্য। আমি অবাক হয়ে যাই যে বাদলবাবু এখানে বলেছেন যে রাবার প্লেন্টেশান উপজাতিদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাহলে আপনাদের সময়ে এটা করলেন না কেন ? আমি যদি একটু পিছিয়ে তাকিয়ে দেখি সে শচীনবাবুর আমলে, সুখময়বাবুর আমলে সেই ১৯৭১-৭২ সালে তা হলে কি দেখা যায়, দেখা যায় যে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, মোহিনী ত্রিপুরা মারা গিয়েছিল। কিসের জন্য মারা গিয়েছিল, রাবার গাছ তোলতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। ইতিহাস তাই বলে। সে সময় রাবার গাছ লাগালে তার রস পেত ৮ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যে। ঐ সময় যদি আমার উপ-জাতিরা রাবার গাছ লাগিয়ে থাকত তাহলে আজকে তারা তার রস পেত এবং তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত। এটা আজ আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন, এত পরে। আপনারা দশরথ বাবুকে বিরোধী দলের নেতা করেছেন কিন্তু উনি একটা দিন হাউজে উপস্থিত হতে পারছেন না। উনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এখনো আপনারা উপজাতিদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইছেন। এখন আপনারা চীৎকার করছেন যে একজন উপজাতিকে আপনারা নেতা বানিয়েছেন। আগে কোথায় ছিলেন। গত দশ বৎসরে কেন আমরা দশরথ বাবুকে নেতা হিসাবে দেখিনি, কেন আমরা তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখিনি ? আপনাদের থেকে কিছু উপজাতি ফসকে গিয়েছিল, যারা সি, পি, এম এর ছত্র ছায়ায় থাকতে চায়না। রবীন্দ্র দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, দ্রাউকুমার রিয়াং তাদেরকে শিকারী মুরগী তৈরী করে ঐ দশরথ বাবুকে দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার জন্য দশরথবাবুকে আপনারা সামনে দাঁড় করিয়েছেন। উনি পারবেন না, উনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এখন বলছেন অসহায়, উপজাতিদের মধ্যে নেতা নেই। পূর্ণবাবু তো আমার জন্মের আগে থেকে রাজনীতি করেন। উনাকে জিজ্ঞাসা করি, এতদিন উনি রাজনীতি করে কি করেছেন ? কিছুই করেন নি। এখন হয়তো রবীন্দ্র দেববর্মাকে সমস্ত দোষ চাপানোর চেষ্টা করছেন আপনারা। কংগ্রেস যদি কোন দোষ করে থাকে তাহলে তার হাজার গুণ বেশি দোষ আপনারা করেছেন। কারণ কংগ্রেসের কোন বাঙ্গালী নেতা উপজাতিদের সংস্পর্শে যেতে পারেননি, যাওয়ার সুযোগ ছিলনা। কারণ তারা কক্‌বরক জানত না। আপনারা কক্‌বরক জানতেন, আপনারা তার মনের কথা বুঝতে পারতেন তার বেদনার কথা বুঝতে পারতেন, তার অন্তরের কথা জানতেন, এগুলির জন্য কি আপনারা কিছু

করেছেন, এগুলি বুঝেও কি তার কোন প্রতিকার করেছেন? করেন নি। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনারা যা বলছেন তা মুখে না অন্তরের কথা। এগুলি শুধু মুখের কথা স্যার। স্যার আরেকটা কথা উনারা বার বার বলছেন যে তারা উপজাতি দরদি, উপজাতিরা শেষ হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি উপজাতিরা যাতে শেষ হয়ে না যায় তার কথা এ বাজেটে আছে। আমরা জানি আমাদের এখানে অনেক সমস্যা, তাহলেও একটা সমাধানের পথ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিতে হবে। এক থালা ভাত একসঙ্গে খাওয়া যায়না। সমস্ত সমস্যার সমাধানও একসাথে করা যায়না। তাই আমরা সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য চেষ্টা করছি। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনারা গত ১০ বৎসরে উপজাতিদের জন্য একটা এসেট তৈরী করতে পারলেন না। আপনারা উপজাতিদেব জন্য কিছু করেন নি। করেছেন শুধু রাজনৈতিক হাতিয়ার। এখন বলছেন যে রবীন্দ্রবাবু চাকুরী দেয়না, বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও। এসব কথা বলে আপনারা উপজাতিদেরকে বিপথে চালিত করছেন। এসব কথা বলছেন, তাকে হুট করে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। আমার গরীব উপজাতি এস, আর. ই, পি কাজ করে যা চাল পায় আর যখন বাড়ী ফিরছে তখন তাকে বলে দিচ্ছে কেড়ে নিয়ে খাও। আর সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে হবে। কিন্তু তাকে বলছে না তোমার হাতে কর্ম ত আছে তুমি ক্লাশ সিক্স পর্য্যন্ত পড়েছ, তুমি ভগীরথ পাড়াতে গিয়ে আর চারজনকে বলনা কেন যে লেখাপড়া শিখ তা নাহলে কিছু হবেনা, একথা বললেন না কেন। উচকিয়ে দেয়া বড় সহজ, তাদের অবুঝ সহজ সরলকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার করা বড় সহজ। কিন্তু এর সমাধান করা বড় কঠিন। তাই এ কঠিনের মধ্যেও অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়েও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এখানে উনারা কথা তুলেছেন মিড ডে মিলের কথা, স্যার মিড ডে মিল ১৮১টি স্কুলে বন্ধ আছে। কেন বন্ধ জিজ্ঞেস করুন, তাদেরই এলাকা, স্যার এ, টি, টি, এফ এর কারণে এ স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে আছে। আমরা চাই এ ১৮১টি স্কুল চালু করাতে এবং মিড ডে মিল চালু করতে। আমি বলতে চাই এ স্কুল বন্ধ করে দিয়ে লাভ কি? কই টি, এন, ভি দের তো দেখিনি কোন স্কুলের মাষ্টারকে মারতে। কিন্তু তারা উস্কানি দিয়েছে, লেখাপড়া করে কি হবে, বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে যাও। বন্দুক নিয়ে চলে যাও নাহলে তোমরা তোমাদের পাওনা পাবেনা। পাওনাটা কি, দাবীটা কি। কিন্তু এটা বলা হলনা, দাবীটা এটাই নাকি যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্রী পাওয়ারে না যায়। স্যার মিড ডে মিল যেখানে বন্ধ আছে তা আমরা চালু করতে ব্যবস্থা করছি। আপনারা এপেক্সের কথা বলছেন, ল্যাম্পসের কথা বলছেন, বামফ্রন্ট আমলে ল্যাম্পস্, পেক্স এর কি না হত, সমস্ত কিছু চুরি হত, তানাহলে ডাকাতি হত, দালান ভেঙ্গে পরত, নতুবা আগুন লেগে যেত. এখন আগুন লাগা বন্ধ, চুরি করা বন্ধ, ডাকাতি বন্ধ। পাব্লিকের কাছে গিয়ে উস্কিয়ে দিচ্ছে ল্যাম্পস্, প্যাক্স প্রাইভেট সেক্টার এটা কখনো পে-স্কেল চালু করা যাবেনা। এখানে কোনদিন আপনাদের এল, টি, সি চালু করা যাবেনা, উস্কিয়ে দিচ্ছে ল্যাম্পস্ প্যাক্সের সমস্ত কর্মচারীদেরকে-বন্ধ করুন ল্যাম্পস্ প্যাক্স। কেন বন্ধ করব, আমাদের ল্যাম্পস্

প্যাক্সের স্কেল দিতে হবে, এল, টি, সি দিতে হবে। স্যার, আমি একজন আন্তর্জাতিক মেম্বার, জেনেভাতে আমাদের হেড অফিস আছে। এখানে আমি পে-স্কেল দিয়ে সমবায়কে যদি সরকারের আওতায় আনি, তাহলে আমাকে জবাব দিতে হবে। কি জবাব দিব যেখানে আমেরিকা, জাপান যত সর্বোচ্চ সেখানে ত সেই সমবায়ের আন্দোলন চলছে। সমবায় আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমি বলব যে এটাকে স্তব্ধ করা যাবেনা, যতদিন এ জোট সরকার থাকবে। তাই এপ্যাক্সের যারা কর্ম্মচারী তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের আন্দোলন তুলে নিয়েছেন, সেজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা জানি যে তাদের দাবী দাওয়া থাকতে পারে এবং সে দাবী দাওয়া আলোচনার মাধ্যমে শেষ করা যেতে পারে, তারজন্য আন্দোলনের প্রয়োজন হয়না। তারপর সমরবাবু বলেছেন প্রজেক্টের কথা, হ্যাঁ, এ প্রজেক্ট বা স্কীম আমরাই তৈরী করেছি, আমরা ইতিমধ্যে প্রজেক্টগুলির কাজ সম্পূর্ণ করে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছি, যেমন রোখিয়াতে ফাষ্ট পেইজের কাজ আমরা করেছি, সেকেণ্ড পেইজের কাজও আমরা করেছি এবং থার্ড পেইজের কাজও আমরাই করব, তারজন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্ধ করার ব্যবস্থাও হচ্ছে। তারপর বড়মুড়াতে আর একটা ইউনিট হচ্ছে। সেটা নাকি রামচন্দ্র নগরে হবে। আর এগুলি হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। আমাদের সরকার চেষ্টা করছে বামফ্রণ্টের আমলে যে পরিমাণ লোডশেডিং হত, সেটা থেকে যেন ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তি দেয়া যায়। এখন যে লোডশেডিং হচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু ঐ বাম-ফ্রণ্টের আমলের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। তারপর, গোপালবাবু বলেছেন ১০০ পয়েণ্ট রোষ্টার মানা হয়না। কিন্তু কাঁদের আমলের কথা বলছেন, আমাদের আমলের কথা, না আপনাদের আমলের কথা? বোধ করি আপনাদের আমলের কথাই বলছেন। কিন্তু এই জোট সরকার আসার পর যদি দপ্তরের ১০০ পয়েণ্ট রোষ্টার মানা না হয়, তাহলে তারজন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ বিল তো আমাদের আমলেই এ বিধানসভাতে পাশ হয়েছে। কৈ আপনারা তো ১০ বছর ছিলেন, আপনারা কি এটা করেছিলেন। স্যার, তাদের ১০ বছরে ওরা ৮ হাজার ব্যাক লগ আমাদের জন্য রেখে গেছেন, আজকে আমাদের সেগুলি পূরণ করতে হচ্ছে এবং এখনও পূরণের কাজ চলছে। এরজন্য তো আমরা কোন নতুন পদ সৃষ্টি করিনি। স্যার, আগরতলা শহরের উপর আইতরমা, তাতে প্রায় ২০০ জনের মতো ষ্টাফ আছে, কিন্তু তাদের আমলে তারা এ আইতরমাতে একজন এস, টি, অথবা এস, সিকে নেয়নি, কিন্তু আমরা এসে এখন পর্য্যন্ত ২৫ জনকে নিয়েছি। তাহলে আপনারা যে নিজেদের উপজাতি দরদি বলে চীৎকার করছেন, এটা কি আপনাদের উপজাতি দরদের নমুনা? স্যার, শুধু এখানেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে মাননীয় দশরথ বাবু যিনি আমাদের যে কেউ থেকে অনেক অভিজ্ঞ, তিনি তো শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ১০ বছর ধরে; কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি কি করে গেছেন? আপনাদের আমলে যদি শিক্ষা ব্যবস্থাটা সুস্থ থাকতো, তাহলে কোন কথা ছিলনা, ১০ বছরে আপনারা যদি সে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বেঞ্চি দিয়ে যেতেন, তাহলে তো আজকে আমাদের এ

অসুবিধায় পড়তে হতো না, আর যদি বলেন দিয়ে গেছেন, তাহলে আমার প্রশ্ন আমরা কি সেগুলি গিলে ফেলেছি? স্যার এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা হল একটা আবাসিক ছাত্রাবাসের কথা। সে করবুক, হরিণা, শিকারীবাড়ী এবং সাতনালার মতো জায়গাতে যেগুলি করা হয়েছে সেগুলি সেন্ট্রাল গভঃ এর স্কীম, সেসব আবাসিক ছাত্রাবাসে কি পরিবেশ সৃষ্টি করে গিয়েছেন? এখন হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রবাবু তো এসেছে, আপনিই করুন। কিন্তু আপনাদের আমলেই এ ধরনের ১২টা স্কুল করার কথা, তা না করে আপনারা এরজন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা অন্য দিকে ডাইভার্ট করে দিয়েছেন। স্যার, শুধু তাই নয় তাদের আমলে শিক্ষকদের স্কুলে যেতে হয়নি, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আর কাম বাদ একথা বললেই হতো। আপনাদের কর্মচারী নেতা ভুবনেশ্বর-বাবুতো ১০ বছর ধরে একদিনের জন্যও অফিসে হাজিরা দেন নি। এই যদি হয়, তাহলে কি কংগ্রেস, কি সি, পি, এম, কি উপজাতি যুব সমিতি, তাদের ভবিষ্যত কিভাবে রক্ষা করবে। তারপর একজন বলেছেন মাত্র দেড় লক্ষ টাকা খরচ করেছেন একটা ইণ্ডাস্ট্রী করার জন্য, এই দেড় লক্ষ টাকা তাদের কাছে বেশী লাগছে। ১৯৮০/৮২ সালে এই চিলড্রেন সংহতির নাম করে সাদা কবুতর উড়িয়ে সি, পি, এম, একটা মিটিং করেছিল, সেদিন টি, আর, টি, সি, বাস দিয়ে এ সংহতির জন্য লোক আনতে হয়েছে। তারজন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ টাকা কার? সাড়ে চার লক্ষ টাকা একটা মিছিলের জন্য খরচ করেছিল। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। কোথায় যুদ্ধ ছিল? গাল্‌ফ ওয়ারের সময়ে তাদের মুখে একটি কথাও শুনতে পাই নি। আপনারা মানুষকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তার জন্য সরকারের বাজেটের টাকা খরচ করেছিলেন। আরেকটা জিনিস স্যার, এখানে উপজাতি দরদী সেজে ট্রাইবেল এলাকায় একটা কৃত্রিম ক্রাইসিস সৃষ্টি করা হচ্ছে। বলছে যে মানুষ খেতে পায় না। একটা রিংওয়েলের কাজে ওরা বাঁধা সৃষ্টি করছে। জলটা কি শুধু উপজাতি লোকেরা খাবে, সি, পি, এম খাবেনা? নগেন্দ্রবাবুর লোকেরা খাবে কিন্তু মাখনবাবুর লোকেরা খাবেনা? ওরা বলছে যে এ, টি, টি, এফ নাকি যুব-সমিতির সংস্থা। স্যার, আমি একটি চিঠি পড়ে শুনাচ্ছি। তা হলেই বুঝা যাবে এটা কার সংস্থা। চিঠিটা হলো— এ, টি, টি, এফ সরকার কমিটি। ১) সর্বজয় এম, ডি, সি, সংগঠক, ২) অঞ্জন রায় রিয়াং—প্রেসিডেন্ট, ৩) ধর্ম্মজয় রিয়াং—সেক্রেটারী, শীতেশ দাস—পরামর্শ মন্ত্রী, ৫) লেনপ্রসাদ মসলই—বিদেশ মন্ত্রী, ৬) নবীন রিয়াং—চীপ অর্গেনাইজার, ৭) যোগেন্দ্র রিয়াং-সদস্য, ৮) উমাচরণ রিয়াং—সদস্য, সুরেন রিয়াং—সদস্য, বলিরাম রিয়াং—সদস্য। বাকী নামটি স্যার, পরিষ্কার নয়। আরও অনেক নাম আছে। এটা সি, পি, আই, এম পার্টি গঠন করেছে। এ চিঠিটাই তার প্রমাণ। এটা আমরা সংগ্রহ করেছি। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এটা পুলিশের হাতে দেয়া হয়েছে। পুলিশ আপনাদেরকে আদর করবে না। এটা আপনাদের মৃত্যু বাণ। সি, পি, এমের এই এ, টি, টি, এফের বাহিনী ১০২ জন উপজাতি যুবসমিতির কর্মীকে

খুন করেছে। কাজেই এ বাজেট ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। আপনাদের আমরা দেখেছি, কোন কথা বলতে পারিনি। নৃপেনবাবু ধমক দিয়ে বসিয়ে দিতেন। উপজাতির কথা বললে তিনি আমাদেরকে ব্যাঙ্গ করতেন। এ বাজেটে মানুষের গণতন্ত্র সুষ্ঠভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি আছে। এখানে মেনশন করা হয়েছে। আমি বলব, মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এ বাজেটের বিরোধীতা করার মানে হবে, ২৭ লক্ষ মানুষের বিরোধীতা করা। এ বাজেটের বিরোধীতা করার মানে হবে, গরীব উপজাতি অংশকে ছিন্ন করা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে পঞ্চায়েত ইলেকশানের কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমরা দেখতে পাই কিছু দিন আগে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এর ইলেকশান, কিংবা লোকসভার ইলেকশানই বলুন সে ইলেকশান আসলেই তাদের লামগেটিং ফরগেটিং ফুটে উঠে। অতএব আমি বলছি, গণতন্ত্রকে ভয় করবেন না। আসুন মাঠে আসুন, মোকাবিলা করুন। তবে রামদা দিয়ে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মোকাবিলা করুন। আমরা শুনেছি গঙ্গানগর, গণ্ডাছড়া, ছামন্থ প্রভৃতি জায়গায় নাকি বলে দেয়া হয়েছে, নমিনেশান জমা দিলে পর ফিরে আসতে হবেনা। আমি বলব, আপনারা এ পথ পরিত্যাগ করুন। আসুন সহযোগিতা করুন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এগিয়ে আসুন। সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করুন। আমি আর কিছু না বলে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনাবেবল মিনিষ্টার শ্রীমতী বিভারানী নাথ।

শ্রীমতি বিভারানী নাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯২-৯৩ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং বিরোধী দলের প্রতি ও সমর্থন করার আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ২০শে মার্চ, ১৯৯২-৯৩ সালের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে বাদলবাবু প্রথমেই বলেছেন এটা একদলীয় বাজেট। কেশববাবুও এ রকমই বলেছেন। মতিলালবাবু, মাষ্টারমশাই ঠিক এ কথাই বলেছেন। এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দলের কথা নয়, রাজনীতির কথা নয়, ব্যক্তির কথা নয়, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কথা। ওরা লোক দেখানোর জন্য, অধিবেশনের পর বাইরে গিয়ে বলার জন্য, চীৎকার চেচামেচি করছেন, বাজেট যে পেশ করা হয়েছে তার বিরোধীতা করছেন। অবশ্য বিরোধী দলে থাকলেই বাজেটের বিরোধীতা করতে হবে এটা একটা নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে এদের যেমন স্বার্থ নিহিত রয়েছে, ঠিক তেমনি স্বার্থ রয়েছে আমাদেরও। আমরা প্রতিটি সদস্য ত্রিপুরা রাজ্যের এক একটি কনসটিটিউয়েন্সি থেকে লোকের ভোট নিয়ে এসেছি। আজ বাদলবাবু এ বাজেটকে একদলীয় বাজেট বলেছেন। আমার সে সময় মনে হয়েছিল তাঁর কথার উত্তর দেই। আজ থেকে ২/৩ বৎসর আগে বাদলবাবু নিজে বিলোনীয়া এলাকায় নারী সমিতির কার্য্য-

কলাপের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তারা ষ্টেট-ওয়েলফেয়ার থেকে ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা নিয়েছে। একটি পয়সাও ফেরৎ দেয় নি, কিংবা কি করেছে এ টাকা দিয়ে তার কোন হিসাব দেয় নি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সে নারী সমিতির কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এখানে নূতন কোন প্রকল্প নেওয়া হয়নি বলে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি এখানে পুরান প্রকল্পের কথাই বলছি। আমি নিজে বিলোনীয়া গিয়েছিলাম, বিধায়ক অমল মল্লিককে নিয়ে। আমি নারী সমিতিকে ডেকে এনে বলেছি, তোমাদের টাকা ফেরৎ দিতে হবে না। কিন্তু সে টাকা দিয়ে তোমরা কি ইম্‌প্লিমেন্ট করছ তা আমাকে দেখাও। ওরা আমায় জানায় যে তারা সে টাকা দিয়ে কিছুই করেনি। বাদলবাবু কিছুই করতে দেননি। বাদলবাবু সে টাকা ইলেকশনের কাজে ব্যবহার করবেন বলে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন। স্যার, আমার মনে হচ্ছে বাজেটে এ প্রভিশান রাখা হয়নি বলেই উনারা এ বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। স্যার, পি. আই, সি, বলে একটা প্রজেক্ট কমলপুর বর্ডার এরিয়াতে আছে। তৎকালীন সময়ে সেই প্রজেক্টের চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমলকুমার সিন্‌হা মহোদয়। টি, আর, এ, ১৯৬০ নাম্বার একটি গাড়ী এ প্রজেক্টের নামে ষ্টেট বোর্ড থেকে দেয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য মহোদয় এই গাড়ীটা নিয়ে ইলেকশনের কাজে ব্যবহার করেছেন। আমি আসার পর তাঁকে চিঠি দেয়া হয়েছে। বিমলবাবু সে গাড়ীর বিল দিয়েছেন। কিন্তু বিল দেওয়ার প্রশ্ন নয়।

শ্রী বিমল কুমার সিনহা (কমলপুর) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এখানে লগ বুক পেশ করতে বলুন ঐ গাড়ীটার। দ্বিতীয়তঃ ঐ গাড়ীর তেল, মবিলের খরচের ভাউচার দেখাতে হবে।

শ্রীমতী বিভারাণী নাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে তেল, মবিলের কথা বলিনি। কথা হচ্ছে এই গাড়ীটাতো উনার ইলেকশনের কাজে ব্যবহার করার জন্য নয়। আপনি ইলেকশনের কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেছেন সেটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? বাজারে কি আর গাড়ী ছিল না? কাজেই বাজেটে এ রকম প্রভিশান নেই বলেই উনারা এ বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। স্যার, মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর কথা বলেছেন, সংখ্যা লঘুদের কথা বলেছেন। তিনি এখানে আরও বলেছেন যে ধর্মনগর থেকে তাঁতীরা সব চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে এখানে লোক উঠে আসছে। স্যার, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে গত ইলেকশনের সময় বাংলাদেশে গরু নামানোর জন্য কিছু পাবলিক এবং পুলিশ তাকে তাড়া করেছিলো। স্যার এ ঘটনার কথা আপনিও জানেন। স্যার, তিনি এখানে আরও একটা বলেছেন যে কোন একজন লোক নাকি বাংলাদেশে কাঠ পাচার করে। স্যার, শ্রী সুধীরকুমার নাথ রামকৃষ্ণ স মিলের মালিক। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার স্বামী। এই ফয়জুর রহমান কিছুদিন

আমার স্বামীর স মিলে এসে কাজ করেছেন। আমার বিয়ের পর তাঁকে (ফয়জুর রহমান) দেখে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করাতে আমার স্বামী বলেন ছেলেটি ভাল পলিটিকস করে। আমার স্বামীর মিলে আছলাম আলী বলে কংগ্রেস সমর্থিত আরেক জন শ্রমিক কাজ করতো। একদিন ফয়জুর রহমান তার পায়ে একটি কাঠ ফেলে দেয়। ফলে সে শ্রমিকটির পা সম্পূর্ণ কেটে বাদ দিতে হয়। তারপর থেকেই আমার স্বামী ফয়জুব রহমানকে তাঁর মিল থেকে বেড় করে দেন। স্যার, আছলাম আলি এখন কেরোসিন তেলের ব্যবসা করেন। মাননীয় সুধীর মজুমদার তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। উনি কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার বার বার রামকৃষ্ণের নাম বলছেন, আমি যখন উনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি বার বার কেন রামকৃষ্ণের নাম নিচ্ছেন, তখন উনি বললেন আমাদের পার্টির তো ঠাকুরের নাম নেওয়া নিষেধ আছে তাই বার বার রামকৃষ্ণের নাম বলছি এটা তো ঠাকুরেরই নাম। এক সময় মাননীয় সদস্য গোপাল দাস তো রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেক্রেটারী ছিলেন।

(হাস্যরোল)

স্যার, মাননীয় সদস্য ফয়জুর বাবু উনার বক্তব্যে কিছু বালোয়ারী এবং অঙ্গনাদি সেণ্টাবের কথা বলেছেন সেখানে নাকি কিছুই হচ্ছে না। কিছু কিছু জায়গার কথা আমি অস্বীকার করব না তবে কিছু লোকের মানসিকতা এখন এমন হয়ে গেছে কাজ না করে পয়সা নিয়ে যেতে চান। এ জিনিসটা ১৯ বছরে হয়তো বা আরও বেশী বছরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। চার বছর ধরে আমরা অনেক চেষ্টা করে সেটা কমিয়ে এনেছি। মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক নাম দেন তাহলে আমরা এ ব্যাপারে আরও চেষ্টা করব। স্যার, মাননীয় সদস্যরা বলছেন (বিরোধী সদস্য) বাজেটে নাকি মহিলাদের জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ ধরা হয়নি। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য বাজেটে টাকা রেখেছি। ১০০ জন মহিলা এ বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবেন। আমাদের সরকার মহিলাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চান না। পরিত্যক্ত মহিলাদের জন্য যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে, তাদের ৩০০ টাকা করে পাঁচ বছর টাকা দেয়া হবে। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের যেহেতু বিরোধীতা করতে হবে তাই উনারা বিরোধীতা করছেন এবং কিছু সাংবাদিকও আছেন এ বিধানসভায়, তাই তারা যাতে পত্র পত্রিকায় এই খবরগুলি পরিবেশন করতে পারেন এটাই হচ্ছে উনাদের উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকল্পে যে প্রকল্পগুলি করা হয়েছে সেগুলি আমাদের স্বার্থে নয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি আপনারা উন্নয়নমূলক কাজের বিরোধীতা না করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন তাহলেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে। মাননীয় সদস্যরা উপজাতি এলাকার কথা বলছেন। আমার এখানে দুটি উপজাতির জায়গা আছে বৈঠুংবাড়ী এবং বাড়ীথুং। বৈঠুংবাড়ী সেখানে কবিতা ডারলংকে পোষ্টিং দেয়া হয়েছিল এবং তাকে বলা হয়েছিল তোমাকে কোন কাজ

করতে হবে না, তুমি কেবল রাজনীতি করবে। তাই কবিতা ডারলং বসে বসে রাজনীতি করছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আরও আশ্চর্য্যের কথা হলো কবিতা ডারলং-এর বাড়ী পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক খুটি গিয়ে শেষ হয়ে গেছে আর যায়নি এবং রিংওয়েলও তার বাড়ীতে বসানো হয়েছে। আর সুবোধবাবু বলেছেন, উপজাতি এলাকাতে কিছু হয়নি। সুবোধবাবু এখানে নেই, তিনি থাকলে স্বীকার করতেন যে আমরা উপজাতি এলাকাতে বিভিন্ন ভাবে যে ডেভালাপমেণ্টের কাজ করে দিয়েছি। স্যার, আমরা আসার পর নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা চালিয়েছি এবং বিলোনীয়াতে আমরা প্রায় ৪৮ টা গ্রামকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করেছি। এসব যখন আমরা করি তখন কিন্তু বাদল-বাবু এসে কিছু বলেন না দেখেনও না। বাদলবাবু এখানে বলেছেন যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোন কাজ করছে না, এই সংস্থার কোন কাজ হচ্ছে না। ওনার এ কথাটা ঠিক নয় আমরা বিভিন্ন ভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজের উন্নতি করেছি। স্যার, আবার কাঠের কথা ওনারা বলেছেন, ওনারা বার বার কাঠের কথা তোলেন। স্যার, আমি এখানে বিধায়ক হয়ে আসার আগেই আমি দেখছি আমার স্বামীর একটা স মিল আছে, আমি যখন বলেছি যে এটার লাইসেন্স কে দিয়েছে, তখন উনি বলেছেন নৃপেনবাবু দিয়েছেন। স্যার, নৃপেনবাবু তখন প্রায় সময়ই আমার ওখানে যেতেন, এখন কি করে কি হয়েছে, কিভাবে উনি লাইসেন্স দিয়েছেন সেটা আমি জানি না। স্যার, ওনারা যে বার বার এখানে সুধীর নাথের কথা তোলেন তা আমি ওনাদের বলব যে এই বিধানসভায় নেই তাকে নিয়ে বার বার আলোচনা করে আমাদের সময় নষ্ট করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আমরা বরং আমাদের যে কল্পনা সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাদের সাহায্য চাই। এবং ওনারাও আমাদের কল্পনাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করুন এটা আমি আশা করি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী সদস্যগণ যে বিরোধীতা করেছেন ওনাদেরকে এ বিরোধীতাটা তুলে নিয়ে সাহায্যের হাত ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন ১৯৯২-৯৩ সালের এ বাজেট খুবই জনকল্যাণমুখী এবং এর সুফল খুবই সুদূরপ্রসারী হবে। কাজেই এ বাজেটের সমালোচনা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। বরং এ বাজেট যাতে বাস্তবায়িত হতে পারে সে কাজে সাহায্য করার দায়িত্ব আমাদের সবারই। আমরা এ বিধানসভা থেকে সমস্ত রাজ্যবাসীর কাছে অনুরোধ রাখছি এ বাজেটকে বাস্তবায়িত করতে উনারাও যেন এগিয়ে আসেন। এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ অনেকেই সমালোচনা করেছেন এ বাজেট তাদের মনের মত হয়নি বলে, এ বাজেট বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের মত হয়নি বলে।

এ বাজেটে এমন একটা আইটেমস নেই যেটা আগে ছিল এখন এখানে নেই। আমি যতটুকু জানি এখানে এমন কোন আইটেমস বাদ দেয়া হয়নি যেটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিল। বরং নতুন কয়েকটা আইটেমস এখানে এড করা হয়েছে। কাজেই এ বাজেট জনগণের মনে আশা আকাঙ্খার উৎসাহ যোগাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনারা বলছেন যে কোন সম্পদ আমাদের এ সরকারের আমলে সৃষ্টি হয়নি। বলেছেন কোন রাস্তাঘাট হয়নি, তাদের এখন পায়ে হেটে হেটে চলাচল করতে হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহাশয় বলেছেন, কিন্তু আমি বলতে চাই যে উনার যে এলকা সেখানে গর্জনমুড়া বাজারে যেতে তোতাবাড়ী করে একটা জায়গা আছে, সেখানে যেতে হলে আপনাদের সময়ে একটা রাস্তা ছিল। আমি মাঝেমধ্যে যখন সেখানে যেতাম রিক্সায় করে তখন আমার মনে আছে কিছুক্ষণ পর পরেই রিক্সা থেকে নামতে হত অর্থাৎ রাস্তার প্রায় ৯৫ ভাগ রিক্সা থেকে নেমে হেটে যেতে হত। জীপে যেতে হলে তো মনে হত যেন ঘোড়ার গাড়ী করে যাচ্ছি। আর এখন রিক্সায় যান, জীপে করে যান, বাসে করে যান মোটর সাইকেলে যান মনে হবে একেবারে সমতল। কাজেই এ সমস্ত সম্পদ যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আপনারা বলছেন যে কোন সম্পদ সৃষ্টি হয়নি।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরভাবেই তার বাজেট ভাষণে বলেছেন 'কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যের উপর আমরা অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, তাই নতুন নতুন ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা। এ রাজ্যের অর্থনীতির যে পরিবেশ এবং অর্থনীতির যে সমস্যা তার মূল কথা হচ্ছে এটা, আমরা পুরোটাই কেন্দ্রের উপর নীর্ভরশীল, অর্থাৎ অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল। একটা রাজ্য এভাবে চলতে পারে না। তার জীবন-জীবিকা, তার চাহিদা সেগুলির জন্য যদি তার নিজস্ব যে সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে কাজে না লাগানো যায় এবং শুধু অন্যের উপর চেয়ে থাকতে হয় অর্থাৎ অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়, এ মানসিকতাই তারা (বামফ্রন্ট সরকার) সৃষ্টি করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে। আমার মনে হয় তাদের সময়েই সেই ১০ বছরেই সবচেয়ে বেশী চরম অবস্থা ছিল। গ্রামে গঞ্জে জমি আছে, টিলা জমি আছে সেখানে চাষ করা যায়, না. তা না করে শুধুমাত্র এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি র কাজ করে বাইরের রেশন কিনে খাও। তাদের এ পলিসিতে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে পাহাড়ে আত্মনির্ভরশীলতার যে সুযোগ তা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

কাজেই সম্পদ তখন সৃষ্টি হয়নি, সম্পদ এখন সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা যে সম্পদের কথা বলেছেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি এটা ঠিকই, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। সমালোচনা আপনারা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু আপনারা যা বলেছেন সেটা আমি স্বীকার করছি আপনারা যে সম্পদের কথা বলেছেন সেটা শেষ হয়ে গেছে। আপনাদের বড় সম্পদ টি, এন, ভি। এই সংস্থা যখন

সারেণ্ডার করেছে তখন স্বভাবতই আপনাদের আর সম্পদ নেই শেষ হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এটা সকলকেই মানতে হবে। তার এখানে দুর্নীতির কথা বলেছেন। কিন্তু আপনাদের সময়ে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রচণ্ড দুর্নীতি ছিল এবং সে দুর্নীতির ফলস্বরূপ পার্টির অফিস ছনের বেড়া থেকে একেবারে পাকা বিল্ডিং হয়ে গেছে। এ পার্টি অফিসঘর বিল্ডিং করার জন্য এত টাকা এল কোথা থেকে। আপনারা যদি রাজি থাকেন তাহলে বলুন আমরা এটা এন্‌কোয়ারী করাতে পারি। কোথা থেকে অতিসত্বর এত টাকা এলো যে আপনাদের পার্টি অফিসঘর বিল্ডিং হয়ে গেলো, অথচ গ্রামে পাহাড়ে গরীব মানুষের কোন উন্নতি হলো না, ট্রাইবেলদের কোন উন্নতি হলো না অথচ শুধু আপনাদের পার্টি অফিস ঘরটির উন্নতি হয়েছে। বিল্ডিং হয়েছে' এটা কি করে হল, কিভাবে হলো। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বলেছি যে এখানে সম্পদের অনেক সুযোগ রয়েছে' সে সম্পদ সৃষ্টির সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই প্রকৃত স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে। নিজেদের সম্পদ বাড়বে। কাজেই সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে প্রচুর সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। জুম ফসলের সংকট ছিল পাহাড়ে। সেখানে তাদের জন্য আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালীন কি কি কর্মসূচী নিয়েছিলেন? কোথাও কখনও জুমিয়াদের কাজ করা হয়নি। তাদেরকে নিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতি করেছিলেন, তাদেরকে হাতিয়ার করে আপনারা শুধু রাজনীতিই করেছিলেন আর কিছুই নয়। আমরা ক্ষমতায় আসার পর তাদের জন্য অনেক কিছুই করেছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পর ১৮০০ পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। আগে বলা হতো যে ট্রাইবেলেরা কাজ করতে চান না। কেবল ঘুরে ঘুরে খেতে চান। এটা ঠিক নয়। এটা অত্যন্ত অপমানজনক কথা। আমি নিজে দেখে এসেছি ট্রাইবেলরা কৃষি করছে। কলাবাগানের চাষ করছে। ফলের বাগান করছে। মাছের চাষ করছে। সবজির চাষে মত্ত রয়েছেন কেউ কেউ। তারা এখন কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। ভাল আলুর চাষ পর্য্যন্ত করছে। কাঁকড়াছড়া যদি যান তাহলে দেখতে পারবেন যে সেখানে মাঠে কিরকম কাজ হচ্ছে। তবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাবেন না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে পাহাড়ে যেটা সেচের কথা চিন্তা করা যেতনা, সেটা এখন হচ্ছে। পাহাড়ের ঝর্ণার জল নীচে জুম ক্ষেতে পড়ছে। ভাল চাষাবাদ শুরু হয়েছে। আমাদের মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার নিজে গিয়ে দেখেছেন একথা তিনি উল্লেখও করেছেন। এ ব্যাপারে খুব প্রশংসাও করেছেন এখানে। কাজেই আজকে ট্রাইবেলদের জন্য সুযোগ খুলে দিতে হবে। আপনারা এখানে রাশিয়া বা অন্য কোন জায়গার কথা বলবেন না। রাশিয়ার ট্রাইবেলরা কি অবস্থায় আছেন? বলুন? কাজেই এগুলি বলবেন না। আপনারা জানেন না যে এখন আলু আর বাজারে নেই। কোল্ড ষ্টোরে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কৃষকরা বলছে আরও কোল্ড ষ্টোর দেয়ার জন্য। উত্তর ত্রিপুরায় আমরা এবার

কোল্ড স্টোরিজ করব। মিঃ স্পীকার স্যার, এর পরেও আমি দেখলাম যে, মাত্র ১৮শ পরিবার দিয়ে জুমিয়া সমস্যার সমাধান হয়না। তারপর আড়াই হাজার পরিবার যেটা টি, এন, ভি একরের মাধ্যমে করা হয়েছে এটা দিয়েও সমাধান হয়না আরও পরিবার থেকে যাচ্ছে। সবটাই এক ধরনের স্কিম দিয়ে করানো সম্ভব নয়। জমির অভাব রয়ে গেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে যদিও ওনারা বাইরের অনুপ্রবেশকারী-দের দিচ্ছেন, জায়গা দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু জুমিয়া পুর্ণবাসন এভাবে দেয়া সম্ভব নয়। যাই হউক, আসল সমস্যা হচ্ছে সেখানে এরজন্য আমরা ঠিক করেছি জুম যেখানে হয় সেখানেই একটা কর্ম্মসূচী চালু করব। যাতে উন্নত ধরনের জমি চাষ করা যায়। সারা বৎসর যেখানে ফসল ফলবে। এ ধরনের একটা যদি করানো যায়, শষ্য বিন্যাস করা যায় যদি টেকনোলজি ট্রান্সফার করা যায় তবেই জুমিয়াদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে। জানি যে, এস, আর, পি, এবং এন, আর, পি দিয়ে শুধুমাত্র জি, আর, সাহায্য দিয়ে জুমিয়াদের ছিনিমিনি খেলা যায় কিন্তু তার প্রকৃত ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়না। তার সমৃদ্ধির কথা ভাওতা মাত্র হবে। কাজেই এ ধরনের রাস্তায় আমরা যেতে রাজি না। এটা অপরাধ, এটা রাজনৈতিক অপরাধ। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্যরা যেটা বার বার বলছেন যে, খাদ্যদপ্তর সম্পর্কে। কিন্তু আমরাতো এখানে খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পারিনা, আমরাতো এখানে চাহিদা মত অনেকটা পাবনা। কারণ কি জানেন ? যে কোন লক্ষ্যমাত্রা শর্তহীন না। মনে রাখবেন যে একটা স্কুলের জন্য ৫শ জন ছাত্রের ব্যবস্থা আছে, এখন সেখানে যদি ১৫শ ছাত্র আসে তাহলে কোন সমাধান হবেনা। কাজেই এ স্কুলের সমাধান হবে তখনই যদি একটি শর্ত থাকে যে, ৫শর বেশী ছাত্র থাকবে না। কাজেই এখানেও উৎপাদনের যে সুযোগ এবং উৎপাদন যা সেটার তুলনায় যদি জন-সংখ্যার চাহিদা বেড়ে যায় তাহলে এ উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবেনা। কাজেই আমরা বলছি এখানেও উৎপাদন সম্ভব যদি সমস্ত অব্যবহৃত উৎসগুলি কাজে লাগিয়ে যতটুকু পারা যায় আমরা করব। এবং তাতে স্বয়ংভরতা অর্জন করা সম্ভব হবে যদি সেখানে অতিমাত্রায় জনস্ফীতি দেখা না দেয়। আমরা বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারব যদি আর অতিরিক্ত বেকার না আসে। আমরা জমি দিতে পারব যদি অতিরিক্ত লোক এসে এখানে প্রেসার না দেয়। এটা শর্তহীন না, এটা শর্ত সাপেক্ষ। মিঃ স্পীকার স্যার, উনারা বলেছেন এ আমলে নাকি অনুপ্রবেশ হচ্ছে। আমি দেখেছি যে, এ ত্রিপুরা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২৩ হাজারের মত আমরা বহিস্কার করেছি, এর মধ্যে সবাই আপনাদের আমলের। দ্বিতীয়তঃ স্যন্দন পত্রিকায় দেখলাম তাঁরা বলেছেন যে, পশ্চিমবাংলায়, বাংলাদেশ সীমান্তে একটা ভীতির মনোভাব তৈরী হচ্ছে বাঙ্গালীদের মধ্যে। এত বেশী অনুপ্রবেশ হয়েছে যে, জমি, চাকুরী এবং শ্রমজীবি মানুষের ব্যবসার সুযোগ অন্যান্য জীবিকার সুযোগ সবগুলির মধ্যে একেবারে অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে। সীমান্ত এলাকা থেকে যারা একটু দূরে আছে তারা একটু ভালো আছে। আর যারা সীমান্তে আছে তাদের অবস্থা খুব খারাপ। এতে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই অনিশ্চয়তা দেখা

দিয়েছে। এমন কি সেইদিন পশ্চিমবাংলার খাদ্যমন্ত্রী যখন একই সঙ্গে বিমানে আসছি তিনি আমাকে বললেন যে, আপনাদের রাজ্যে প্রচুর লোক উঠছে ? আমি বললাম হ্যাঁ আসছে। আমি বললাম আপাদের এখানেও আসছে. উনি বললেন হ্যাঁ আসছে। আপনারা স্বীকার করতে না পারেন কিন্তু উনি বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, এই অনুপ্রবেশের জন্য ৩৩ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন। এতটা দরকার ছিল না আগে. ১৮ লক্ষ টন চাউলে হয়ে যেত। কিন্তু এখন ৩৩ লক্ষ টন চাউল লাগছে। এখন এখানে যে উপজাতি তার অস্তিত্বের প্রশ্ন আছে তার নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে, এগুলি রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোন সরকার করেনি। আজকে আমাদের মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা বলেছেন যে উপজাতি সমস্যা এটা কি হঠাৎ করে উঠে আসল, এ সমস্যা কি চার বছরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এ সমস্যা কি এর আগে ছিল না, এ সমস্যা সমাধানের সুযোগ কি এর আগে ছিল না, বলুন ছিলনা কি এই সুযোগ ? মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে আমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে, সিনসিয়ার দায়িত্ব আন্তরিকভাবে, সততার সঙ্গে দায়িত্ব নিতে হবে। এবার আমি আন্দামানে গিয়েছিলাম। ঐখানে লুপ্ত প্রায় কতগুলি আদিবাসি হল জারোয়া, উঙ্গি. সেন্টিনালি এগুলি এখন অবলুপ্তির পথে। সেখানে এদের রক্ষা করার জন্য কয়েকজন অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে. সে অফিসাররা তাদেরকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছেন। আসলে কথাটা হচ্ছে আজকে সমগ্র জাতিকে এর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। শুধু আন্দামানের প্রশাসন করছে, দিল্লীর কোন এক ডিপার্টমেন্ট করছে এভাবে হবে না। কাজেই আজকে আমাদের এখানে যে উপজাতি সমস্যা এ সমস্যাকে দেখতে হবে, সকলকেই এর সমাধানেরও চিন্তা করতে হবে। মুখে বললাম এক কথা আর কাজ করলাম আরেকটা তা হবে না। এতে অবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। আপনারা জানেন না, আপনারা যতই চেষ্টা করুন না কেন যেটা মুখে বলবেন সেটা যদি বাস্তবে তাদেরকে দেখাতে না পারেন এবং সেটা যদি কাজের মধ্যে প্রতিফলিত না হয় তাহলে যার সম্পর্কে আপনি এত বললেন নিজেকে তাদের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন কিন্তু তাদের মনে সন্দেহ থেকেই যাবে। সন্দেহ কমবে না বরং আরো বাড়বে। আরো ঘনীভূত হবে। এটা খুব খারাপ। কাজেই যদি না পারেন বলবেন পারবনা, এবং চুপচাপ থাকবেন। কিন্তু আপনি মুখে বলবেন ভাল আর কাজ করবেন খারাপ সেটা আরো বেশী খারাপ সম্পর্ক তৈরী করে। এ রাজ্যের পক্ষে এটা বিপদজনক, খুবই বিপদজনক। এটা করতে যাবেন না। এ রাজ্যের জাতি উপজাতি সংহতি ঐক্যকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে, তার আর্থিক বুনিয়াদের মধ্যে আগে সমতা আনতে হবে, সরকারী সুযোগ সুবিধা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উভয়কে সমান ভাবে পাশাপাশি আনতে হবে এবং সমান ভাবে তাদেরকে টেনে তোলার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এ ভাবে ঐক্য এবং সংহতি গড়ে উঠবে, আর এ সংহতি থাকবে চিরকাল। এ সম্পর্কটা আজকে কোনরকমে রাখলাম কিন্তু কিছু দিন পর এ, টি, টি, এফকে দিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করলাম তা না।

একেবারে ভালভাবে আত্মবিশ্বাসের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলতে হবে। এ রাজ্যের পক্ষে এটা বিপদজনক, এটা কখনো করবেন না। আমরা কথা দিচ্ছি এ রাজ্যের জাতি উপজাতি ঐক্য, সংহতি তাকে যদি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হয়, তার আর্থিক বুনিয়াদের মধ্যে সমতা রাখতে হবে, তার সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রণয়নে উভয়কে পাশাপাশি আনতে হবে এভাবে ঐক্য সংহতি গড়ে উঠবে। এবং এ সংহতি থাকবে চিরকাল। মিঃ স্পীকার স্যার, সামাজিক সংহতিও গড়ে তুলতে হবে। এটা করতে গেলে, তাহলে আমার পরিকল্পনার মধ্যে এটা রচনা করতে হবে। এবার আমি উপজাতিদের ক্ষেত্রে বলছি, তাদেরকে এখনই কন্ট্রাক্টর হতে, বড় ব্যবসায়ী হতে, তাদেরকে এখনই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে আমি বলতে পারিনা. তারা এখনো এ পর্যায়ে আসেনি। তারা এখন এ পর্যায়ে আছে যে কৃষিকাজ ছাড়া এর বাইরে যেতে পারেনা। তবে তাকে কৃষিকাজে সাহায্য করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রে সুযোগ দিলে তবে সে কাজে লাগতে পারবে। আপনি একজন ট্রাইবেল ছেলের জন্য একটি কারখানার সুযোগ রাখলেন, বড় একটা কন্ট্রাকটরের সুযোগ রাখলেন এটা হবে না। তার যে সামাজিক অবস্থা তার মধ্যে যেতে হবে। তার সামাজিক যে ষ্ট্রাকচার এবং আপনার পরিকল্পনা বিপরীত, এটা হবেনা। আপনাকে তার সামাজিক দিকেও লক্ষ রাখতে হবে যে কি দিলে সে গ্রহণ করতে পারবে, কি দিলে সে কাজে লাগাতে পারবে, এটাও আপনার বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। এ, ডি, সি সম্পর্কে আপনারা অনেক কথা বলেছেন, এ, ডি, সি সম্পর্কে আমাদের বেশ ভাল পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কনষ্ট্রাকটিভ চিন্তাভাবনা আছে, এ, ডি, সি, যাতে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ না হয় সেটা যেন কোন অবস্থাতে নষ্ট না হয়, ব্যর্থ না হয় সেটা আমাদের দেখার আছে এবং আমরা খুবই সতর্ক। এখানে বিমল সিন্‌হা যেভাবে তুলে ধরেছেন যে, টি, এন, ভি এ্যাক্ট আমরা কোন দামই দেইনি। ভিলেজ কাউন্সিল করার কথা ভিলেজ কাউন্সিল এ্যাক্টও হয়নি, আপনারা নিজেরাই বলুন, আপনারা ভিলেজ কাউন্সিলের পক্ষে না বিপক্ষে ? বিপক্ষে না থাকুন বিকল্প একটি পক্ষে ছিলেন, তারজন্য আপনারাই করেছেন ঐ ভিলেজ কাউন্সিলের একটি বিল, আমরা আসার পর পরীক্ষা করে দেখছি যে ভিলেজ কাউন্সিল যেভাবে তৈরী হয়েছিল, যে লক্ষ্যে সেটার পেছনে আমরা অনেক দুর এগিয়েছি তার তুলনায়, যে ট্রাইবেলরা কি ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী, কি কুসংস্কার বিশ্বাসী কি সংস্কার নিয়ে এগুলির উপর ব্যাস করে ঐগুলির নার্সি করার জন্য। এখানের ট্রাইবেলরা অনেক দিন ধরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, যেটা অনেক বেশী প্রগতিশীল। সে কারণে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে ভিলেজ কাউন্সিল দরকার। অতএব এটা হলনা কেন ? টি, এন, ভি রাস্তা রুখো আন্দোলন করে এসেনসিয়েল কমোডিটিস আটকে দেবে, সংকট সৃষ্টি হবে, সময় বোঝে দাতটা বসানোর চেষ্টা করবে এ সমস্ত কথা বলাটা দায়িত্ব হীনতার পরিচয়। টি, এন, ভিকে আমরাই স্বাভাবিক জীবনে এনেছি। আমরা চাই টি, এন, ভির সমস্যাগুলি সঠিকভাবে দুর করার জন্য এবং তাদেরকে অনুরোধ করব জনকল্যাণমুখি কাজ করার জন্য। এবং তাদের যে দাবি

আমাদেরও দাবী, তাছাড়া টি, এন, ভি চুক্তির মাধ্যমে যে কিছু টাকা আসছে সেটা সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। অবশেষে আমি বলব, এবারের বাজেট খুব ভাল হয়েছে, কাজেই বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই উঠেনা. তাই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯২-৯৩ সালের ব্যয় বরাদ্ধ সর্বমোট ১৪৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালের বাজেটের সঙ্গে কোন তুলনামূলক বিচার যদি করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে ১৯৯২-৯৩ প্রস্তাবিত বাজেটের শতকরা ১৫˙৩৪ ভাগ ব্যয়-বরাদ্ধ ধরা হয়েছে, আর বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১২˙৩০ ভাগ। দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক সংকটের মধ্যেও রাজ্যের উন্নয়নে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্ধ রাখা সম্ভবপর হয়েছে। তার কারণ কঠোর অর্থ-নৈতিক সংযম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমরা চাই যে ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজগুলি স্তব্দ হয়ে না থাক, আমরা সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। সে কারণে এবার ব্যয় বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এ বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন রকমের বক্তব্য রেখেছেন, তার দু একটি এখানে উল্লেখ করছি, আর বাকীগুলি এ বাজেটের দফাওয়ারী আলোচনা যখন হবে, তখন আমার বক্তব্যে বলব। মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথবাবু, দীনেশবাবু এবং কেশববাবু কেন্দ্রীয় সরকার কেন আই এম এফ থেকে ঋণ নিয়েছেন তার সমালোচনা করেছেন। স্যার, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কয়েকটা উদাহরণ দেব, যে আজকে রাশিয়া যা তাদের পিতৃভূমি এবং চীনও আই এম এফের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে, শুধু তাই নয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ওদের পার্টি রাজ্যের ক্ষমতায় আছে, তাদের ও ১১টি প্রকল্প আই, এম, এফ থেকে ঋণ নিয়ে চলছে। এর মধ্যে রাশিয়া তো আই এম এফ থেকে ১,৬৫০ কোটি ডলার এর ঋণ নিয়ে তাদের দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজ চালাচ্ছে। স্যার, ওদের দল চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঝিয়াংজেমিন, তিনি প্রকাশ্য বাম বিরোধীতার সমর্থন করছেন তিনি বলেন, দক্ষিনপন্থী বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক দরকার ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রধানতঃ সতর্ক থাকতে হবে বামপন্থী প্রবনতা সম্পর্কেই, সংস্কারের পথে, আর বাইরের পৃথিবীকে দরজা খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে এগোতে হবে আরও বলিষ্ট ভাবে, নতুন কিছু করা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে সাহস দেখাতে হবে। কট্টর পন্থী নেতা বলেছেন, অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে, এখন চীনারাও পশ্চিমী ঋণ নিতে চাইছে। অথচ আমরা কেন আই এম এফ থেকে ঋণ নিলাম তারজন্য এখানে সমালোচনা হচ্ছে। তাই তো আজকে মোর্চ্চার নেতা তাদের বন্ধু ভি, পি, সিংকে বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর কাছে গিয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আই, এম, এফ থেকে ভারত অতীতেও ঋণ নিয়েছে, এখনও নিচ্ছে। যারা এতদিন ধরে চিৎকার করে

বলে আসছে যে কংগ্রেস সরকার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বাজেট তৈরী করেছে, তারা নিজেরা যে সেই বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করছে, সেটা বেমালুম চেপে গিয়ে সতী হতে চেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ১১টি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের দেয়া ঋণ দিয়ে কাজ চলছে এবং সে ঋণ রাজ্য সরকার বিশ্ব ব্যাংকের যে কঠোর শর্ত্ত, তা মেনেই ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে, কাজেই তারা নিজেরাই নিজেদের বাজেট ফাঁস করে দিয়েছে। শুধু কি তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে উচ্চহারে সম্পদ কর চালু রয়েছে, তা শীঘ্রই কমাতে হবে বলে বিশ্ব ব্যাংক যে শর্ত্ত দিয়েছে, সে শর্ত্ত মেনে নেবে বলে রাজ্য সরকার বিশ্ব ব্যাংককে জানিয়ে দিয়েছে। স্যার, এ হল পশ্চিমবঙ্গে তাদের এবং তাদের নেতা জ্যোতি বসুর চরিত্র। এখন কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব ব্যাংক অথবা আই, এম, এফ থেকে যে ঋণ নিয়েছে, তার একটা অংশ আমাদের এ ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে, সেটা টি, আর, টি এবং পি, জি, পি ইত্যাদি স্কীমে এবং তার পরিমাণ হচ্ছে ২০ কোটি টাকা। কোথায় বাজেটের তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে চীৎকার করছেন, আর পশ্চিমবঙ্গে তাদের নেতা জোতি বসু এবং তার ছেলে চন্দন বসু, সে টাকারই একটা অংশ নিয়ে ঐ হরিয়ানাতে জায়গা কিনছে, আজকে সি, বি, আইকে সেটার তদন্ত করতে হচ্ছে। ওদের বিরোধী নেতা থেকে শুরু করে হবু নেতা, গবু নেতা, গুরু নেতা, তাজা নেতা, পঁচা নেতা সবারই মুখে এক কথা এবং সর্বশেষে ওদের চুংগা নেতা পর্য্যন্ত বিশ্ব-ব্যাংকের কথা বলছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যখন বাজেট সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করবেন আমরা এটা আশা করবো, বিশ্ব বাজারের খোঁজ নিয়ে, সারা বিশ্বের দেশগুলি কিভাবে চলছে, এগুলি জেনে বলবেন। ওদের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজকে বুশের পদানত। চীন খোলা বাজারের নীতি সমর্থন করছে। ওদের সম্পাদক গলায় গামছা দিয়ে সেখানে পরে আছে। ওরা বলছে যে পশ্চিমী দেশগুলোর কাছে দরজা খোলে দিতে হবে, ওদের অভিজ্ঞতা আনতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক থেকে রাশিয়া গতকাল ১৮০০ কোটি ডলার পেয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা, খাদ্য দপ্তরের জন্য ১৬.১৭ শতাংশ টাকার সংস্থান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, খাদ্য, পূর্ত্ত দপ্তরের জন্য যথেষ্ট টাকা সংস্থান করার অভিযোগ করেন মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস এবং বলছেন যে এ অর্থ কোন কাজে লাগবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত বছর শিক্ষা, খাদ্য দপ্তরের ১৫.৫৩ শতাংশের তুলনায় এ বছর ১৬ ১৭ শতাংশ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৩.৫১, ১৯৯২-৯৩ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৩.৫৩ শতাংশ। খাদ্য দপ্তরের জন্য ৮.৭ শতাংশের জায়গায় এবার ধরা হয়েছে ১১.৮৫ শতাংশ। এটা বেড়েছে এ কারণে যে এফ, সি, আই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া রাজ্য সরকার শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য দপ্তরকে সর্বদাই অগ্রাধিকার দেয়। এ অগ্রাধিকারের উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে, উন্নয়ণের পরিকাঠামো তৈরী করে পূর্ত্ত দপ্তর। এটার বিরোধীতা করার কি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী, খগেন্দ্র জমাতিয়া এবং বিমল সিন্‌হা, এখানে বিপ্লব করে বলেছেন যে এ, ডি, সিকে পুরো অর্থ দেয়া হয়নি। আমি সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব নিয়ে

বলছি যে এ, ডি, সিকে তাদের যে বাজেটারী এলোকেশন ছিল ৯১ শতাংশ টাকা আমরা তাদেরকে দিয়েছি। গত বছর দেয়া হয়েছিল ৬৬ শতাংশ। এবার আমরা দিয়েছি ৯১ শতাংশ। এপ্রক্সিমেটলি প্ল্যান হেডে। স্যার, আমরা টোটেল দিয়েছি ৪০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্ল্যান হেডে আমরা দিয়েছি ১৫ কোটি টাকা। বাকীটা নন্ প্ল্যানে। কোথায় এ সমস্ত খবর পান যে এ, ডি, সিকে টাকা দেয়া হয়নি। টাকা ছিচিংফাঁক হয়েছে। ওরা ছিচিংফাঁক করতে করতে, মারিং করতে করতে সারা রাজ্যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ সৃষ্টি করেছে। ওরা নিজেরা করেছে, ওদের দল করেছে, ওদের শাখা উপদল করেছে এখানে না জেনে শুধু প্রচার মাধ্যমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ সমস্ত করে। বিরোধী দলের সদস্য রুদ্রেশ্বর বাবু বলেছেন যে ৩৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এ ঘাটতি পূরণ করতে গেলে গরীব মানুষের উপর চাপ পড়বে এবং কর আরোপিত হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রুদ্রেশ্বর বাবু এটা কোথায় পেলেন, বাজেটের কোন অংশে পেলেন, আমি জানি না। এ ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি যে নতুন কর প্রস্তাব নেই। কাজেই কোন অংশের জনগণের উপর এর প্রভাব পড়বে না। কর চাপানো হবেনা। আমরা কঠোর অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলা মেনে চলব এবং ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে আমরা এ ঘাটতি পূরণ করব। এখানে উনি কোথায় পেলেন, যে কর চাপান হবে? বড় বড় বক্তৃতা দিলেন এখানে দাঁড়িয়ে প্রচার মাধ্যমকে শুনালেন, বাইরে থেকে যে সব দর্শক আসে শুনার জন্য তাদের শুনালেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বেকার সমস্যা সমাধানের কোন পরিকল্পনার উল্লেখ নেই বলে অভিযোগ করলেন, সুনীল চৌধুরী। মাননীয় বিধায়ক, সরকারী প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পদ খালি হলে তাতে কর্ম্মচারী নিয়োগ স্বাভাবিক ভাবেই হয়। এর জন্য সরকার এস, টি, এবং এস, সি, প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিশেষ সেল গঠন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্প যেমন, এস, আর, ই, পি, ; এন, আর, ই, পি এবং জওহর রোজগার যোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীন বেকারদের জন্যযথেষ্ট কর্ম সংস্থানের সুযোগ এ বাজেটে রাখা হয়েছে। শিল্প গঠনের জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা সফল হলে প্রচুর কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এছাড়াও রাবার প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে প্রচুর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে বলে আমরা আশা রাখি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের পিতৃভূমি রাশিয়া, মামার বাড়ী চীনে। উনারা এটা সহ্য করতে পারেন না যে, ইণ্ডিয়া আজ যা ভাবে সারা পৃথিবী কাল তা ভাবে। আজকে ভারতবর্ষ খোলা বাজার নীতি গ্রহণ করেছেন। আজকে ভারতবর্ষের কিছু কিছু চীনে ছুটছে, কিছু কিছু রাশিয়ায় ছুটছে, কিছু কিছু পশ্চিমবঙ্গে ছুটছে। খোলা বাজার নীতি গ্রহণ করেছে বলেই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু প্রাইভেট এণ্টারপেনার স্বরাজ পাল, জিৎ পালের কাছে গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে বলছে, 'বাবা তোমরা পশ্চিমবাংলায় এস, শিল্প স্থাপন কর।' এ জন্য জ্যোতিবাবু কয়েকদিন পর পর লণ্ডনে গিয়ে স্বরাজ পাল এবং জিৎ পালের কাছে আবেদন রাখছেন। জয়েণ্ট বেঞ্চারের কথা বলছেন না, পশ্চিমবাংলার কথা বলছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তপশিলী নেতা নকুল দাস এবং রুদ্রেশ্বরবাবু

ওরা বিপ্লব করেছেন হাউসে দাঁড়িয়ে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তফসিলী ভুক্ত জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। আমি ওদের জিজ্ঞেস করছি, ও চীৎকার করছে কেন? এ তফসিলী নেতা তফসিলী জাতির রক্ত চুষে খেয়েছেন গত ১০ বছর। ওকে আমি জিজ্ঞেস করছি, বাজেট পড়ে এখানে বক্তব্য রেখেছেন, না বাজেট না পড়ে এখানে বক্তব্য রেখেছেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ৭টি প্রকল্পের উল্লেখ করছি। যে ৭টি প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্পও ওদের সময় ১০ বছরের মধ্যে হাতে নেননি তফসিলী জাতির জন্য। এ ৭টি প্রকল্প কি? বিভিন্ন মিশন পরিচালিত স্কুলে পাঠরত তফসিলী জাতির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩০০ টাকা, অনাবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ২০০ টাকা। শুধু ৭৫ টাকা নয়। ৩০০ টাকা আমরা দিচ্ছি, আবাসিক ও ২০০ টাকা দিচ্ছি, অনাবাসিকদের। আপনারা কোথায় ছিলেন গত ১০ বছরের সময়? এ প্রকল্প কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস সরকার নিয়েছে। দ্বিতীয়ত: তফসিলী জাতির আত্ম-সামাজিক বিকাশে কলা প্রচার, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রদর্শনী প্রকল্প। আপনারা এটা নিয়েছিলেন কিনা? আপনারা এটা নেননি। আমরা নিয়েছি। তৃতীয়ত: মিশ্র বীমা প্রকল্প। বর্তমানে কোন দুর্ঘটনায় কোন তফসিলী জাতি কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সম্পত্তি এবং ফসলের ক্ষতি হয়, কিংবা ক্যান্সার রোগে কোন তফসিলী জাতি আক্রান্ত হয় তারজন্য এ বীমা প্রকল্পে ঐ আক্রান্ত পরিবারকে ৬ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ হিসেবে দেয়া হবে। এখন পর্য্যন্ত ১৮.৬০২টি পরিবারকে এ চার বছরের মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় আমরা এনেছি। আপনারা একটি পরিবারকেও এনেছিলেন? চটকদারী বক্তৃতা দেন এখানে দাঁড়িয়ে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য পেয়েছেন এ রকম তফসিলী জাতিভুক্ত পরিবার সাহায্য পাওয়া সত্বেও দারিদ্র সীমার উপরে উঠতে পারেন নি, তাদেরকে রি-ভাইটালাইজেশান প্রকল্প অনুযায়ী আবার আর্থিক সহায়তা দিয়ে আমরা তাদেরকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনার জন্য প্রকল্প নিয়েছি। আপনারা গত ১০ বছরে নিয়েছিলেন? আপনাদের বাজেট খুলে আপনারা দেখান? প্রচার মাধ্যমগুলিকে দেখান? চটকদারী বক্তৃতা এখানে দাঁড়িয়ে দেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তফসিলী জাতিভুক্ত শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে ব্রয়লার মুরগী পালন এবং প্রতি পরিবার পিছু ১২ হাজার টাকা করে সাহায্য এবং তাদের ট্রেনিংএরও ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। তাছাড়া তফসিলী জাতিভুক্ত মৎস্য-জীবিদের নৌকা, জাল, সূতো এবং মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম দেয়ারও আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং প্রতি পরিবার পিছু ৫ হাজার টাকা করে সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি। আপনারা প্রতি পরিবারকে ৫০০ টাকা করে কি সাহায্য দিয়েছিলেন? আপনাদের আমলে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? নেননি। কিন্তু আমরা নিয়েছি। তারপর তফসিলী জাতির জন্য মডেল হাউসিং কলোনী করারও আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। তাতে মাটির এবং টিনের ছাউনি ঘর নির্মানের জন্য

প্রতি পরিবার পিছু আমরা ১৫ হাজার টাকা সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। আপনারা এ সমস্ত কোন পরিকল্পনা নেননি। উপরন্তু এ হাউসে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসত্য ভাষণ এখানে রাখছেন। স্যার, রক্তচোষা মাননীয় সদস্য নকুল দাস, যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের তফসিলী জাতির রক্ত চুষে যিনি চলেন, তিনি এখানে দাঁড়িয়ে বলছেন যে তফসিলী জাতির উন্নতির জন্য এ সরকার কোন পরিকল্পনা নেননি। উনাকে আমি বলতে চাই বাজেটতো আর পঞ্জিকা নয় যে সালসা থেকে টনিক থেকে শুরু করে মনমোহনী কবচ দেবে আপনাকে। এটা বাজেট। পি, এম. বাগ্‌চীর পঞ্জিকা নয়। স্যার, উনারা এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা বলছেন। মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা গতকাল এখানে বলেছেন যে গত এক মাসে কিডন্যাপিং-এর ঘটনা ঘটেছে ১৮টি। স্যার, এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে আজ পর্য্যন্ত ৪০ দিনের উপর হয়েছে। এ ৪০ দিনে কিডন্যাপিং-এর ঘটনা ঘটেছে মাত্র ২টি। যে ২টি কিডন্যাপিং-এর কেইস হয়েছে, তার মধ্যে একটি যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে আমরা উদ্ধার করেছি। অথচ উনারা এখানে এসে বলছেন ১৮টি কিডন্যাপিং-এর ঘটনা ঘটেছে। স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়দের জিজ্ঞেস করছি আপনারাই বলুন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের যে পার্টি অফিস আছে আগের মত সেগুলি বেদখল হয় কিনা? আমাদের মা, বোনেরা এখন রাত ৯/১০ টা পর্য্যন্ত ঘুরতে পারেন কিনা? এ নতুন সরকার আসার পর আপনাদের যে সমস্ত সাংবাদিক আছে তাদের উপর এখন অত্যাচার হয় কিনা? কর্মচারী এবং অফিসারদের উপর কোন অত্যাচার হয় কিনা? আমাকে একটা উদাহরণ দিন। সাধারণ আইন শৃঙ্খলা বলতে আপনারা কি বুঝেন? আমি আপনাকে (শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী) জিজ্ঞেস করছি যাকে চুংগা নেতা বলা হয়েছে, আমি আপনাকে দাদা ডাকি, আপনিই বলুন, একটা উদাহরণ দিন। আপনার স্ত্রী কে, আপনার বোন কে, আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন আইন শৃংখলা বলতে কি বুঝায়। কোথায় আপনারা এ, টি, টি, এফ লেলিয়ে দেবেন, সে এ, টি, টি, এফ কোথায় কি করবে সেটা দৈনন্দিন আইন শৃংখলার প্রশ্ন নয়। আইন শৃংখলা এখন ঠিক আছে কিনা সেটাই আপনারা জবাব দিন। আপনারা এ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, রুলিং পার্টি আপনাদেরকে সিকিউরিটি দেন না। আমরা দেই না এ কারণে যে আপনাদের সিকিউরিটি লাগে না। আমরা দেখতে চাই সিকিউরিটি ছাড়া আপনারা যদি চলেন কেউ আপনাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে কিনা। এ সরকার যতদিন আছে ততদিন এ রাজ্যের আইন শৃংখলা নষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই। আপনারাই বলুন, এখন চাঁদার জুলুম হয় কিনা? বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা কি চান-লেনিন, ষ্টালিন, মাও-সে-তুং-এর আমলের মতো হাজার হাজার লোক খুন হোক? লেনিন, ষ্টালিন, মাও-সে-তুং যেভাবে বিপ্লবের নামে লক্ষ লক্ষ লোককে মেরেছে আমরা এ রাজ্যটাকে সে জায়গায় নিয়ে যাই? অথবা ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে রাম রাজত্বে নিয়ে যাই? আমরা লেনিন, ষ্টালিনের যুগেও যেতে পারবে না আবার রাম রাজত্বেও যেতে পারব না। আমরা

এ রাজ্যটাকে কোনটাতেই নিয়ে যেতে পারব না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সময় প্রায় শেষ হয়ে এলো। আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত করব না। আমার বাকী বক্তব্য দফাওয়ারী আলোচনার সময় রাখব। আমি এ বাজেটে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব করজোরে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য এবং পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্যকে আপনারা এ ৪ বছরে একবারও সমর্থন করেন নি, এ বাজেটে সমর্থন করুন। আমি করজোরে বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ লক্ষ লোকের স্বার্থে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাতাবরণের জন্য আমি করজোরে অনুরোধ করছি আপনারা এ বাজেটকে সমর্থন করুন। আসুন আমরা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য কাজ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এ সভা আগামী ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৯১ ইং তারিখ, শনিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

(ANNEXURE-'A')

Admitted Starred Question No. 23

Name of Member :—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৮ ইং হইতে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কত হাজার উপজাতি জুমিয়াকে পূর্ণবাসন দেয়া হয়েছে ?	১। ১৯৮৮ ইং হইতে ১৯৯২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৪ হাজার ১ শত ৯৫টি পরিবারকে জুমিয়া পূর্ণবাসন দেয়া হয়েছে।
২। আগামী ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বৎসরে কত হাজার উপজাতি পরিবারকে পূর্ণবাসন দেয়া হবে ?	২। আগামী ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বৎসরে ৭শত ৬০টি পরিবারকে পূর্ণবাসন দেয়া হবে।
৩। তার মধ্যে মোহনপুর ব্লকের সুরেন্দ্রনগর, মাইট্যাবাড়ী, চান্দপুর গাঁওসভাতে নতুন পূর্ণবাসন দেয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	৩। পূর্ণবাসন প্রকল্প মহকুমা ভিত্তিক দেয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক করা হয়না। মহকুমা শাসক সুরেন্দ্রনগর, মাইট্যাবাড়ী, চান্দপুর পঞ্চায়েতগুলির প্রস্তাব পাঠালে বিবেচনা করা হতে পারে।

Admitted Starred Question No. 48

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে গ্রামীন দিন মজুর, খেত মজুরদের নূন্যতম মুজুরীর হার কত ?

উত্তর

১। রাজ্যে গ্রামীন দিন মজুরদের কোন মজুরী নির্দ্ধারন করা হয়নি। ক্ষেত মজুরদের বর্তমান দৈনিক মজুরীর হার ১৭.৮০ পয়সা।

প্রশ্ন

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে এই মজুরীর হার বাড়ানোর কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

উত্তর

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে ক্ষেত মজুরদের নূন্যতম মজুরীর হার নির্দ্ধারনের জন্য প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

প্রশ্ন

৩। না থাকিলে সরকার এই বিষয়ে কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 54

Name of M. L. A :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়গুলিকে up-grade করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ কি ?

৩। উক্ত আর্থিক বৎসরে নতুন J. B. School খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকিলে কবে থেকে কোথায় কোথায় খোলা হবে।

ANSWER

Education Minister : Shri Rabindra Debbarma

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হ্যাঁ।

৪। এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 81

Name of M. L. A. :- Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth Programme Department be pleased to state—

QUESTION

১। আগরতলার অদূরে বাধারঘাটে ষ্টেট ক্যাপিটেল স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নির্ম্মাণ কার্য্যে কত অর্থ ব্যয়িত হবে, এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কত অর্থ বরাদ্দ করেছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারই এই স্পোর্ট'স কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ এর শিল'ন্যাসও করেছিলেন ?

৩। সত্য হলে বর্তমানে ঐ শিলান্যাসটি ভেঙ্গে নতুন করে শিলান্যাস করার প্রয়োজন হল কেন ?

৪। রাজ্যে এরূপ আর কোন স্পোর্ট'স কমপ্লেক্স নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। আগরতলার অদূরে বাধারঘাটে, ষ্টেট ক্যাপিটেল স্পোর্ট'স কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কার্য্যে আনুমানিক দশ কোটি টাকা ব্যয়িত হতে পারে। উক্ত স্পোর্ট'স কমপ্লেক্স-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এখন পর্য্যন্ত কোন অর্থের বরাদ্দ হয়নি তবে State Capital Sports Complex এর Scheme এ অনুদানের সীমা ৪ কোটি টাকা।

২। ইহা সত্য নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 83

NAME OF M. L A. :- Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education (sports and youth programme) Department be pleased state—

QUESTION

১। এটা কি সত্য আগরতলা শহরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ যে ষ্টেডিয়ামটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন সেটাকে জোট সরকার বর্তমান কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জীকে দিয়ে পুনবায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়েছেন ?

২। রাজ্যের জোট সরকার আগরতলা ষ্টেডিয়াম ও sports complex এর কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কত টাকা দাবী করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে প্রস্তাব-এর উপর এখন পর্যান্ত কত টাকা আর্থিক বরাদ্দ দিয়েছেন, এবং

৩। যদি কোন প্রকার আর্থিক বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার না করে থাকেন তার কারণ কি ?

ANSWER

১। সত্য নয়।

২। জোট সরকার বঁাধারঘাট State Capital Sports Comp'ex নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুদান মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার হতে ঐ প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুইমিংপুল ও ইনডোর ষ্টেডিয়ামের নকশা ও পরিকল্পনা সহকারে নূতন করে প্রস্তাব পাঠাতে হইবে।

Admitted Starred Question No. 87

Name of M. L. A :- Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Enducation Department be pleased to state :

১। বর্তমানে রাজ্যের কোন্ কোন্ মহাবিদ্যালয়ে Pure Science চালু আছে ?

২। আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কোন মহাবিদ্যালয়ে Pure Science চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Minister-in-charge	Answer

১। এম , বি, বি কলেজ-আগরতলা, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়-কৈলাশহর, রামঠাকুর কলেজ-আগরতলা, এবং গর্ভনমেণ্ট ডিগ্রী কলেজ-খোয়াই।

২। বর্তমানে নেই।

Admitted Starred Question No. 95

Name of M. L. A :—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Education Department be pleased to state :

Question

১। এটা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বি, এ, বি, এস, সি, বি, কম, এম, এ, এম, এস, সি, এম, কম ইত্যাদি শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন উপজাতি প্রার্থীদের জন্য অনেক পদ এবং মিউজিক টিচার-এর পদ সংরক্ষিত অবস্থায় খালি পড়ে রয়েছে ?

২। সত্য হলে ঐ শূন্য পদগুলির সংখ্যা কত ?

৩। এটাও কি সত্য যে ঐ সব পদ পূরণ করার জন্য Special Recruitment Drive এবং Cabinet Sub-Committee কর্তৃক অনুমোদন করা সত্বেও অনেক উপজাতি প্রার্থীকে এখনও চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়নি ?

৪। সত্য হলে তার কারণ, এবং

৫। বর্তমানে মিউজিক টিচার-এর কয়টি পদ উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত অবস্থায় আছে ?

Minister-in-charge :	Answer

১।

২। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

৩।

৪।

৫।

Admitted Starred Question No. 113

Name of Member :- Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department be plaesed to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলতি আর্থিক বছরে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের নিকট জেলা পরিষদের প্রাপ্য রাজস্বের কত পরিমাণ জেলা পরিষদকে দেয়া হয়েছে ?	১। চলতি আর্থিক বছরে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের নিকট জেলা পরিষদের প্রাপ্য রাজস্বের সব টুকুই অর্থাৎ ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা জেলা পরিষদকে দেয়া হয়েছে।
২। কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর এ রাজস্ব দেয়া হয়েছে ?	২। শেয়ার অব টেক্সেস যথা (১) ল্যাণ্ড রেভিনিউ (২) প্রফেশনাল ট্যাকস (৩) ট্রেড এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট (৪) এগ্রিকালচার ও (৫) ফরেষ্ট বাবদ।
৩। দেওয়া না হয়ে থাকলে তার কারণ ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 119.

Name of the Hon'ble Member :- Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in-charge Social Education Department Minister of Smt. Biva Nath

QUESTION	ANSWER
১। এটা কি সত্য যে আগরতলার Minister quarter lane এ working women Hostel টি বন্ধ হয়ে আছে ?	১ এবং ২
২। যদি সত্য হয় তার কারণ এবং উক্ত বন্ধ হোষ্টেলটি পুনরায় চালু করার কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?	তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 125

Name of M. L. A. :—Shri Ratan Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the School Education Department be pleased to state.

Question

১। রাজ্যের সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে মিড-ডে মিল চালু আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে তার কারণ ; এবং

৩। অবিলম্বে মিড-ডে মিল চালু করার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবেন কি ?

Minister-in-charge : Shri Rabindra Deb Barma.

Answer

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অধীনস্থ ১৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাদে রাজ্যের Rural এলাকার সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু আছে।

২। জেলা পরিষদের অধীনে দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিতে খাদ্য সরবরাহকারীর অভাবে এবং নতুন মঞ্জুরীকৃত বিদ্যালয়ে mid-day-meal বন্ধ আছে।

৩। যথা শীঘ্র চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 149

Name of M. L. A. :—Shri Gouri Shankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question

১। এটা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমায় আরও একটি College স্থাপনের চিন্তাভাবনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister-in-charge	Answer

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 151

Name of M.L.A. :—Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের Hostel গুলিতে অবস্থানরত এস, টি, ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত Stipend পান না এ খবর সরকারের জানা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে তা নিরসনের জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩। না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

Ministar-ih-charge : Answer

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হোষ্টেলগুলিতে অবস্থানরত এস, টি, ছাত্ররা নিয়মিত Stipend পান না এ রকম খবর জানা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 153

Name of the Hon'ble Member :- Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state —

QUESTION	ANSWER
১। রাজ্যে ১৮টি ব্লকে মোট কতটি আই সি ডি, এস, প্রজেক্ট চালু আছে ?	১। রাজ্যের ১৮টি ব্লকেই ১৮টি আই, সি, ডি, এস প্রজেক্ট চালু আছে।
২। প্রজেক্ট গুলিতে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে কিনা ? না হয়ে থাকলে কতটি সুপারভাইজর-এর পদ খালি আছে এবং কবে নাগাদ তা নিয়োগ করা হবে আশা করা যায় ?	২। ১০২টি সুপারভাইজার পদের মধ্যে ৯৬ জন ঐ পদে বহাল আছেন। বাকী ৬টি পদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Question	Answer
৩। সুপারভাইজার এবং সিডিপিও নিয়োগের নিয়মনীতি কি কি ?	৩। সুপারভাইজার পদের খসড়া নিয়োগনীতি আছে। এই খসড়া নিয়োগ নীতির মাধ্যমে পদের ৪০ শতাংশ স্নাতক প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্যতা অনুসারে সরাসরি নিয়োগ করা হয়। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের মধ্যে থেকে যারা স্নাতক তাদের বিবেচনার মধ্যে আনা হয়। বাকী ৬০ শতাংশ পদ জুনিয়র এস, ই, ওদের মধ্যে থেকে সিনিয়রিটির মাধ্যমে ভিত্তিতে প্রমোশনের পূরণ করা হয়। সি, ডি, পি, ও পদের নিয়োগ নীতি আছে। এই নিয়োগ নীতির মাধ্যমে স্নাতক প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্যতা অনুসারে টি, পি, এস, সি, কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ পত্র দেয়া হয়। ১৯৯১ সালে উপরোক্ত নিয়োগ নীতির একটি সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তাহা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সংশোধনী প্রস্তাব নিম্নরূপ : সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ সংস্থান রাখা হয়েছে। কমন সিনিয়রিটির ভিত্তিতে আই, সি, ডি, এস, সুপারভাইজার আর এফ, এল, পি, সুপারভাইজার এবং এস, ই, ও (পুরুষ মহিলা) এর মধ্য থেকে সি, ডি, পি ও পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 155

Name of M. L A. :- Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Question	Answer
১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজ সমূহে কত সংখ্যক বিভিন্ন শিক্ষকের শূন্যপদ খালি পরে আছে ? (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ভিত্তিক হিসাব)।	১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ২২টি পদ খালি আছে। এর মধ্যে ৭টি পদ প্রফেসারের, ৬টি রিডারের এবং ৯টি পদ লেকচারারের। রাজ্যের বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজ সমূহে মোট ৩৫টি পদ খালি আছে। এগুলি তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত যথা :- ৯টি তফসিলী জাতির জন্য, ২৪টি তফসিলী উপজাতির জন্য এবং ২টি সাধারণ প্রার্থীদের জন্য।
২। এগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	

কলেজ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া হল :—

কলেজের নাম	GL.	ST.	SC.	Total
সোনামুড়া কলেজ	—	২	১	৩
বিলোনীয়া কলেজ	১	২	২	৫
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়	—	৩	২	৫
ফটিকরায় কলেজ	—	১	১	২
খোয়াই ডিগ্রী কলেজ	—	৩	—	৩
ধর্মনগর ডিগ্রী কলেজ	—	১	—	১
গভঃ কলেজ অব এডুকেশন	১	২	১	৪
অমরপুর ডিগ্রী কলেজ	—	২	—	২
সাব্রুম ডিগ্রী কলেজ	—	২	১	৩
উদয়পুর ডিগ্রী কলেজ	—	৩	—	৩
এম, বি, বি, কলেজ	—	৩	১	৪
	২	২৪	৯	৩৫

২। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত করেছেন। TPSC এর মাধ্যমে ডিগ্রী কলেজের পদগুলি পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়াতে পদগুলি শূন্য আছে। এবং পুনরায় পদগুলি পূরণের জন্য TPSC তে Requisition দেয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 173

Name of M. L. A :– Shri Brajamohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

Question	Answer
১। বিল্লানীয়া কলেজে ছাত্রাবাস চালু করার জন্য কোন ঘর নির্মাণের কাজ সরকার হাতে নিয়েছেন কিনা? এবং	১। হ্যাঁ।
২। যদি নিয়ে থাকেন তবে কবে নাগাদ ছাত্রাবাসটি চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়?	২। নির্মাণ কার্য্য শেষ হওয়া মাত্রই ছাত্রাবাসটি চালু করা হবে।

Admitted Starred Question No. 174

Name of Member :—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Labour Department be pleased to state :

Question	Answer
১। সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কর্মরত সাংবাদিক শ্রমিক কর্মচারীদের জন্যে বাচোয়াত কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?	১। বাচোয়াত Wage Board এর Recommendation কার্য্যকরী করার জন্য শ্রম দপ্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে ১৯৯১ সালে ছুটি ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা

Question	Answer
	করেন। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট সহযোগিতা না পাওয়া যাওয়ায় এ উক্ত দুটি বৈঠক সফল হয়নি। ভারত সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী এ recommendation কার্যকরী করার জন্য একটি ত্রি-পাক্ষিক কমিটি গঠন করার জন্য শ্রম দপ্তর উদ্যোগ নিচ্ছেন, কিন্তু সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকদের পুরোপুরি সহযোগিতার অভাবে ত্রি-পাক্ষিক কমিটি গঠন এখন সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
২। এটা কি সত্য রাজ্যে এ ধরনের কর্মরত সাংবাদিক, শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়োগপত্র ন্যূনতম বেতন প্রভৃতি সুযোগ সুবিধাগুলি কার্যকরী করা হচ্ছেনা।	Working Journalist & Other Newspaper Employees (Conditions of Service) Misc Act, 1955 অনুযায়ী সাংবাদিকদের নিয়োগপত্র দেয়ার ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ঠ কোন বিধান নেই। Minimum Wages Act, 1948 অনুযায়ী সংবাদপত্রে কর্মরত কর্মীদের জন্য কোন ন্যূনতম মজুরী ধার্য্য করা হয়নি। তবে এ সমস্ত কর্মীদের জন্য বাচোয়াত Wage Board এর সুপারিশকৃত সুনির্দ্দিষ্ঠ বেতনক্রম রয়েছে। Working Journalist & Other Nepspaper (Conditions of Service) Act, 1955 এর কোন ধারা লঙ্ঘনের সুনির্দ্দিষ্ঠ কোন অভিযোগ উক্ত কর্মীদের হতে শ্রম দপ্তর পায়নি।

Question	Answer
৩। যদি সত্য হয় তাহলে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 191

Name of Member :- Shri Gopal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state

Question	Answer
১। ১৯৯১-৯২ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য রাজ্য বাজেটে কত টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছিল ? এবং	১। ১৯৯১-৯১ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য ১৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা রাজ্য বাজেটে বরাদ্ধ করা হয়েছিল।
২। ১৯৯২ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্য সরকার এ, ডি, সি, কে কত টাকা রিলিজ করছে ?	২। ১৯৯২ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সরকার এ, ডি, সি কে প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশই জেলা পরিষদকে রিলিজ করেছেন।

Admitted Starred Question No. 198.

Name of the Hon'ble Member :- Shri Brajamohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Question	Answer
১। রাজ্যে বর্তমানে কতটি ব্লকে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প চালু আছে ?	১। রাজ্যে ১৮টি ব্লকেই ১৮টি আই. সি, ডি, এস. প্রকল্প চালু আছে।
২। এ সমস্ত প্রকল্পে মোট কতটি কেন্দ্রে কত জন বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন ?	২। এ সমস্ত প্রকল্পে মোট ১৯৫৫টি কেন্দ্রে ৩২৩২ জন কর্মী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন। তারমধ্যে ; অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী—১৯১৭ জন। সাহায্যকারী —১৫১৫ জন।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 201

Name of Member :- Shri Dinesh Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be plaesed to state—

QUESTION	ANSWER
১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের পাশ করা কোন্ কোন্ বিল রাজ্য সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ?	১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের পাশ করা মোট ১১টি বিল রাজ্য সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিলগুলির নাম যথাক্রমে :-
	(ক) দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (কনষ্টিটিওসন, ইলেক্শন এণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিজিনেস) (দশম সংশোধন) রুলস্—১৯৮৯।
	(খ) ঐ (একাদশ সংশোধন) রুলস্—১৯৯০।
	(গ) ঐ (দ্বাদশ সংশোধন) রুলস্— ১৯৯১।
	(ঘ) সেলারিজ, এলাউনসেস্ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চেয়ারম্যান, চীফ একজিকিউটিভ সদস্য, একজিকিউটিভ মেম্বার, এবং বিরোধী দলনেতা এবং বেতন ভাতা এবং পেনশন্ সদস্য ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস্ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল (ষষ্ঠ সংশোধন) রুলস্—১৯৯১।
	(ঙ) দি ত্রিপুরা এরিয়াস্ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ভূমি (বন্দোবস্ত এবং ব্যবহার) রুলস্—১৯৮৮।
	(চ) দি ত্রিপুরা এরিয়াস্ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট

Question	Answer
	কাউন্সিল (ভূমি এবং রাজস্ব) বিল ১৯৯১।
	(ছ) ত্রিপুরা এরিয়াজ অটোনমাস কাউন্সিল কণ্ট্রোল অব ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ড বিল—১৯৯১।
	(জ) ত্রিপুরা এরিয়াস্ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল কণ্ট্রোল মানি লেণ্ডিং রেগু-লেশন—১৯৯১।
	(ঝ) সার্ভিস রুলস্ অব দি ত্রিপুরা এরিয়াস্ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউনন্সিল—১৯৮৮।
	(ঞ) দি ত্রিপুরা এরিয়াস অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল মোটর ভেহিকেলস্-বোটস্ (টেক্সেসন) বিল—১৯৯১।
	(ট) দি ত্রিপুরা এরিয়াস অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গ্রুপ সেভিংস্ লিংক ইন্সুরেন্স —১৯৮৯
২। কি কি কারণে এ বিলগুলি অনুমোদন দিতে বিলম্বিত হচ্ছে ?	স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের পাশ করা বিল রাজ্য সরকারের অনুমোদনের কতগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়। যেমন কোন বিল রাজ্য সরকারে যে সকল দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের মতামত, আইন দপ্তরের মতামত চাওয়া হয়। উক্ত দপ্তরগুলির মতামত পাওয়ার পর জেলা পরিষদকে পুনরায় তাদের মতামত দেয়ার জন্য বলা হয়। ঐ সকল প্রক্রিয়াগত কারণে বিলম্ব হয়।

Question	Answer
৩। এটা কি সত্য যে ভূমি সংক্রান্ত বিলটি রাজ্য সরকার অনুমোদন না দেয়ায় জেলা পরিষদের এলাকায় জুমিয়াদের ভূমি বন্দোবস্তের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে ?	৩। উক্ত বিলটি সম্বন্ধে জেলা পরিষদের মতামত পাওয়ার পর জানা যাবে ভূমি বন্দোবস্ত দিতে অসুবিধা হয় কিনা।
৪। যদি সত্যি হয় রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?	৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৪নং প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 207

Name of M.L.A. :—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question	Answer
১। এটা কি সত্য যে, সরকার ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত রাজ্যের বিদ্যালয় সমূহে 'এন, সি, ই, আর, টি' এ পাঠ্যবই বঙ্গানুবাদ করে চালু করেছেন ?	১। সত্য নহে ;
২। যদি সত্য হয়ে থাকে, ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের মানের বাস্তব অবস্থার সাথে এসব বইয়ের সঙ্গতি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল কিনা ; এবং	২। প্রশ্ন উঠে না ;
৩। পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকলে তা কিরূপে করা হয়েছিল ?	৩। প্রশ্ন উঠে না ?

Admitted Starred Question No. 212

Name of M. L. A :— Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be

pleased to state :

Question	Answer
১। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্য্যমনিনগরে নব নির্মিত বাড়ীতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন কিনা ?	১। হ্যাঁ ।
২। যদি করে থাকেন তবে কবে পর্যন্ত তা স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা যায় ? এবং	২। ১৯৯২-৯৩ ইং শিক্ষাবর্ষে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩। যদি না করে থাকেন, তার কারণ ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 216

Name of M. L. A. :—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question	Answer
১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে ?	১। বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, ইতিহাস, সংস্কৃত, অর্থশাস্ত্র, অংক, জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইংরাজী ও বাণিজ্য বিষয় সমূহে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।
২। আরও কি কি বিষয় চালু করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ; এবং	২। তিনটি যথা :- ভূগোল, দর্শনশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩। কোন্ কোন্ বিষয়ে এখানে গবেষনার সুযোগ রয়েছে ?	৩। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৭ (সাত)টি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে যথা :- ১) জীবন বিজ্ঞান ২) রসায়ন বিজ্ঞান ৩) গনিতশাস্ত্র ৪) অর্থশাস্ত্র ৫) ইতিহাস ৬) বাংলা ৭) সংস্কৃত।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 33

Name of Member :—Shri Diba Ch. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

Question	Answer
১। ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কতগুলি গরীব উপজাতি সম্প্রদায়কে এবং পরিবারকে ল্যাণ্ড পারচেজ স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে, প্রতিটি মহকুমার ব্লকভিত্তিক (বেনিফিসারিদের নামসহ মাথা পিছু বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব) ?	১। ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার যে সকল গরীব উপজাতি পরিবারকে ল্যাণ্ড পারচেজ স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে। তাহার হিসেব নিম্নরূপ :-

মহকুমার নাম : সাব্রুম

ক্রমিক নং	উপকৃত উপজাতি পরিবারের নাম	বৎসর ১৯৯০-৯১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪
১।	শ্রীমতী ধনাবালা চাকমা পিতা—মৃত ভবনকৃষ্ণ চাকমা গ্রাম—শিলাছরি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
২।	শ্রীপূর্ণ ত্রিপুরা, পিতা—জগৎচন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম—পূর্ব জলাফা।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৩।	শ্রীবফত ত্রিপুরা, পিতা—ধনচন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম—উত্তর বিজয়পুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৪।	শ্রীপদ্মকুমার ত্রিপুরা, পিতা—মৃত পরশুরাম ত্রিপুরা, গ্রাম—পশ্চিম জলাফা।	১৯৯১-৯২	২৫,০০০ টাকা।
৫।	শ্রীসাধুং মগ, পিতা—মৃত মাসি মগ, গ্রাম—ডোলবাড়ী।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৬।	শ্রীনন্দলাল চাকমা, পিতা—শ্রীদেবেন্দ্র চাকমা গ্রাম—নাজিকান্ত পাড়।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭।	শ্রীবিমল ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীবিন্দু ত্রিপুরা, গ্রাম—নিশিকান্ত পাড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৮।	শ্রীরমনীকুমার ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীচাকতাই ত্রিপুরা, গ্রাম—চাতক ছড়ি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯।	শ্রীঅশ্বিনী ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীসেবা চন্দ্র ত্রিপুরা গ্রাম—পূর্ব লুধুয়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১০।	শ্রীমনিয়া ত্রিপুরা পিতা—শ্রীমঙ্গল ত্রিপুরা গ্রাম—হারবাটালি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১১।	শ্রীউপেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীবিশ্বকুমার ত্রিপুরা, গ্রাম—পূর্ব লুধুয়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
১২।	শ্রীউষা মগ, পিতা—মৃত অভী মগ, গ্রাম—পূর্ব সাক্রুম।	১৯৯১-৯২	২৫,০০০ টাকা।
১৩।	শ্রীমাছর মগ, পিতা—শ্রীচগ্য মগ, গ্রাম—পূর্ব সাক্রুম।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১৪।	শ্রীচকরা মগ, পিতা—শ্রীচগ্য মগ, গ্রাম—পূর্ব সাক্রুম।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১৫।	শ্রীমাচতাই মগ, পিতা—মৃত পায় মগ, গ্রাম—পূর্ব সাক্রুম।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১৬।	শ্রীকালা মগ, পিতা—শ্রীছাগিয়া মগ, গ্রাম—পূর্ব সাক্রুম।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১৭।	শ্রীকৃষ্ণমোহন ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীধর্মচন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম—ছইলাইটাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১৮।	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীতসিরাম ত্রিপুরা গ্রাম—ছইলাইটাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১৯।	শ্রীসুধং মগ, পিতা—মৃত আংফ্রু মগ, গ্রাম—মনুবঙ্কুল।	,,	২৫,০০০ টাকা।
২০।	শ্রীরথীকুমার ত্রিপুরা, পিতা—মৃত সুধন ত্রিপুরা, গ্রাম—গরিফা।	,,	১৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
২১।	শ্রীঅমিয় চাকমা, পিতা – শ্রীপ্যারী চাকমা, গ্রাম – শুকনাছড়ি।	,,	২৫,০০০ টাফা।
২২।	শ্রীব্রত সিং ত্রিপুরা, পিতা— শ্রীসত্যেন্দ্র ত্রিপুরা গ্রাম—চাতকছড়ি।	,,	২৫.০০০ টাকা।
২৩।	শ্রীফারুলি মগ পিতা—শ্রীরেফরু মগ গ্রাম—দক্ষিণ মনু বঙ্কুল।	,,	২৫,০০০ টাকা।
২৪।	শ্রীতারন ত্রিপুরা পিতা—মৃত কাশী ত্রিপুরা গ্রাম—চাতকছড়ি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
	মহকুমার নাম :- খোয়াই		
২৫।	শ্রীরঞ্জিত দেববর্ম্মা পিতা—শ্রীহরেকৃষ্ণ দেববর্ম্মা গ্রাম—উত্তর রামচন্দ্রঘাট।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
২৬।	শ্রীঅমূল্য দেববর্ম্মা পিতা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা গ্রাম—পশ্চিম বাছিবারি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
২৭।	শ্রীবিশ্বমনি দেববর্মা পিতা—মৃত নাগরাই দেববর্মা গ্রাম—পূর্ব রামচন্দ্রঘাট।	,,	২৫,০০০ টাকা।
২৮।	শ্রীস্বপনকুমার দেববর্মা পিতা—শ্রীসুরেশ দেববর্ম্মা গ্রাম—পূর্ব রামচন্দ্রঘাট।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
২৯।	শ্রীশচীন্দ্র দেববর্ম্মা পিতা—মৃত গুরুচরণ দেববর্মা গ্রাম— পূর্ব চাম্পাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৩০।	শ্রীবাঙ্গু দেববর্মা পিতা—মৃত বুলুমঙ্গল দেববর্মা গ্রাম – পূর্ব চাম্পাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৩১।	শ্রীদিগেন্দ্র দেববর্মা পিতা—শ্রীকাতরামোহন দেববর্ম্মা গ্রাম—বেলছড়া	,,	২৫,০০০ টাকা।
৩২।	শ্রীশুকদেব দেববর্মা পিতা— মৃত বসন্ত দেববর্মা গ্রাম—আখাওবারি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৩৩।	শ্রীসুখেন্দ্র দেববর্মা পিতা— শ্রীশম্ভুরাম দেববর্মা গ্রাম—লক্ষীনারায়ণপুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
মহকুমার নাম :-	বিলোনীয়া		
৩৪।	শ্রীমঙ্গলজয় মগ পিতা– মৃত আনখ্যজয় মগ গ্রাম—পাজাপুর।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৩৫।	শ্রীমতি খেমুং মগিনী স্বামী—শ্রীমেংটা মগ গ্রাম—পাজাপুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৩৬।	শ্রীবতী মগ, পিতা—মৃত তোয়াইবাই মগ, গ্রাম—পাজাপুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৩৭।	শ্রীজামীরুং ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ত্রিপুরা গ্রাম—চম্পকনগর।	১৯৯১-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৩৮।	শ্রীতোয়াইংফ্রু মগ, পিতা—মৃত মঙ্গছত্র মগ গ্রাম—দক্ষিণ তাকমাছড়া।	,,	২[illegible],০০০ টাকা।
৩৯।	শ্রীব্রফমপদ নোয়াতিয়া, পিতা—শ্রীবুদ্ধিকুমার নোওয়াতিয়া, গ্রাম—দক্ষিণ তাকমাছড়া।	,,	২[illegible],০০০ টাকা।
৪০।	শ্রীমতি আলোতি ত্রিপুরা. স্বামি—মঙ্গজয় ত্রিপুরা, গ্রাম—উত্তর ভারতচন্দ্র নগর।	,,	১৫,০০০ টাকা।
৪১।	শ্রীজমিরাই ত্রিপুরা পিতা—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ত্রিপুরা গ্রাম—চম্পকনগর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৪২।	শ্রীরামজয় ত্রিপুরা, পিতা—মৃত লহরী ত্রিপুরা গ্রাম—কাশীরাই আর এফ।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৪৩।	শ্রীচন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীপুঞ্জিরাই ত্রিপুরা গ্রাম - কাশীরাই আর এফ।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৪৪।	শ্রীমতি শান্তি ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীরতিসেন ত্রিপুরা গ্রাম—দক্ষিণ হিতাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৪৫।	শ্রীসুধন্য ত্রিপুরা, পিতা—শ্রীধর্মরাম ত্রিপুরা গ্রাম—পূর্ব পিলাক।	,,	২[illegible],০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৪৬।	শ্রীমতী সুমিলাতি ত্রিপুরা স্বামী—কুচিয়া ত্রিপুরা গ্রাম—পূর্ব পিলাক।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৪৭।	শ্রীধর্মকান্ত ত্রিপুরা পিতা—মৃত বায়ুজয় ত্রিপুরা গ্রাম—গ্রাম শিবপুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৪৮।	শ্রীজনরাম রিয়াং, পিতা—মৃত ধমবারাই রিয়াং গ্রাম—রাজাম্পর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
	মহকুমার নাম—অমরপুর।		
৪৯।	শ্রীপতিসাধন জমাতিয়া পিতা—মৃত কালীকৃষ্ণ জমাতিয়া, গ্রাম—গঙ্গী।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫০।	শ্রীবিপদসাধন জমাতিয়া, পিতা—মৃত জুগলসাধন জমাতিয়া গ্রাম—রাঙ্গামটি।	,,	১৫,০০০ টাকা।
৫১।	শ্রীপবিত্র দেববর্মা পিতা—শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম—পশ্চিম সারবং।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫২।	শ্রীবিশ্বনাথ জমাতিয়া পিতা—শ্রীযোগেন্দ্র জমাতিয়া গ্রাম—পশ্চিম সারবং।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫৩।	শ্রীবীরহরি জমাতিয়া পিতা—শ্রীকরন্দকুমার জমাতিয়া গ্রাম—ডালাক।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৫৪।	শ্রীবাসন্তি রিয়াং, পিতা—মৃত পুবেজয় রিয়াং গ্রাম—পাহাড়পুর।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৫৫।	শ্রীমতী নালবতী রিয়াং, পিতা—মৃত গঙ্গাজয় রিয়াং গ্রাম—পশ্চিম করবুক।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫৬।	শ্রীমতী রতীরুং রিয়াং, পিতা—মৃত পূর্ণজয় রিয়াং, গ্রাম—পশ্চিম ইকছড়ি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫৭।	শ্রীটাবজিরয় রিয়াং, পিতা—মৃত কামতালা রিয়াং, গ্রাম—কালাজারি আর, এফ।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫৮।	শ্রীতানকর রায় রিয়াং, পিতা—মৃত তাং বাহাদুর রিয়াং গ্রাম—পাহাড়পুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৫৯।	শ্রীনাতিনরায় রিয়াং, পিতা—মৃত সিংগঙ্গা রিয়াং, গ্রাম—পাহাড়পুর।	,,	১৫,০০০ টাকা।
	মহকুমার নাম :—কৈলাশহর।		
৬০।	শ্রীবিমল দেববর্মা পিতা—শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম—ফটিকরায়।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৬১।	শ্রীবিজন দেববর্ম্মা, পিতা—শ্রীজিতেন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম—পঞ্চনগর।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৬২।	শ্রীভিঙ্গি ডারলং, পিতা—শ্রীমিরসু ডিং ডারলং গ্রাম—দেওড়াছড়া।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৬৩।	শ্রীশিয়ামা ডারলং পিতা—শ্রীরাইচাঙ্গা ডারলং গ্রাম—চিনিবাগান।	১৯৯১-৯২	২৫,০০০ টাকা।
৬৪।	শ্রীলালফাম কিমা ডারলং, পিতা—শ্রীলিয়ানা ডারলং গ্রাম—চিনিবাগান।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৬৫।	শ্রীভনরাম ডিঙ্গা ডারলং, পিতা—শ্রীরুইসুজালিনা ডারলং গ্রাম—দেওড়াছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৬৬।	শ্রীলালহোয়াকি ডারলং, পিতা—শ্রীতানলিয়ানা ডারলং গ্রাম—চিনিবাগাম।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৬৭।	শ্রীশান্তিরঞ্জন চাকমা পিতা—শ্রীচিত্রাসেন চাকমা গ্রাম—লালছড়া।	,,	১৫,০০০ টাকা।
৬৮।	শ্রীআদিচন্দ্র চাকমা পিতা—মৃত সুকরামনি চাকমা, গ্রাম—দেবাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৬৯।	শ্রীসুরেশপতি চাকমা পিতা—মৃত নিশিচন্দ্র চাকমা গ্রাম—দেবাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭০।	শ্রীধনেশ্বর চাকমা, পিতা—শ্রীবিনন্থ্যা চাকমা, গ্রাম—দেবাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৭১।	শ্রীভূপেন্দ্র চাকমা, পিতা - মৃত মগলাকান্ত চাকমা, গ্রাম—সোনামুড়া।	১৯৯১-৯২	১৫,০০০ টাকা।
৭২।	শ্রীগোলুধন দেববর্মা, পিতা—শ্রীসত্যকি দেববর্মা, গ্রাম—ধনবিলাস।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭৩।	শ্রীজহরলাল দেববর্ম্মা পিতা—শ্রীআচমনি দেববর্মা, গ্রাম—ফুলতলি।	,	১৫,০০০ টাকা।
৭৪।	শ্রীদয়ামোহন চাকমা। পিতা মৃত মঙ্গলা চাকমা, গ্রাম—দেবাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭৫।	শ্রীউপেন্দ্র চাকমা পিতা—পিতিয়া চাকমা গ্রাম—দেবাছড়া।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭৬।	শ্রীবিরেন্দ্র দেববর্মা পিতা—মৃত বিশ্বমনি দেববর্মা গ্রাম—ছাগলডেমা।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭৭।	শ্রীনগেন্দ্র দেববর্মা পিতা—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। গ্রাম—রাঙ্গরুং।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭৮।	শ্রীবাহাইরাত দেববর্মা পিতা—শ্রীরাসমোহন দেববর্মা গ্রাম—রাংরুং।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৭৯।	শ্রীতপন দেববর্ম্মা পিতা—শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম - রাংরুং।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৮০।	শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা পিতা—শ্রীঅনিশিং দেববর্ম্মা গ্রাম—রাংরুং	১৯৯১-৯২	২৫,০০০ টাকা।
৮১।	শ্রীদীনেশ দেববর্মা পিতা—মৃত কৃষ্ণ দেববর্ম্মা গ্রাম—ফুলতলী।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৮২।	শ্রীকমল দেববর্ম্মা পিতা—মৃত রাজকুমার দেববর্মা গ্রাম—ফুলতলী।	,,	২৫,০০০ টাকা।

মহকুমার নাম :- সদর

৮৩।	শ্রীঅঞ্জরাই দেববর্মা পিতা—মৃত বৈশাখ দেববর্মা গ্রাম—গুজামুড়া।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৮৪।	শ্রীলক্ষণ দেববর্মা পিতা—শ্রীমোহন দেববর্মা গ্রাম—বড়কাঠাল।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৮৫।	শ্রীজীবন দেববর্মা পিতা—চন্দ্রমনি দেববর্মা গ্রাম—বড়কাঠাল	,,	২৫,০০০ টাকা।
৮৬।	শ্রীকান্তামনি দেববর্মা পিতা—শ্রীহরেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম—দরিথাল।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৮৭।	শ্রীঅনিল দেববর্মা পিতা—মৃত যোগেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম—দরিথাল।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৮৮।	শ্রীমতি পুষ্পরাই দেববর্ম্মা স্বামী—শ্রীবীরেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম—দরিথাল।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
	মহকুমার নাম :- উদয়পুর		
৮৯।	শ্রীবালবাহাদুর জমাতিয়া পিতা—মৃত ঈশ্বরলাল জমাতিয়া গ্রাম—পূর্ব ব্রজেন্দ্রনগর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯০।	শ্রীসুপতা চৈরান পিতা—শ্রীসতিস চৈরান গ্রাম—পিমগপুরকাশি।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯১।	শ্রীডুডরায় রিয়াং পিতা—মৃত সুচনারায় রিয়াং গ্রাম—দক্ষিণ চন্দ্রপুর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯২।	শ্রীলাপহা রিয়াং পিতা—শ্রীরুপজয় রিয়াং গ্রাম—চন্দ্রপুর আর, এফ।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯৩।	শ্রীসদাকুমার জমাতিয়া পিতা—মৃত জগপদ জমাতিয়া গ্রাম—দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯৪।	শ্রীমতি কনামতি জমাতিয়া স্বামী—শ্রীগোলকসাধন জমাতিয়া গ্রাম—পবিত্ররাম বাড়ী।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯৫।	শ্রীজনমনি জমাতিয়া, পিতা—মৃত নাসিদ্ধমনি জমাতিয়া গ্রাম—দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর।	,,	২৫,০০০ টাকা।

১	২	৩	৪
৯৬।	শ্রীমতী তরনীবালা জমাতিয়া স্বামী—মৃত চিন্তাকুমার জমাতিয়া গ্রাম—দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর।	১৯৯০-৯১	২৫,০০০ টাকা।
৯৭।	শ্রীপুষ্প মারাক পিতা—মৃত কৃষ্ণ মারাক গ্রাম—পুস্করিনী।	১৯৯১-৯২	২৫,০০০ টাকা।
৯৮।	শ্রীরানতেস মারাক পিতা—শ্রীসজেন্দ্র মারাক গ্রাম—পুস্করিনী।	,,	২৫,০০০ টাকা।
৯৯।	শ্রীউত্তমজয় রিয়াং পিতা—শ্রী আলমপাই রিয়াং গ্রাম—পুস্করিনী।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১০০।	শ্রীগোলকরাম মালসুম পিতা—শ্রীনিকুঞ্জ মালসুম গ্রাম—কাচিগাঙ্গ আর, এফ।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১০১।	শ্রীশ্যামাপদ জমাতিয়া স্বামী—মৃত প্রেমাপদ জমাতিয়া গ্রাম—কাচিগাঙ্গ আর, এফ।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১০২।	শ্রীগঙ্গাকুমার জমাতিয়া পিতা—মৃত কাশিনাথ জমাতিয়া গ্রাম—বাগমা।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১০৩।	শ্রীবিপ্রপদ জমাতিয়া পিতা—শ্রীবুদ্ধজয় জমাতিয়া গ্রাম—কাপিলং।	,,	২৫,০০০ টাকা।
১০৪।	শ্রীকাপিপদ মালসুম পিতা—শ্রীবমবগ্য মালসুম গ্রাম—কাপিলং।	,,	২৫,০০০ টাকা।

Quention	Answer
১। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে আরও কতজন বেনিফিসিয়ারীকে ল্যাণ্ড পারচেজ স্কীমের আওতায় আনা হবে ?	১। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে ৮০ জন উপজাতি পরিবারকে উক্ত স্কীমের আওতায় আনার জন্য লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 35

Name of M. L. A :– Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question	Answer
১। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯৯২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নতি করা হয়েছে ?	১। একানব্বইটিকে।
২। একই সময়ে রাজ্যের কটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে বা হাইস্কুলে উন্নতি করা হয়েছে ? এবং	২। পঁচাত্তরটিকে।
৩। উল্লেখিত সময়ে রাজ্যে কটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে ?	৩। বাইশটি।

Admitted Un-starred Question No. 39

Name of Member :—Shri Nakul Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state.

Question	Answer
১। চলতি আর্থিক বছরে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমায় মোট কতজন তফসিলী জাতির রোগীকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে কত টাকা দেয়া হয়েছে ?	১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Question	Answer
২। ঐ সব টাকা বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ;	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এ প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হবে।
৩। রোগী ছাড়া অন্য কোন কোন্ বিষয়ে নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা খরচ করা হয়েছে (তার বিভাগ ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক হিসাব)	৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 46

Name of Member :- Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be plaesed to state.

Question	Answer
১। বর্তমানে রাজ্যের সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড দ্বারা কয়টি মহিলা সমিতি পরিচালিত হয়ে থাকে। (ব্লকভিত্তিক হিসাব) ?	১। ২৬৮টি মহিলা সমিতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ব্লক ভিত্তিক মহিলা সমিতির হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল :

১।	মাতাবাড়ী ব্লক	—১৫টি
২।	রাজনগর ব্লক	—২০টি
৩।	বগাফা ব্লক	—১৩টি
৪।	ডুম্বুরনগর ব্লক	—২টি
৫।	গণ্ডাছড়া ব্লক	—২টি
৬।	মেলাঘর ব্লক	—৫টি
৭।	তেলিয়ামুড়া ব্লক	—২৪টি
৮।	খোয়াই ব্লক	—১২টি
৯।	বিশালগড় ব্লক	—৩৪টি
১০।	মোহনপুর ব্লক	—৩০টি
১১।	জিরাণীয়া ব্লক	—১৮টি

Question	Answer
	১২। জম্পুইজলা সাব ব্লক —৫টি ১৩। সালেমা ব্লক —৪টি ১৪। কাঞ্চনপুর ব্লক —২টি ১৫। পানিসাগর ব্লক —২৪টি ১৬। কুমারঘাট ব্লক —১৫টি ১৭। পৌরসভা এলাকা ৪৫টি মোট —২৬৮টি
২। উক্ত মহিলা সমিতিগুলির মধ্যে কয়টি উপজাতি মহিলা সমিতি আছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।	২। ৭টি ব্লক ভিত্তিক হিসাব জুড়ে দেয়া হল : ১। জিরাণীয়া ব্লক —১টি ২। জম্পুইজলা সাব ব্লক —১টি ৩। বিশালগড় ব্লক —১টি ৪। মোহনপুর ব্লক —১টি ৫। মেলাঘর ব্লক —১টি ৬। কাঞ্চনপুর ব্লক —১টি মোট—৭টি
৩। মহিলা সমিতিগুলির কাজ কি কি?	মহিলা সমিতির মাধ্যমে যে কাজগুলি সাধারণতঃ করা হয় তা হলো : ক) মহিলা মণ্ডল : মহিলা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল, মহিলাদের হস্তশিল্প, দুঃস্থা মহিলা/মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য, বিধবা মহিলা, দুঃস্থা মহিলাদের জন্য সামাজিক অর্থকরী প্রকল্প, শিশুদের পাঠাগার, শিশুদের বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য, সঙ্গীত

Question	Answer
	শিক্ষাকেন্দ্র, চিত্রাঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র. মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি।
৪। মহিলা সমিতিগুলির মাধ্যমে চলতি আর্থিক বছরে কত টাকা খরচের ব্যয় বরাদ্দ ছিল এবং ৫। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ৯২ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে।	৪ এবং ৫ মোট ৪৩,৫৭,৭৩৫ টাকা ১৯৯১-৯২ সালের বাজেটে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার মধ্যে মোট ১৬,৭৩,৩৪১ টাকা ১৯৯১-৯২ সালে সেন্ট্রাল সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে মঞ্জুর পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন সমিতিতে বণ্টন করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 47

Name of M.L.A. :—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question	Answer
১। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল সমূহে (প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) কতগুলি শিক্ষকের শূন্যপদ দীর্ঘদিন যাবত খালি পড়ে আছে (স্কুল ভিত্তিক হিসাব)	১। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।
২। এগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	২। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No. 53

Name of Member :- Shri Ratan Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S. C. Welfare Department

be pleased to state—

Question	Answer
২। ও, বি, সি ভুক্ত জাতি গোষ্ঠির জনগণের স্বার্থে ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে যে ৯০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্ধ হয়েছিল তার মধ্যে কত টাকা কোন্ কোন্ খাতে কিভাবে খরচ করা হয়েছে।	১। বিস্তাবিত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। যদি খরচ না হয়ে থাকে তবে তার কারণ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 55

Name of Member :- Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

Question	Answer
১। রাজ্যে বর্তমান রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কত ও তাদের নাম।	১। রাজ্যে বর্তমানে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ১৮০টি। এবং তাহাদের নাম নিম্নে দেয়া হল :

১। ত্রিপুরা চা মজতুর ইউনিয়ন।
২। ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক সংঘ।
৩। ত্রিপুরা টি এমপ্লোয়ীজ ইউনিয়ন।
৪। ত্রিপুরা গর্ভমেণ্ট প্রেস এমপ্লোয়ীজ ইউনিয়ন।
৫। ত্রিপুরা বাস সেণ্ডিকেট।
৬। সংযুক্ত দোকান কর্মচারী সমিতি।
৭। ত্রিপুরা সিনেমা ওয়ার্কস এসোসিয়েশন।
৮। ত্রিপুরা টি ওয়ার্কস ইউনিয়ন।
৯। ধর্মনগর রিটেলার্স সপ ওনার্স এসোসিয়েশন।
১০। ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়ন।
১১। অল ত্রিপুরা মার্চেণ্ট এসোসিয়েশন।
১২। ওয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন ওয়ার্কস ইউনিয়ন

Question	Answer
	১৩। ত্রিপুরা রাজ্য চা মজত্বর ইউনিয়ন।
	১৪। ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি।
	১৫। নিখিল ত্রিপুরা রাজমিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১৬। ও, এন, জি ,সি এমপ্লোয়ীজ ইউনিয়ন।
	১৭। ত্রিপুরা গর্ভমেণ্ট প্রেস ওয়ার্কস ইউনিয়ন।
	১৮। ত্রিপুরা কিষান ক্ষেত্র মজত্বর ইউনিয়ন।
	১৯। ত্রিপুবা স্পান-পাইপ ওয়ার্কস ইউনিয়ন।
	২০। ত্রিপুরা রাজ্য রাইসমিল ওয়ার্কস ইউনিয়ন।
	২১। ত্রিপুরা মেকানিক্যাল ওয়ার্কস ইউনিয়ন।
	২২। নিখিল ত্রিপুরা মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন।
	২৩। এপ্যাক্স মার্কেটিং কোপারেটিভ এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	২৪। ত্রিপুরা রোড ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	২৫। ত্রিপুরা দিন মজত্বর সংঘ।
	২৬। আগরতলা ফুটপাত হর্কাস ইউনিয়ন।
	২৭। ত্রিপুরা কো-পারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	২৮। ত্রিপুরা ষ্টেট কোপারেটিভ ব্যাংক সুপার ভাইসার ষ্টাফ এসোসিয়েশন।
	২৯। ত্রিপুরা জুটমিল ওয়ার্কস ইউনিয়ন।
	৩০। ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৩১। ত্রিপুরা বোর্ড অব-সেকেণ্ডারী এডুকেশন এমপ্লোয়ীজ।
	৩২। ত্রিপুরা চটকল কর্মী সমিতি।
	৩৩। ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৩৪। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ উৎপাদক শ্রমিক সংঘ।
	৩৫। ত্রিপুরা বেকারী কর্মী ও হর্কাস ইউনিয়ন।

Question	Answer
	৩৬। ত্রিপুরা ফরেষ্ট কর্পোরেশন এমপ্লোয়ীজ ইউনিয়ন।
	৩৭। ত্রিপুরা চা মজতুর সংঘ।
	৩৮। ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলোম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্রেপ্ট ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৩৯। ইউনিয়ন ব্যাংক অব এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন
	৪০। ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাংক অব বরোদা এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৪১। ত্রিপুরা বাস এসোসিয়েশন।
	৪২। ত্রিপুরা ঠেলা শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৪৩। অল ত্রিপুরা খাদি বোর্ড এমপ্লোয়ীজ ইউনিয়ন।
	৪৪। ইটবাট্টা মজতুর ইউনিয়ন।
	৪৫। ত্রিপুরা এলোমিনিয়াম ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৪৬। ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সেণ্ডিকেট।
	৪৭। অল ত্রিপুরা ল্যাম্পস এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৪৮। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্পকর্মী ইউনিয়ন।
	৪৯। ত্রিপুরা ইলেকট্রিকেল কনট্রাক্টরস এসোসিয়েশন।
	৫০। ত্রিপুরা শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৫১। ও. এন জি. সি, মজুর ইউনিয়ন।
	৫২। নলগড়িয়া রিক্সাচালক ইউনিয়ন।
	৫৩। ত্রিপুরা ক্যামিকেল ফারমাসিক্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন
	৫৪। এফ, সি, আই শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৫৫। আগরতলা আইস্ এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৫৬। ত্রিপুরা রাজ্য দিনমজুর ইউনিয়ন।
	৫৭। ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৫৮। আগরতলা শীল সমিতি।
	৫৯। হলিক্রস নন্-টিচিং এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৬০। ত্রিপুরা গ্রামীন মজতুর সংঘ।

Question	Answer
	৬১। রোলিং মিল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৬২। ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটার এসোসিয়েশন।
	৬৩। দি ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মেকানিক্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৬৪। ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৬৫। ত্রিপুরা রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন।
	৬৬। ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৬৭। প্রফেশনাল টাইপিষ্টস্ এসোসিয়েশন।
	৬৮। ত্রিপুরা শাল রিপেয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৬৯। ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৭০। গভর্ণমেণ্ট এমপ্লোয়ীজ অরগেনাইজেশন।
	৭১। নেতাজী সুভাষ ফুটপাত হকার্স এসোসিয়েশন।
	৭২। টি. আর. টি সি. শ্রমিক কর্মচারী যৌথ কমিটি।
	৭৩। ত্রিপুরা ফার্মাসিক্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৭৪। সারা ত্রিপুরা কেরোসিন হকার্স ইউনিয়ন।
	৭৫। ত্রিপুরা অগ্রগামী টিউব-ওয়েল শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৭৬। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্টস্ এসোসিয়েশন।
	৭৭। ত্রিপুরা চাক্কি মিল এসোসিয়েশন।
	৭৮। সরকারী শিল্প শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন।
	৭৯। ত্রিপুরা কাষ্ঠশিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৮০। মধু সূর্য্য রাজলক্ষ্মী প্যাক্স কর্মচারী সমিতি।
	৮১। লিচু বাগান বেকারী দিন মজুর ইউনিয়ন।
	৮২। ত্রিপুরা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি সচিব ইউনিয়ন।
	৮৩। অল ত্রিপুরা কনট্রাক্টরস এসোসিয়েশন।
	৮৪। ত্রিপুরা টিন শিল্পী সমিতি।
	৮৫। বিলোনীয়া রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৮৬। শ্রমিক সমিতি।
	৮৭। নেতাজী মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি।
	৮৮। উদয়পুর ট্রাক ওনার্স সেণ্ডিকেট।

Quention	Answer
	৮৯। অগ্রগামী ক্ষুদ্র সব্জি ব্যবসায়ী সমিতি।
	৯০। দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিসার্স এসোসিয়েশন।
	৯১। ত্রিপুরা প্যাক্স এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	৯২। নন্দননগর স্কুল চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।
	৯৩। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন।
	৯৪। ত্রিপুরা প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৯৫। ত্রিপুরা রিক্সা কর্মী সমিতি।
	৯৬। ত্রিপুরা ও, এন, জি, সি, শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৯৭। উদয়পুর ফুড গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৯৮। হিমালয়ান ড্রাগন শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৯৯। ত্রিপুরা চট শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১০০। ত্রিপুরা প্রেস ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন।
	১০১। ত্রিপুরা মার্কেটিং কো-অপারেটিভ এমপ্লোয়ীজ ইউনিয়ন
	১০২। ত্রিপুরা কফি শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১০৩। পাবলিক হেলপার্স এসোসিয়েশন।
	১০৪। ও এন. জি, সি. দিন মজতুর ইউনিয়ন।
	১০৫। ত্রিপুরা রাজ্য দোকান কর্ম্মচারী সমিতি।
	১০৬। ত্রিপুরা রিক্সা মজতুর সংঘ।
	১০৭। ত্রিপুরা বাই-সাইকেল রিক্সা মেকানিক্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১০৮। উদয়পুর বাজার শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১০৯। ত্রিপুরা ফ্লাওয়ার মিল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১১০। ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশন।
	১১১। সোনামুড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি।
	১১২। ত্রিপুরা ডেয়ারী ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১১৩। ত্রিপুরা ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১১৪। ত্রিপুরা বাসন হকার্স ইউনিয়ন।

Question	Answer
	১১৫। ত্রিপুরা অটো মিলার্স এসোসিয়েশন।
	১১৬। ফল সংরক্ষণ মজদুর ইউনিয়ন।
	১১৭। ত্রিপুরা পি, সি, সি, পোল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১১৮। ত্রিপুরা সরকারী শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১১৯। কেন্দ্রীয় রেশম কর্মী সমিতি।
	১২০। প্রফেশনাল সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ ইউনিয়ন।
	১২১। মহারাজগঞ্জ বাজার সব্জী ব্যবসায়ী সমিতি।
	১২২। ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন অব কটেজ এণ্ড স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ।
	১২৩। ত্রিপুরা স্পান পাইপ মজদুর ইউনিয়ন।
	১২৪। ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক ষ্টাফ ইউনিয়ন।
	১২৫। ১০ নং ওয়ার্ড রিক্সা চালক সমিতি।
	১২৬। ধর্মনগর সব্জি ব্যবসায়ী সমিতি।
	১২৭। ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মেকানিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন।
	১২৮। ত্রিপুরা রাজ্য রিক্সা কর্মী সমিতি।
	১২৯। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র গো-ডাউন মজদুর ইউনিয়ন।
	১৩০। ত্রিপুরা টেইলারিং কর্মী সমিতি।
	১৩১। ত্রিপুরা হোটেল রেষ্টুরেণ্ট কর্মী সমিতি।
	১৩২। ত্রিপুরা পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১৩৩। আখাউড়া রোড গোল চক্কর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি।
	১৩৪। টি, আর, টি, সি, ইউনাইটেড এমপ্লয়ীজ এণ্ড ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন।
	১৩৫। বাদ্য যন্ত্র শিল্প শ্রমিক সংঘ।
	১৩৬। ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন।
	১৩৭। ত্রিপুরা এ্যালুমিনিয়াম কর্মী সমিতি।
	১৩৮। হলিক্রস স্কুল এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন।

Question	Answer
	১৩৯। উত্তর চাম্পামুড়া রিক্সা কর্মী সমিতি।
	১৪০। ত্রিপুরা বেকারী এসোসিয়েশন।
	১৪১। ত্রিপুরা ফরেষ্ট কর্পোরেশন এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন।
	১৪২। ত্রিপুরা ওয়াটার সাপ্লাই কর্মী ইউনিয়ন।
	১৪৩। ত্রিপুরা রাবার ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১৪৪। ত্রিপুরা কাষ্ঠ শিল্পকর সমিতি।
	১৪৫। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি।
	১৪৬। মুড়াবাড়ী আঞ্চলিক দিন মজুর সমিতি।
	১৪৭। ত্রিপুরা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন।
	১৪৮। ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	১৪৯। মিষ্টি দোকান কর্ম্মচারী সমিতি।
	১৫০। ত্রিপুরা গো-ডাউন মজদুর ইউনিয়ন।
	১৫১। ইলেকট্রিক্যাল কণ্ট্রাকটর্স এসোসিয়েশন।
	১৫২। ত্রিপুরা ষ্টেট মজদুর ইউনিয়ন।
	১৫৩। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এয়ারপোর্ট অথরিটি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	১৫৪। ত্রিপুরা রিক্সা চালক সমিতি।
	১৫৫। নিখিল ত্রিপুরা ডালমুট ও লজেন্স কর্মী সমিতি।
	১৫৬। ওয়াটার সাপ্লাই ওয়ার্কাস এণ্ড এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	১৫৭। বিশ্রামগঞ্জ আঞ্চলিক কাষ্ঠ ও রাজমিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১৫৮। ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন।
	১৫৯। ত্রিপুরা রিক্সা চালক সমিতি।
	১৬০। ত্রিপুরা মিল্ক ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১৬১। রিক্সা শ্রমিক সমিতি।
	১৬২। ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।

Question	Answer
	১৬৩। আগরতলা সোনামুড়া বাস ওনার্স সিণ্ডিকেট।
	১৬৪। বড়মুড়া লেবার ইউনিয়ন।
	১৬৫। ত্রিপুরা বেম্বু স্টীকস্ প্রোডাক্টস ট্রেড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ।
	১৬৬। নর্থ ইষ্টার্ণ রাবার বোর্ড এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	১৬৭। সিপাইজলা দিন মজদুর ইউনিয়ন।
	১৬৮। ত্রিপুরা প্রদেশ গ্রামীন শ্রমিক কংগ্রেস।
	১৬৯। বর্ডার রোড ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১৭০। ত্রিপুরা পাট কর্মী সমিতি।
	১৭১। লিচু বাগান লোডিং আন-লোডিং লেবার ইউনিয়ন।
	১৭২। ত্রিপুরা কেরোসিন অয়েল হকার্স এণ্ড রিটেলার্স সংঘ।
	১৭৩। ত্রিপুরা চাকি মিল এসোসিয়েশন।
	১৭৪। ও, এন, জি, সি, ফিল্ড পার্টি কর্মী ইউনিয়ন।
	১৭৫। ত্রিপুরা রং মিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন।
	১৭৬। সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়েশন।
	১৭৭। হামারী বাজার বিজনেস্ম্যান এসোসিয়েশন।
	১৭৮। ত্রিপুরা মেডিসিন ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১৭৯। তেলিয়ামুড়া মিনিবাস এণ্ড মিনিবাস ওনার্স সিণ্ডিকেট।
	১৮০। খোয়াই আগরতলা বাস ওনার্স সিণ্ডিকেট।
২। ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারীর পর কোন্ কোন্ নুতন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে? এবং এর পুর্বে রেজিষ্ট্রিকৃত ইউনিয়ন কোন্ কোনটি বাতিল হয়েছে?	। ক) ১৯৮৮ এর ফেব্রুয়ারীর পর রেজিষ্ট্রিকৃত ৬১টি ট্রেড ইউনিয়নের নাম নিম্নরূপে : ১। প্রফেশনাল সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ ইউনিয়ন। ২। মহারাজগঞ্জ বাজার সব্জি ব্যবসায়ী সমিতি।

Question	Answer
	৩। ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন অব কটেজ এণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ।
	৪। ত্রিপুরা স্পান পাইপ মজদুর ইউনিয়ন।
	৫। ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ষ্টাফ ইউনিয়ন।
	৬। ১০নং ওয়ার্ড রিক্সাচালক সমিতি।
	৭। ধর্মনগর সব্জি ব্যবসায়ী সমিতি।
	৮। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট মেকানিক্যাল এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েশন।
	৯। ত্রিপুরা রাজ্য রিক্সা কর্মী সমিতি।
	১০। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র গো-ডাউন মজদুর ইউনিয়ন।
	১১। ত্রিপুরা টেইলারিং কর্মী সমিতি।
	১২। ত্রিপুরা হোটেল রেষ্টুরেণ্ট কর্মী সমিতি।
	১৩। ত্রিপুরা পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	১৪। আখাউড়া রোড গোলচক্কর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি।
	১৫। টি, আর, টি, সি, ইউনাইটেড এমপ্লয়ীজ এণ্ড ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন।
	১৬ বাদ্যযন্ত্র শিল্প শ্রমিক সংঘ।
	১৭ ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন।
	১৮ ত্রিপুরা এ্যালুমিনিয়াম কর্মী সমিতি।
	১৯ হলিক্রস স্কুল এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন।
	২০ উত্তর চাম্পামুড়া রিক্সা কর্মী সমিতি।
	২১। ত্রিপুরা বেকারী এসোসিয়েশন।
	২২। ত্রিপুরা ফরেষ্ট কর্পোরেশন এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন।
	২৩। ত্রিপুরা রাবার ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	২৪। ত্রিপুরা কাষ্ঠ শিল্পকর সমিতি।
	২৫। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি।
	২৬। মুড়াবাড়ী আঞ্চলিক দিন মজদুর সমিতি।

Question	Answer
	২৭। ত্রিপুরা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন।
	২৮। ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	২৯। মিষ্টি দোকান কর্মচারী সমিতি।
	৩০। ত্রিপুরা গো-ডাউন মজদুর ইউনিয়ন।
	৩১। ইলেকট্রিক্যাল কনট্রাকটর্স এসোসিয়েশন।
	৩২। ত্রিপুরা টেন্ট মজদুর ইউনিয়ন।
	৩৩। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অথরিটি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	৩৪। ত্রিপুরা রিক্সা চালক সমিতি।
	৩৫। নিখিল ত্রিপুরা ডালমুট ও লজেন্স কর্মী সমিতি।
	৩৬। ওয়াটার সাপ্লাই ওয়ার্কাস এণ্ড এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	৩৭। বিশ্রামগঞ্জ আঞ্চলিক কাষ্ঠ ও রাজমিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৩৮। ত্রিপুরা রিক্সা চালক সমিতি।
	৩৯। ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন।
	৪০। ত্রিপুরা মিল্ক ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৪১। রিক্সা শ্রমিক সমিতি।
	৪২। ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৪৩। আগরতলা সোনামুড়া বাস ওনার্স সিণ্ডিকেট।
	৪৪। বড়মুড়া লেবার ইউনিয়ন।
	৪৫। ত্রিপুরা বেম্বু ষ্ট্রীকস্ প্রোডাক্টস্ ট্রেড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ।
	৪৬। নর্থ ইষ্টার্ন রাবার বোর্ড এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।
	৪৭। সিপাইজলা দিন মজদুর ইউনিয়ন।
	৪৮। ত্রিপুরা প্রদেশ গ্রামীন শ্রমিক কংগ্রেস।
	৪৯। বর্ডার রোড ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৫০। ত্রিপুরা পাট কর্মী সমিতি।
	৫১। লিচু বাগান লোডিং আন-লোডিং লেভার ইউনিয়ন।

Question	Answer
	৫২। ত্রিপুরা কেরোসিন অয়েল হকার্স এণ্ড রিটেলার্স সংঘ।
	৫৩। ত্রিপুরা চাক্কি মিলস এসোসিয়েশন।
	৫৪। ও, এন, জি, সি, ফিল্ড পার্টি কর্মী ইউনিয়ন।
	৫৫। ত্রিপুরা রং মিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন।
	৫৬। সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়েশন।
	৫৭। হামারী বাজার বিজনেসম্যান এসোসিয়েশন।
	৫৮। ত্রিপুরা মেডিসিন ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।
	৫৯। তেলিয়ামুড়া মিনি বাস এণ্ড মিনিবাস ওনার্স সিণ্ডিকেট।
	৬০। খোয়াই আগরতলা বাস ওনার্স সিণ্ডিকেট।
	৬১। ত্রিপুরা ওয়াটার সাপ্লাই কর্মী ইউনিয়ন।
	২। (খ) পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রিকৃত ইউনিয়নগুলির মধ্যে ১৯৮৮ সনের পর কোন রেজিষ্ট্রীকৃত ইউনিয়নকে এখন পর্যন্ত বাতিল করা হয়নি।
৩। ১৯৯১ বছর শেষে রিটার্নে কোন ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত ?	৩। ১৯৯১ বছরে বাৎসরিক রিটার্ন মাত্র ৫টি রেজিষ্ট্রিকৃত ইউনিয়নের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই ৫টি ইউনিয়নের নাম ও সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

	নাম	সদস্য সংখ্যা
১।	ত্রিপুরা সিনেমা ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন	৯০ জন
২।	হামারী বাজার বিজনেস্‌ম্যান এসোসিয়েশন	৪৫ জন
৩।	আগরতলা সোনামুড়া বাস ওনার্স সিণ্ডিকেট	৩৫ জন
৪।	ব্যাংক অব বরোদা এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন	১৯ জন
৫।	ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়ন	১৩৫ জন
		মোট—৩২৪ জন

Admitted Un-starred Question No. 69

Name of M.L.A. :- Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

Question	Answer
১। ১৯৮৮ ইং জানুয়ারী থেকে বর্তমান সময় (২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ইং) পর্যন্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্য মোট কত জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক আলাদা হিসাব এস, টি, এস, সি সহ)	১। ১৯৮৮ ইং জানুয়ারী থেকে ১৯৯২ ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ৩৪ জন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বছর ভিত্তিক আলাদা হিসাব এস, টি, এস, সি সহ নিম্নে দেয়া হল : ১৮৮৮ ইং ১০ এর জানুয়ারী থেকে ৩১-৩-৮৯ পর্যন্ত কোন নিয়োগ হয়নি। ১-৪-৮৯ ইং হইতে ৩১-৩-৯০ পর্যন্ত ৩৩ জন নিয়োগ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৪ জন তফসিলী জাতি এবং ২ জন তফসিলী উপজাতি। ১-৪-৯০ ইং হইতে ৩ -৩-৯১ পর্যন্ত ১জন উপজাতি নিয়োগ করা হয়েছে ; ১-৪-৯১ ইং হইতে ২৯-২-৯২ পর্যন্ত কোন নিয়োগ করা হয়নি।
২। এটা কি সত্য যে Seniority এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষক Assistant Headmastr (Class XII School) Headmaster পদের জন্য প্রমোশন পাননি। এবং সত্য হলে তার কারণ ?	২। উক্ত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ না করার কোন ঘটনা ঘটেনি।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

SATURDAY, THE 28th MARCH, 1992

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A M. on Saturday, the 28th March, 1992.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Hon'ble Speaker, in the Chair, the Chief Minister, Eleven Ministers the Deputy Speaker, and 44 Members.

NO CONFIDENCE MOTION

Mr. Speaker :— To-day I have received a Notice of Motion of No-Confidence against the Council of Minister headed by Shri Samir Ranjan Barman from Shri Samar Choudhury, M L. A. The Motion is in order. Now I would request Shri Choudhury to seek the leave of the House to move the Motion.

Shri Samar Chondhury (Dhaupur) : Mr. Speaker, Sir, my no-confidence Motion is - "The Tripura Legislative Assembly expresses lack of confidence on the Council of Ministers led by Sri Samir Ranjan Barman. Chief Minister, Tripura."

Mr. Speaker :— Now, I shall put the Motion for leave to vote. Those who are in favour of Motion for leave will please rise in their seats, (When the Motion was put 26 members of the Opposition rose in their legs)

Mr. Speaker :— 26 Members were in favour of the Motion. So, leave is granted. I shall anounce the date and time of the discussion of the Motion later on.

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়-এর নিকট থেকে ওনার উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষার নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নোটিশটি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার নোটিশটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার আমার রেফারেন্স নোটিশটি হলো :— "গত ২৮শে মার্চ, ১৯৯২ ইং 'ভাবী ভারত' পত্রিকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আরেক অপকীর্তির কেন্দ্রের কাছে রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ২৫ হাজার গরু চালানের অনুমোদনের জন্য সুধীরের আবদার – এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের নোটিশটির উপর আমি আগামী ১-৪-৯২ইং তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে একটি রেফারেন্স আছে। গত ২৫-৩-৯২ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—" ২৫শে মার্চ, ১৯৯২ " ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত উগ্রপন্থীদের গুলিতে সেনা জোয়ান নিহত-শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে" – ২৫ মার্চ ১৯৯২ ইং "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত "উগ্রপন্থীদের গুলিতে সেনা জোয়ান নিহত শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে।"

বিগত ২৩-৩-৯১ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭-৩০ মিনিটের সময় সেনা বাহিনীর একটি দল অম্পি-অমরপুর রাস্তা দিয়ে তেলিয়ামুড়া যাওয়ার সময় তেঁতুইবাড়ী পৌছিলে এক সেনা বাহিনীর জোয়ান রণজিৎ সি গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং পরে সেখান থেকে আগরতলায় জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হলে ডাক্তার ত'কে মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অম্পি থানাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মতে ৪(৩) ৯২ নং কেইস রুজু করিয়া তদন্ত করিতেছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো পাওয়া যায় নাই।

তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) : পয়েন্ট অব্‌ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানেন কি না, এই যে ঘটনাটা ঘটলো সেখানে ছেছুয়ায় কৃষি দপ্তরের অফিসে টি এস. আর. একটি ক্যাম্প করেছে এবং তার প্রায় ১০০ গজ দূরে সেনা বাহিনীর একটি ক্যাম্প আছে। এবং এই যে সময় সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট এই সময়ে কি কারণে ঐ দুইটি ক্যাম্প থেকে বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ হয় এবং তাদের এই গুলি বর্ষণের ফলে সেনা বাহিনীর জোয়ান নিহত হয়েছেন এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

তাছাড়া এই ঘটনার পরেরদিন এই এলাকার ট্রাইবেল অংশের মানুষ যারা রয়েছেন তাদের বাড়ী ঢুকে সেনা বাহিনী ট্রাইবেল পুরুষ যাদের পেয়েছে তাদেরকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, ধমক দিয়েছে এর ফলে সেখানে এক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পুরুষ লোক যারাতারা আর ভয়ে তাদের বাড়ীঘরে যেতে পারছেন না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, পুরো ব্যাপারটি যেহেতু তদন্তাধীন রয়েছে সেহেতু আমার পক্ষে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) পয়েন্ট অব্‌ ক্লারিফিকেশান স্যার, আমি যে নোটিশ দিয়েছিলাম তাতে পত্রিকায় যে সংবাদ রয়েছে—সেই পত্রিকাও আমি সঙ্গে দিয়েছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তার জবাব সঠিকভাবে দেন নাই। এখানে পত্রিকায় যে আরো খবর রয়েছে সেটা হচ্ছে গতকাল উত্তর ত্রিপুরার ছামনু থানার গর্জনপাশায় উগ্রপন্থীদের সাথে গুলি বিনিময়ে আহত পুলিশের এস, আই এবং দুইজন বি, এস, এফ, জোয়ানকে আজ জি. বি. হাসপাতালে আনা হয়েছে।

আজ বড়মুড়া বিদ্যুৎ প্রকল্পে ডিউটিরত টি, এস, আর, জোয়ান নরহরি জমাতিয়া নিখোঁজ

বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এই জোয়ানের কাছে একটি ৩০০ রাইফেল এবং ৫০ রাউণ্ড বুলেট ছিল। গতকাল বিশালগড়ের কাছে বাবুল চৌমুহনীতে প্রকাশ্য রাস্তায় নৃশংসভাবে নিহত হোমগার্ড কর্মী দিলিপ বাউলের হত্যাকারীরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে পুলিশ জানায়।

কাজেই স্যার, আমি সবগুলি সংবাদ সম্পর্কে নোটিশ দিয়েছি সবগুলির উপর জবাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে চাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার আমি বুঝতে পারছিনা মাননীয় সদস্য একজন অভিজ্ঞ বিধায়ক—উনি আইন কানুন সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে ২৫শে মার্চ ১৯৯২, ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত উগ্রপন্থীদের গুলিতে সেনা জোয়ান নিহত সংবাদ সম্পর্কে। কাজেই এখানে বাবুল চৌমুহনীতে কি হত্যাকাণ্ড হয়েছে সে সম্পর্কে তো উনি কোন নোটিশ দেন নি। উনি নোটিশ দিয়ে শুধু সেনা বাহিনীর জোয়ান উগ্রপন্থীদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার সম্পর্কে। কাজেই আমার রিপ্লাই সেভাবে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইমাত্র যে বিষয়টির উপর বিবৃতি দান করেছেন সেই বিষয়টির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয় গত ২৭-৩-৯২ ইং তারিখে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়ে ছিলেন এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেই নোটিশের উপর আগামী ৩০-৩-৯২ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন। যেহেতু বিষটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অদ্য বিবৃতি দান করেছেন সেইহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত সেই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আগামী ৩০-৩-৯২ ইং তারিখে পুনরায় বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার : আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—মাননীয় সদস্যর নাম শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—গত ২৭-৩-৯২ ইং রাতে আঠারভোলা থেকে উদয়পুর আসার পথে জীপ গাড়ীতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে তিনজন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি

উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি, উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) : –মিঃ স্পীকার স্যার আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৭-৩-৯২ ইং রাতে আঠারভোলা থেকে উদয়পুর আসার পথে জীপ গাড়ীতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে তিনজন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : –মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জ্ঞাত দেন। যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির জবাব আমি আগামী ১-৪-৯২ ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :—অপর আর একটি নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার। উনার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো : –

"গত ২৬-৩-৯২ ইং তারিখ রাতে দুস্কৃতকারীদের দ্বারা গর্জি বাজার আক্রান্ত ও লুট হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) : –মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৬-৩-৯২ ইং রাতে দুস্কৃতকারীদের দ্বারা গর্জি বাজার আক্রান্ত ও লুট হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির জবাব আমি আগামী ১-৪-৯২ ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Code of Criminal Procedure (Tripura third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 6 of 1992)." উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— Mr. Speaker Sir, " The code of criminal procedure (Tripura third amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 6 of 1992)."

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— " The Code of Criminal Procedure (Tripura third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 6. of 1992.)"

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক্।

(ধ্বনী ভোটে এই সভা অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই বিলটি উৎথাপনের অনুমতি দেওয়া হলো : -)

DEMANDS FOR GRANTS FOR 1992-93.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— " ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৩২টি (বত্রিশটি) ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলি একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

এখন আলোচনা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) : — সময়টা ভাগ করে দিন স্যার।

শ্রীনকুল দাস : (রাজনগর) মিঃ স্পীকার এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তার মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর যাচ্ছি না। আমি কতগুলি বিষয়ের উপর সীমিত আলোচনা রাখার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ রাজ্য পুলিশের বাজেটের উপর বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এই বরাদ্দ কেন সমর্থন করব স্যার? রাজ্যের আইন শৃংখলা আজকে কোথায় নিয়ে আসছে? কয়েকদিন আগে সুধীরবাবুকে তাড়িয়ে দিয়ে সমীরবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন তিনি দাবী করতে শুরু করলেন যে, আইন শৃংখলা একটা চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মধ্যে নিয়ে ছিল। আমি এসে সেটাকে ভাল করেছি। অর্থাৎ সুধীরবাবু ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আর উনি ভাসিয়ে তুলেছেন। কিন্তু স্যার, রাজ্যের তথ্য চিত্রটা অন্য কথা বলে। ঐ সমীরবাবু আসার পর থেকেও এমন একটা দিন বাদ যাচ্ছে না যে, কোন না কোন ঘটনা হচ্ছে না। সেই খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, মা বোনের উপর নির্যাতন হচ্ছে এই রকম প্রতিদিন একটি একটি করে ঘটনা হচ্ছে। আজকে স্যার, সারা রাজ্যের অবস্থাটা কি? আপনি নিশ্চয়ই জানেন ধর্মনগর থেকে শুরু করে সাব্রুম পর্যন্ত বিশেষ করে সীমান্ত এলাকাগুলির মধ্যে আজকে সেই কমলপুর-এর কোন মানুষ ঘুমাতে পারেন না। আগে দুই জন তিন জন মিলে পাহাড়া দিতেন, চোর আসে কিনা, আর এখন চোরতো কোন ব্যাপারই না আজকে ডাকাত পর্যন্ত আসছে। সেই সারা কমলপুরের মানুষ সারা রাত জেগে পাহাড়া দিচ্ছেন।

আজকে সেখানে ১৫ জন ২০ জন করে পাহাড়া দিচ্ছেন। তার মধ্যেও ডাকাত এসে ডাকাতি করে চলে যাচ্ছে। সেই ডাকাতরা কারা? সব কি বাংলাদেশ থেকে আসছে না ঐ সমীরবাবুর

যে সমস্ত কুসন্তান তৈরী করেছিলেন, আর দুইদিন পর যাদের কাজে লাগাবেন ভোটের বাক্স ভাঙ্গার জন্য। যাদেরকে মাসিক বেতন দেওয়া হত। আজকে মাসিক বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই নানা রকম ভাবে অফিস আক্রমণ করে ঠিকাদারী কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকে ওরা এই সমস্ত কাজ করছেন। সারা রাজ্যের মধ্যে প্রচণ্ড লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, খুন, ধর্ষণ যেন একটা বিভৎস অবস্থা আজকে এই রাজ্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তার জন্য টাকা দেব ? স্যার, এই অবস্থার মধ্যে রাজ্য পুলিশ, কর্মচারীদের সেই গতানুগতিক ভাবে চলতে হবে, তাদের আধুনিকরণের জন্য টাকা চেয়েছে। নতুন করে ওয়ারলেস সেট কেনা, তাদের ট্রেনিং দেওয়া ইত্যাদি। কোন ট্রেনিং আছে ? কোন নতুন জিনিষপত্র কেনা হচ্ছে ? কোন জিনিষপত্র কেনা হচ্ছে না। আধুনিক ক্রাইমদের দমন করার জন্য যেভাবে কাজ করা দরকার এর বিন্দুমাত্র সেখানে করা হচ্ছে না। উল্টোক্রাইম প্রিভিনশনের নাম করে অপরাধ দমনের নাম করে এই রাজ্যের যারা নীরিহ নাগরিক সেই সমস্ত নাগরিকদের নিয়ে যারা ডেমোক্রেটিভ মোভমেণ্ট-এর মধ্যে আছেন তারা ওদের এই অন্যায় কাজের যদি জন্য প্রতিবাদ করেন সেগুলিকে অত্যাচার করে থামিয়ে রাখেন। এক একটা থানাকে অত্যাচারের কেন্দ্র হিসাবে পরিনত করা হয়েছে। পুলিশকে সেখানে অমানুষিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। সারা রাজ্যের পুলিশকে সেখানে ডিমোলাইজ করে দেওয়া হয়েছে। ওদের দলের সেই সমস্ত কর্মীদের ধরার মত সাহস কোথায়ও নেই। এই বিশালগড় থানার ভিতরে ঢুকে সেই পুলিশ অফিসারদের মারপিট করা হল, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে ? থানার ভিতরে ঢুকেই পুলিশ অফিসারদেরকে মারপিট করা হল কারণ তারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। সেই দিন দেখলাম ধর্মনগরে একজন বিশেষ দায়ত্বশীল পুলিশ অফিসার ওদের ব্লেকের চাল ধরল। তারপর তারা সঙ্গে সঙ্গেই আগরতলায় চলে আসল মন্ত্রীর কাছে। স্যার আপনিও জানেন এই ঘটনাটা তারপর এডিসেনাল এ পি তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। কাজেই পুলিশ ফোর্স'কে সম্পূর্ণ ভাব ডিমোরেলাইজ করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চলেছে। তাদেকে দলের কেডার বাহিনিতে পরিণত করার প্রয়াস চলছে। আর যেসমস্ত সৎ নিষ্টাবান পুলিশ অফিসার এই দেশের প্রতি যাদের দায়িত্ববোধ আছে, এই রাজ্যের মানুষের প্রতি যাদের দায়িত্ব বোধ আছে তাদেরকে আজকে নানাভাবে অপমান করা হচ্ছে। তাদেরকে ঠিক ঠিক দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হচ্ছেনা। এবং তাদেরকে অপমান করা হচ্ছে নানা ভাবে। নানা ভাবে তাদেরকে অপমান করা হচ্ছে এবং তাদের বেতন ভাতা সমস্ত কিছু থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। স্যার, আমি পুলিশ কর্মচারীদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন এর রাইট দেওয়ার জন্য বলছি না, কিন্তু পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে সাধারণ কর্মচারী যারা আছেন তাদের জীবনের সুখ দুখের কথাটা অন্তত যাতে জানাতে পারেন

এই অধিকারটুকুর জন্যই এই এসোসিয়েশান। অন্য কিছুর জন্য নয়। এই অ্যাসোসিয়েশান ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তাদের বেতনের কোন এ্যামেন্ডমেন্ট করা হয় নাই। এই হাউসে বার বার আপনারা বলছেন দেখেন দেবেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। স্যার পুলিশ কর্মচারীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টা ডিউটি করে থাকেন। তাদের কাজের কোন ঠিক ঠিকানা থাকেনা। তাই তাদেরকে ১২ মাসের জায়গায় ১৩ মাসের বেতন দেওয়ার কথা ঠিক হয়। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তাদের সেই বেতন দিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু জানুয়ারী মাস চলে যায়, ফেব্রুয়ারী মাস চলে যায়, মার্চ মাস চলে যায় তারপরও তাদের সেই বেতনের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে টাকা নেই, আসছে দেব, পরে দেব এই সব কথা। সম্পূর্ণ অমানবিক অবস্থা এখানে তৈরী করা হচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের পুলিশ ফোর্সকে একটি ডিমোরেলাইজড বাহিনীতে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। তাদেরকে দলীয় ক্যাডার বাহিনীতে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। আর এই সব কাজের জন্য আমরা টাকা দেব? না তা হবে না। আর, এম টি পুলের গাড়ী, মন্ত্রী এবং এম.এল.এ.-রা কত গাড়ী ব্যবহার করেন তার কোন হিসাব নেই। কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই গাড়ীর জন্য। গত দু বৎসর ধরে থানাগুলিতে গাড়ী নেই, পুলিশ ফাঁড়িগুলিতে কোন গাড়ী নেই। তারা কাজের জন্য গাড়ী পাচ্ছে না। আর, এম টি পুলের মধ্যে যখন খুশি তখন যার খুশী তার গাড়ী নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্টেটের কোন বালাই নেই, স্টেটের কোন বালাই নেই। তার জন্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিতে হচ্ছে। অনেক টাকা বকেয়া পড়ে আছে, তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। তারা বিল পেতে ২ থেকে ৩ বৎসর লেগে যায়। স্যার এম টি পুলের মধ্যে কোটি কোটি টাকা সর্বনাশ করা হচ্ছে। সেই টাকা দিয়ে সরকার নিয়ম নীতির মধ্যে নূতন নূতন গাড়ী কিনতে পারত। সরকারী গাড়ী সেখানে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। তাদের কিছু লোককে টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই সরকারটিকে একটি নোংড়া বাহিনীতে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। এরজন্য পুলিশ বাহিনীকে আমরা টাকা দেব? না তা হবে না। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই পুলিশ বাহিনী। তাদেরকে মর্ডানাইজ করতে হবে। তাদের জীবনের সুখ দুঃখ দেখতে হবে, সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে এই দেশের এই রাজ্যের মানুষের সেবা করার সুযোগ তাদেরকে দিতে হবে। তাদেরকে সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে কৃতদাস বাহিনীতে পরিণত করার জন্য এই যে জঘন্য চেষ্টা চলেছে, এই জঘন্য চেষ্টার জন্য এখানে একটি পয়সাও বরাদ্দ করার কোন অর্থ নেই সেই কারণেই তাদের এই বরাদ্দ করা অর্থকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। আপনারা রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা কোথায় নামিয়েছেন। স্যার সুপ্রিম কোর্টে লক্ষ লক্ষ মামলা ঝুলছে, দেখলাম

কোন কোন মামলার বয়স ত্রিশ বৎসর আবার কোনটি ৪০ থেকে ৪৫ বৎসরও। আবার ব্রিটিশ আমলেরও কিছু মামলা থাকতে পারে, স্যার। কোন কোন মামলা ৩০ বছর ঝুলছে। রাজ্যের উঁচু থেকে নিচু আদালতে হাজার হাজার মামলা ঝুলছে, হাজার হাজার মামলা চলছে সেখানে। কিন্তু স্যার একটি কথা আপনিও জানেন আমরাও জানি কেন সেখানে আজকে পরিকল্পনা করা হচ্ছে যাতে মানুষ বিচার না পেতে পারে। কেন এগুলি করা হচ্ছে। আমরা দেখলাম স্যার মিনিমাম জীবিকার সুযোগ, সেই সুযোগটাও যাতে পেতে না পারেন ঐ সেই কয়মছড়ার নিরীহ মানুষকে সেখানে ধরে এনে থানার লকাপে রাখা হল জেলে রাখা হল। বিচারপতিরা সেখানে গেলেন সেই হাই কোর্টের বিচারপতি সেখানে গেলেন দেখে সেখানে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন যাতে ওরা সেখানে ফিরে যেতে পারে এলাকার মধ্যে যাতে শৃংখলা বজায় থাকে। তারা যাহাতে তাদের ঘর বাড়ীতে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা কর। কই একটিও তারা কার্যকরী করে নাই। আমাদের আমলে বেকার যুবকদের চাকরী দেওয়া হল, তারা ক্ষমতায় আসার পর সেই চাকরীও বন্ধ করে দিলেন। সেখানে হাই কোর্ট রায় দিলেন, সেখানে মানবিকতার প্রশ্ন তারা কেইসটা হাই কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন, যাহাতে করে কেইসটা চালাইতে না পারে। আর আমাদের কি, যদি টাকা খরচ হয় ত সরকারের হবে। তাতে বেকার যুবকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ওরা সুপ্রিম কোর্টে আজকে মামলা দিয়েছে হাই কোর্টকে আমরা মানিনা। আদালত বিচার কোথায় নিয়ে গেছেন। কাজেই এখানে বিচার ব্যবস্থা বলতে কোনকিছু নেই। লিগেল এড-ভাইজার এইযেখানে দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে সবগুলি মামলা পেয়ে ওরা হারছেন। কেন হারছেন, যেমন ওরা একদিকে অন্যায় করছেন এ সমস্ত ব্যাপারে আছে, আর, এ মামলাগুলি দেখার জন্য কাদের নিয়োগ করছেন এডভোকেট, এডভাইজার, সব এডভাইজার, ডান পকেটের এডভাইজার বাম পকেটের এডভাইজার নিয়োগ করা হচ্ছে। আর এরা আদালতে দাঁড়িয়ে কি বলবে। এ আদালতে দাঁড়িয়ে বলার মত তাদের কোন ক্ষমতা নেই, কাজেই সরকারের কেইস তারা হারছে এই রাজ্যের স্বার্থকে তারা বিকৃত করছে. সম্পূর্ণভাবে দলবাজী করা হচ্ছে। স্যার, প্রিভেন্‌শন অফ একসোসিটিস্‌ অন এস সি, এস টি এর য অ্যাক্ট। ওরা নোটিশ দিলেন আমরা এই অ্যাক্ট রাজ্যে চালু করলাম। তিন জেলায় তিনজন মেজিষ্ট্রেট সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। এই একসোসিটিস অ্যাক্ট এর মধ্যে বলা হয়েছে এই অ্যাক্ট কার্যকরী করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের আছে। উকিল থেকে শুরু করে মামলার যাবতীয় খরচ, এস সি এস টি তাদের উপর যদি কোন অত্যাচার হয়, জায়গা সংক্রান্ত, ভোট যদি দিতে না পারে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয় তাহলে এই ধরণের মামলা হতে পারে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এতগুলি রেফ কেইস হচ্ছে কি এস সিদের উপরে কি এস টিদের উপরে কোথাও

এই একসোসিটিস অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই যে অ্যাক্ট আজকে সারা ভারতবর্ষে চালু করা হচ্ছে একসোসিটিস দখল করার জন্য একটি লাইন এখানে প্রয়োগ করা হয়নি এস টি এস সি দের উপর। এতগুলি মায়েরা বোনেরা ধর্ষিতা হলেন, এস টি, এস সি মা বোনদের ধর্ষণ হয় একসোসিটিস এ একটি মামলাও আজকে নথিভুক্ত করা হয় নাই। কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীর বাবু উত্তর দিয়েছেন, বলছেন ১৫ই মার্চ থেকে চালু করবেন। আমি বলেছিলাম এই মামলার এই আইনে একটি মামলাও চালু করা হয় এটা সমীরবাবুর উত্তর. নগেনবাবু যদি না জেনে কিছু বলতে চান, এটা এক সময় তাই হয়. কারণ প্রভুকে বাচাতে গেলে এইসব করতে হয়. মিথ্যা কথা বলে বুক পেতে সামনে দাঁড়াতে হয়। কাজেই আপনি না জেনে এইসব বলতে পারবেন, একটি কোথাও এখনো প্রয়োগ হয় নি, কাজেই এক্সোসিটিস, যখন এসটি, এস সিদের অ্যাক্ট এই অ্যাক্ট এখানে কার্যকরী করা হয়নি। স্যার সিডিওল কাস্ট এবং সিডিওল ট্রাইবদের যে লিগেল অ্যাক্ট প্রত্যেক বিভাগে একটি করে কমিটি আছে। দ্রাউবাবু বলবেন, কর পয়সা খরচ করেছেন এস টি, এস সিদের লিগেল এক্টের টাকা, একটি পয়সাও খরচ হয়নি। স্যার গণ্ডাছড়ায় একটি সাবডিভিশান তৈরী করেছেন, হ্যাঁ ভাল কথা আমরা দীর্ঘদিন চেয়েছিলাম। গণ্ডাছড়ায় একটি সাবডিভিশান হোক। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে গণ্ডাছড়ায় একটি সাবডিভিশান হয়েছে. আজকে তিন বৎসর চলছে এখন পর্যন্ত কাজ করার কোন সুবিধা নাই।

স্যার, গণ্ডাছড়াকে একটা নতুন মহকুমা করা হয়েছে আজ ৩/৪ বছর হয়ে গেল, কিন্তু মহকুমাতে আদালত, সাব-ট্রেজারী, সাব-রেজিষ্টার অফিসগুলি একান্তই থাকার দরকার, কিন্তু সেগুলির একটিও এখন পর্যন্ত হয় নি। ফলে সেখানকার মানুষদের আদালতের কাজে, রেজিষ্ট্রির কাজে অথবা ট্রেজারী থেকে টাকা তোলার জন্য হয় অমরপুর যেতে হল, নয় তো আমবাসা হয়ে ঘুরে আগরতলায় আসতে হয়. এটা একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা. এই এলাকার মানুষ জনের এমন আর্থিক সঙ্গতি নাই যে, প্রয়োজনে একবার অমরপুর অথবা একবার আগরতলায় এত টাকা খরচ করে আসতে পারে, আর যদি বা কেউ এত টাকা পয়সা খরচ করে এলো, তাহলে আসতে যেতেই দুই দিন চলে যায়, এরপর কাজের দিন তো আছেই। কাজেই, এ যে বাজেটে টাকা ধরা হল, সেগুলি যদি ঠিক ঠিক মত খরচ না হয়, তাহলে সেই বাজেট বরাদ্দকে আমরা কেমন করে সমর্থন করবো? তারপরে আছে, ও, বি, সি— এই ও, বি, সির জন্য গত বছরের বাজেটেও টাকা বরাদ্দ করা ছিল, আমার বন্ধু ধীরেন্দ্র বাবু এই বিধান সভাতে প্রশ্ন করেছিলেন যে ও, বি, সির জন্য বাজেটে যে ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেই টাকা ও, বি, সি সম্প্রদায়ের জন্য খরচ করা হচ্ছে না কেন? কিন্তু খরচ করবে কি করে?— কোন কোন সম্প্রদায় ও, বি, সির অন্তর্ভুক্ত সেটাই তো সরকার এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারলেন

না, টাকাটা খরচ করবে কোথায়? আজকে দেখছি এইবারের বাজেটেও সেই ও, বি, সির জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে. কিন্তু কেন? মাননীয় মন্ত্রী কি আমাদের আশ্বাস দিতে পারবেন যে এই আর্থিক বছরের মধ্যে এই রাজ্যের কোন কোন সম্প্রদায় ও, বি, সির অন্তর্ভুক্ত সেটা ঘোষণা করতে পারেন, তাহলে বলুন, আমরাও এই ও, বি, সির, জন্য যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটাকে সমর্থন করবো। কিন্তু এই সব ক্লাজের যে হাফভাব দেখছি, তাতে মনে হয় তাল গাছের আগাতে হাঁড়ি বসিয়ে, সমীর বাবু তার নিচে বসে জাল দিচ্ছেন, কাজেই টাকা টা খরচ হওয়ার কোন লক্ষন নাই। তারপরে আছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা। আমি খুব বেশী দূর যাচ্ছি না, এই সমীর বাবুর প্রায় বাড়ীর সামনেই আর, এম, এস, চৌমুহনীতে রাস্তার উপরই যেন একটা পুকুর হয়ে আছে, শুনেছি সেই পুকুরে নাকি ইলিশ মাছের চাষ করেন, সমীর বাবুরা, তারপর, মটচৌমুহনীর কাছে একই ভাবে রাস্তার উপর একটা পুকুর হয়ে আছে, শুনেছি সেই পুকুরে নাকি কাতলা মাছের চাষ হয় এবং সেই কাতলা মাছগুলি সবই মট চৌমুহনীর বাজারে বিক্রি করতে আসে রাস্তাঘাটের জন্য বাজেটের লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে, আর রাস্তা, গুলিতে পুকুরের সৃষ্টি করা হবে, সেগুলির মেরামত পর্য্যন্ত করা হবে না, কাজেই এই ধরনের ব্যয় বরাদ্দকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। আজকে সারা রাজ্যের মধ্যে রাস্তার উপর যে ব্রীজগুলি আছে, সেগুলির কি অবস্থা, নতুন করে তো কোথাও পাকা ব্রীজ হচ্ছেই না, যেগুলি আছে, সেগুলিও মেরামতের অভাবে ভেঙ্গে পড়ছে. আগেতো সমীর বাবু পূর্তদপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এখন আবার কে এসেছেন জানি না। যেখানে কাঠের ব্রীজ ছিল, সেগুলিকে পাকা ব্রীজে পরিণত করার দরকার, সেগুলিও হচ্ছে না, আর, এস, পি, টি ব্রীজের কথা নাই বললাম তারপর, আমাদের বামফ্রন্টের আমলে বিভিন্ন ব্লক বিভিন্ন পঞ্চায়েতে অনেকগুলি রাস্তা করা হয়েছিল, আমরা চলে আসার পরে সেসব রাস্তাগুলির আর এক্সিসটেন্স আছে কিনা, এখন তাও বলতে পারছি না, আর সেগুলির মেইন্টেন্যান্স তো দূরের কথা। মেইন্টেন্যান্স করার কথা বললে তো আর মেনটেইনান্স হয় না, তার মধ্যেও ফাঁক ফোঁক আছে, বিশেষ ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে। একটা পঞ্চায়েতের রাস্তা করা হয়নি। একটা সোলিং মেটেলিং এর কাজ করা হয়নি। মেইন্টেন্যান্স কাজের জন্য যে সমস্ত ঠিকেদার বা কন্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হয় সেই ক্ষেত্রে কোন রুলস মানা হয় না। কোন এক্সিকিউটিভ ইনজিনীয়ার এবং এস, ডি, ওরা সঠিকভাবে কোন টেনডার নিতে পারেন না, তাদের নিজেদের লোক জোর করে টেনডার দিয়ে যায়। পি. ডব্লিউ অফিসাররা আতংক গ্রস্ত। আর ছয় করে কোটি কোটি টাকা পকেটে নিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। এই বাজেটের বিরোধীতা করে এবং কাট মোশনের স্বপক্ষে সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা (মান্দাইবাজার) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট এনেছেন ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেটকে পাশ করার অর্থ হবে ওদের ভোগ বিলাসকে বাড়িয়ে দেওয়া। স্যার, আমি জানি এগ্রিকালচার একটা দপ্তর. জিরাণীয়া ব্লকে সোনাই নদীর উপর একটা জলসেচের পরিকল্পনা বামফ্রন্টের আমলেই নেওয়া হয়েছিল। সেখানে কারেন্ট সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা হয়েছিল। শুধু মাত্র একটা অপেরেটার দিয়ে চালু করতে হবে। তাহলে চার পাঁচশো একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়। সেখানে আনডার গ্রাউণ্ড পাইপ বসিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই পাইপগুলি এখন তুলে নিচ্ছে। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করার মানে হলো তাদের উন্নয়ণ কমিটির চেয়ারম্যান সদস্য তাদেরকে আরও পাইয়ে দেওয়া। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। করবেন কি না জানি না। আমরা বিশ্বাস করি না। সেখানে ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে গিয়ে অনেক কারচুপি হচ্ছে।

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে। তা শ্যু পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না যদিও ভোটার লিষ্টে নাম তুলেছেন, এবং তা করতে গিয়ে প্রথম থেকেই শুরু করছেন রিগিং। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে সরকারী টাকা, জনগণের টাকা নয় ছয় করে আজকে তাঁরা এখানে গাড়ী হাকাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডব্লিউ ডি, সম্পর্কে আর কি বলব। এই দপ্তরের কোন মন্ত্রী সংকারে আছেন বলে আমি মনে করি না। বামফ্রন্টের আমলে এক মান্দাই থেকে বুরাখা পর্যান্তই সাত সাতটি পুল ছিল। বর্তমানে জোট সরকার আসার পর এই চার বছরের মধ্যে একটি পুলও নেই। রাস্তা-ঘাটের অবস্থাও ঠিক তাই। সমস্ত রাস্তা ভেঙ্গে পড়ে আছে। এই দপ্তর কোন কাজ করবেন না, অথচ বাজেটে টাকা ধরা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, কাজে কাজেই এই ভাবে তো বাজেটের টাকা নষ্ট করতে দেওয়া যায় না। কারণ, এতে জনগণের স্বার্থ রয়েছে। আমরা জানি, কাজ করতে গেলে টাকার দরকার হয়। আপনারা যদি কাজ করতেন, তাহলে এই বাজেটকে সমর্থন করতে আমাদের কোন আপত্তিই থাকত না। এই সব টাকা তাঁরা গত এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময় ব্যয় করেছে। বাজেটে টাকা রেখে সেই টাকা, নির্বাচনের কাজে ব্যয় করবেন এটা তো আমরা মেনে নিতে পারি না। এই ভাবে টাকা দেওয়া যায় না! কেন না, জনসাধারণ এই সরকারের পেছনে নেই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মন্ত্রীরা বিশেষ করে, উপজাতি যুব সমিতির মন্ত্রীরা গ্রামে যেতে সাহস করেন না। যদি ও যান, তাহলে সামনে পেঁছনে ৩/৪টি এসকর্টের

গাড়ী নিয়ে যান। এইত হচ্ছে, তাঁদের জনদরদীর নমুনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ঠিক মনে নেই ১৪ কিংবা ১৫ তারিখ হবে গত মাসের, মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী পুকুর উদ্বোধন করালেন। কি হবে এই পুকুর দিয়ে ? না, ত্রিপুরার জনসাধারণকে জলাশয় উপহার দেওয়া হচ্ছে। তারা সেখান থেকে মাছ পাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, এই ব্যাপারে আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে ২/৪টি কথা না বলে পারছিনা। বামফ্রন্টের আমলে বাঁধ ছিল। বর্তমানে বৃষ্টি হলেও সমস্ত জল বেরিয়ে যায়। সেখানে ১ লক্ষ টাকার পোনা ফেলা হল। আপনারা কি ডাঙ্গায় মাছ চাষ করবেন? এতে কি জনসাধারণ-এর স্বার্থ আসবে? শুক্‌না জলাশয়ে কেউ মাছ ফেলে ! এটা কোন্ ধরণের চিন্তা ধারা কাজ করছে আমি বুঝতে পারছি না ? ঐখানে নাকি নামের লিষ্ট হয়েছে কারা, কারা মাছ ধরতে পারবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হচ্ছে জোট সরকারের কার্য্য ধারা। এই জোট সরকার জনসাধারণের জন্য কোন কাজ করার কথা চিন্তা করতে পারে না। তাঁরা মুষ্টিমেয় লোকের কথাই চিন্তা করে। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। নগেন্দ্রবাবুর কি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে গাঁধা পেয়েছে ? এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার কোন উন্নতি হবে না এটা ত্রিপুরার জনসাধারণও বুঝতে পারে। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে বলে আমি মনে করি না। স্যার, জোট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলছি। এই সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে বলেই মনে হয় না। এই হাউস থেকে একটা কমিটি যদি করা হয় তাহলে সেই কমিটিকে আমি নিয়ে যেতে পরি আমার এলাকা বড় মুড়ার ভিতরে দুটো স্কুলে—শান্তারাম, চিন্তারাম এবং খেংরাই বিদ্যালয়ে। স্যার এই স্কুলগুলির অস্তিত্বই নেই, কোন ঘর নেই, শিক্ষকরা স্কুলে যান না মাসের পর মাস বাড়ীতে বসেই বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ৪ বৎসর ধরে এই স্কুল গুলির শিক্ষকরা স্কুলে যান না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে শিক্ষার আলো গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই জোট সরকার সেগুলিকে বন্ধ করার কাজে ব্যাপৃত আছেন। উনারা চান মানুষ যেন শিক্ষার আলো না পায়, অশিক্ষিত থাকে। স্যার, সোসিয়েল এডুকেসানের কথা বলে কোন লাভ নেই। আমার গ্রামে রাধারাণী নামে একটা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে। ঐ শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা মাসের পর মাস স্কুলে যান না। শুধু মিড ডে-মিল খাবার রান্নার জন্য একজন ভদ্রমহিলা সেখানে আছেন এবং তার বাড়ীতে চাউল, ডাল থাকে তিনি রান্না করে ছেলেমেয়েদের কে খাওয়ান। কিন্তু স্কুলে শিক্ষিকা মহোদয়া যান না। স্যার, শিক্ষার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেখে লাভ কি। এই জোট সরকার উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই এগুলি করে যাচ্ছে।

(এ ভয়েস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ – আপনি তো দাঙ্গা বাজ)

দাঙ্গা আমরা করি না। দাঙ্গা আপনারাই করেছেন। যাদেরকে আপনারা সত্যিকারে গুণ্ডা বানিয়েছেন তারাই এই দাঙ্গা করেছে। ঐ দীপক বাবু গুণ্ডার নায়ক। গুণ্ডাদের সামনে রেখে তিনি নিজে ফায়ার করেছেন, গ্রামে গ্রামে লুঠ করেছেন, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দাঙ্গার সত্যিকারের নায়ক আপনারা। আপনাদের এই অপরাধকে আড়াল করার জন্য আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। ওখানকার জনগন পরপর দু বার আমাকে ভোটে জয়ী করেছেন। আমাকে হারানোর জন্য আপনাদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যার্থ করে ওখানকার জনগণ আমাকে ভোটে জয়ী করেছেন। এবার আপনারাই বুঝুন দাঙ্গাকারী কে? ওখানকার মানুষ জানে দাঙ্গা কে করেছে। স্যার, নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আশ্বাস দিয়েছেন যে উনি আইন শৃংখলা রক্ষা করবেন, ভাল কাজ করবেন। কিন্তু গত এক মাসের আইন শৃংখলা অবনতির যে হিসাব এখানে দাখিল করা হয়েছে, আমি উনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই এই কি আপনার আইন শৃংখলার উন্নতি? আইন শৃংখলা আরও চরম অবনতির দিকে গিয়েছে। কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউস যে ব্যয় বরাদ্দ গুলি এখানে পেশ করা হয়েছে সেগুলিকে কোন মতেই আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছেন সেই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার-১৬, মেজর হেড ৫০৫৪। এখানে এই জন্য ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আমি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস গত ৪ বছর ধরে উদয়পুরে গোমতী নদীর উপর একটা কাঠের ব্রীজ করার জন্য বার বার কাট মোশান এনেছি এবং মাননীয় সরকারকে এই ব্যাপারে বার বার বলেছি। এই কাঠের ব্রীজটি হলে পিত্রার পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী যারা আছেন তাদের চলাচলের খুব সুবিধা হবে। তার জন্য আমরা বার বার উনাদের কাছে অনুরোধ করেছি যে, আপনারা এই ব্রীজটা করার জন্য একটা এষ্টিমেট শুরু করেন। তখন উনারা প্রথম বললেন আমাদের পরিকল্পনা নেই। তারপর মাননীয় সংকার বললেন আমরা বিবেচনা করছি কি ভাবে করা যায় ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে,

এক্সপার্ট দিয়ে। কিন্তু এই ব্রীজটা করা হচ্ছে না। না হয় এই ব্রীজটার জন্য ২৫ লক্ষ, ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হলো। কিন্তু এদিকে বাজেটের কোটি কোটি টাকা নয় ছয় হয়ে হচ্ছে। তখন কিছু নয় না। এই ৪ বছর ধরে একটি রাস্তাও হয় নি। গাড়ী সেই সমস্ত রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না। পি, ডব্লিউ, ডির কোন সাফ এই রাস্তা সম্বন্ধে কোন দিন কিছু বলেননি। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই রাস্তা দিয়ে অহরহ যাতায়ত করেন. উনিও কিছু বলছেন না। কেন বলবেন, কারণ যারা কন্ট্রাকটারি করেন তাঁরা তো উনাদেরই দলের লোক, উনাদের পেটোয়া লোক। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, চন্দ্রপুরের অনিল সরকার ৪ বছর ধরে তিনি কোটি কোটি টাকার কন্ট্রাকটরি করছেন। তিনি এখন চারতলার ফাউণ্ডেশ্যান দিয়ে ৮ কোঠার একতালা বাড়ী কমপ্লিট করেছেন। উনাদের দলের পেটোয়া লোকদের লালন পালন করার জন্য।

এই হচ্ছে অবস্থাটা। আমি তাদেরকে আজকে আবার অনুরোধ করব, আমাদের পি. ডব্লিউ, ডি, মিনিষ্টার তথা অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব, এই গোমতী নদীর উপর বদর মোকাম ঘাটের উপর যে পুলটা এইটা ঠিক করার জন্য। এইটা দিয়ে প্রতি বছর দুই একজন লোক মারা যায়। সমীরবাবু যখন পি. ডব্লিউ. ডি, মিনিষ্টার ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন এইটা বর্তমান বাজেটে ধরে দেব। . আমি ওনাকে বলব রাস্তা ঘাট না করলে না করলেন, রাস্তা নষ্ট থাকলে মানুষ অন্তত হাতরে হলেও চলতে পারবে, কিন্তু পুলটা ভাঙ্গা থাকলে মানুষের পক্ষে চলাফেরা করা কষ্টকর হয়, না দেখে পড়ে গেলেতো একেবারে জলে পরে যাবে এবং জলের অতলে তলিয়ে যাবে, আমি ওনাকে অনুরোধ করব এবং আশা করব তিনি এবার এইটা করার জন্য চেষ্টা করবেন। এইটা কথা আমাদের কাশীবাবু এবং নগেন্দ্রবাবুও জানেন, অবশ্য এখন তাদের মনে আছে কিনা কে জানে, কারণ এখন তো ওনারা গাড়ী করে চলাফেরা করেন। আমাদের আর একটা কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নং ৪১ এর মেজর হেড ৪২১৫ এ. এখানে উদয়পুর শহরে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল পেঁৗছে দেওয়ার ব্যর্থতার প্রতিবাদে এই কাট মোশানটা এসেছে। আমাকে গত দুই বিধানসভা আগে যে বিধানসভা হয়েছিল যখন জহরবাবু ছিলেন সেটার মিনিষ্টার, তখন তিনি বলেছিলেন এটা করার জন্য আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। একটা আমরা করব উদয়পুরে, আর একটা করব ধর্মনগরে এবং এইটা করার জন্য আমাদের বাজেটে ১৭ লক্ষ টকা ধরা আছে, এইটা করে বাড়ী বাড়ী জল সাপ্লাই করা যাবে। স্যার, এই বাড়ী বাড়ী জল সাপ্লাই নেওয়ার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে কথা হয়েছিল যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের টাকা দিলে এইটা করে দেওয়া হবে। আজকে ৪ বছর হয়ে গেল কিছুই করা হল না, এইটা কি চাপা পরে গেল না

কি ? এখন এইটার যে মন্ত্রী আছেন আমি ওনাকে অনুরোধ করব এইটা করে দেখার জন্য কারণ, আমরা সেখানে গেলেই মানুষ আমাদের বলে যে এইটা করে হবে, আপনারা কি এইটা নিয়ে কোন কথা বলেন না তাদেরকে, আমরা বলি আমরা বললে কি হবে, আমাদের কথামত কি ওনারা কিছু করবেন। স্যার, একটা কথা আমরা আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমরা বিরোধী ব্যাঞ্চে বসে যে সব কথা বলি সেগুলি সবগুলিই তথ্যপূর্ণ কথা বলি, আর আপনারা আলতু ফালতু কথা বলে সেগুলিকে চাপা দিয়ে দেন। আপনাদের শুধু একটাই কথা যে সি. পি, এম, এইটা করেছে এটা করেছে, সি, পি, এম, কি করছে না করছে সেটা নিয়ে শুধু আপনাদে চিন্তা, আপনারা কি করছেন তার কোন চিন্তা নাই শুধু বলবেন সি, পি, এম, এই করছে ঐ করছে

শ্রীজহর সাহাঃ - স্যার, উনি কিছু না জেনেই কথা বলছেন, এইটার কাজ শুরু হয়ে গেছে তিনি কোন খবর রাখেন না, এইটার কাজ প্রায় ৮০ পারসেন্ট-এর মত হয়েগেছে।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা ঃ — আমার এখানে আরেকটা কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার-১১ মেজার হেড ২০৫৫ -

জোট সরকার কর্তৃক পুলিশ ও মোবাইল টাস্কফোর্স'কে নিস্ক্রিয় রেখে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত রেখে ব্যাপক বাংলাদেশী ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ করে দেওয়ার নীতির প্রতিবাদে।

স্যার, এইখানে দিনে রাত্রে যেভাবে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করছে আশঙ্কা জনক। গ্রামে পাহাড়ে গেলে দেখাযর (শহরে নয়) নতুন নতুন বাড়ীঘর বস্তী গড়ে উঠেছে। জিগ্যেস করলে বলে যে আমরা কোথা থেকে এসেছি সেটা বলতে পারব না। কাজেই, এই হচ্ছে পরিস্থিতি। এইখানে বাংলাদেশের বর্ডারে যারা ডিউটিরত আছে তারা যদি ঠিকমত পাহারা দিত তাহলে আর এই অনুপ্রবেশ ঘটতো না। আজকে এই অনুপ্রবেশের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ফলে আপনারা যত টাকাই বাজেটে ধরুন না কেন তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ৪০ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকারও দেখা যায় হাজার কোটি টাকার ঘাটতি মেটাতে হত সরকার টাকার নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়বেন এবং তাতে মুদ্রাস্ফীতি প্রবল আকার ধারন করছে।

কা.জই এখানে যে টাকার বাজেট ধরা হয়েছে সেই টাকা যদি জনগনের জন্য তাদের

কল্যানের জন্য ব্যায় করা হত তাহলে আমরা এই বাজেটকে নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। কিন্তু এই টাকা দিয়ে জনগনের কোন স্বার্থ রক্ষিত হবে না, এই টাকা দিয়ে মন্ত্রীরা বিধায়করা তাদের অনুচররা নিজেদের পকেট ভরছে, বাড়ী করবে, দিল্লী গিয়ে বিলাসিতা করবেন, আরামে সেখানে থাকবেন ফুর্তি করবেন। এই চার থেকে সারে চার বছর হয়ে গেছে আপনাদের জোট সরকার এসেছেন এরমধ্যে আপনারা জনগনের টাকা পয়সা কিভাবে লুট করেছেন, নিজেরা ভোগ করছেন সেটা আমরা দেখেছি, জনগন দেখেছে। আর বাকি পাঁচ ছয় মাসে যে আপনারা কি করবেন সেটা ভেবে আমাদের আশংকা হচ্ছে। কাজেই, এই বাজেট যে টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা জনগণের কোন কাজে লাগবে না, তাদের কোন উন্নতি হবে না তাই আমি সমর্থন করতে পারছিনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সে সমস্ত কাট মোশানগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) **:** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে আজকে যে ব্যয় বরাদ্দ এসেছে সে সমস্ত ব্যয়-বরাদ্দের বিরোধীতা করে এবং আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সকল কাট মোশানস্ আনা হয়েছে সে সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

স্যার, ১৯৯১-৯২ সালে যখন এই হাউসে জোট সরকার বাজেট পেশ করেন তখন আমি বলেছিলাম যে, এই বাজে ত্রিপুরার গরীব মানুষকে হাতে এবং ভাতে মারার বাজেট। এবং সেটা প্রমাণিতও হয়েছে। আর এইবার যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার সঙ্গে আরেকটু যুক্ত করছি যে এই বাজেট হচ্ছে গরীব মানুষকে হাতে, ভাতে এবং পথে মারার বজেট। কেন বলছি কারণ, এমনিতে তো ওদের বিদেয় নেবার সময় হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারে, নরসিমা রাওয়ের যে বাজেট কারছেন বা অর্থ সংগ্রহ যেভাবে করেছেন সেটা সবাই জানেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল উনার ভাষণে অনেক কথাই বলেছেন। আমাদের বাবা শাকি চীন। আমি বলছি যে আপনাদের জ্যাঠামশাইয়ের গুণ গাইতে গাইতে তো আর শেষ করছেন না। আমি মাখন চক্রবর্তী দিল্লীর দরজা লাড়িয়ে রেখে এসেছি যে নরসিমা রাও ঝুলছেনা হ্যাংগিং অবস্থায় রয়েছে। সরকারটা ঝুলছে। কাজেই চাচাই যদি চলে যায় তাহলে অভিজ্ঞতা এখানে

করবেটা কি ? এটাই আমি সমীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। ভাণ্ডিতা তখন আর থাকবে না।

স্যার, একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে, আমার বাপ-ঠাকুরদা যে পদবী কোন দিন পান নাই সেই পদবী গতকাল এই হাউসে আমি পেয়েছি এবং সেইজন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাকে ঠাকুর বলা হয়েছে। আমাকে বলা হয় চুল্লা ঠাকুর, কখনও বলে পেটলা ঠাকুর আমার কখনও বলে ভিখারী ঠাকুর। হ্যাঁ আমি বলছি আমি ভিখারী। আমি একজন ভিখারী ঠাকুর। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আর আমার বাড়ী ছিল রসুলপুর। গতকাল মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু আমার সম্পর্কিতো অনেক কথাই বললেন। স্যার, ভিক্ষা করেই আমি বড় হয়েছি। আমাকে ভিক্ষা করতে হয়েছে। ১৫ বছরের বেশী সময় ধরে আপনাদের বিরুদ্ধে আমার চুঙ্গা ফুঁকতে হচ্ছে। আমি সিন্ডারের বাচ্চা না। আমি গরু চুব না। আমার কর্মজীবন দেখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, গয়াংফাং চলুন। কল্যাণপুরের গয়াংফাং, সেখানে আমি নিজের হাতে স্কুলটি করেছিলাম। সেটা প্রাইমারী থেকে সেনিয়ার বেসিক হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাও অনুরোধ রাখব যে আমার এই স্কুলটিকে হায়ার সেকেণ্ডার করার ব্যবস্থা করুন। গ্রামের লোক উপকৃত হবে। সেই স্কুলে আমাকে মাষ্টারী করতে হয়েছে। কাজেই, আপনারা আমাকে কি উপাধী দিলেন সেটা আপনারাই উপলব্ধি করুন না। এ. ডি. সি. এলাকার ভিতর অঞ্চলে আমার এই স্কুলটা রয়েছে। সেটাকে হায়ার সেকেণ্ডারী করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

এই মাখন চক্রবর্তী ১৫ বছর যাবৎ কল্যাণপুরের মাটিতে বুক শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে কল্যাণপুরের মানুষ সেই জবাব দেবে। ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সকলেই এর জবাব দেবে। আজকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতে গিয়ে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী স্ব-গর্বে বলেছেন যে একমাসের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। স্যার, উনার চেলেঞ্জ শুনে আমার ছোট্ট একটা কথা মনে পড়ছে। আমরা শুনেছি আগে কুমারী বিবাহের প্রথা ছিল ৯ বছরের মেয়েকে বিবাহ দিত। এটা নাকি ধর্ম ছিল। এই রকম ৯ বছরের কুমারী শ্বশুড় বাড়ী গেছে কিন্তু সে কাপড় পড়তে পারে না কোমরে পেচিয়ে কোন রকমে গেল। কিন্তু কুমারী মেয়ে মাথায় ঘুমটা দিবে কিভাবে ? এই বৌ একদিন বাচ্চাদের সঙ্গে খেলার সময় শ্বাশুড়ী বলে ওগো বৌ তো ভাসুর আসছে। যেই এই কথা শুনল তখন কমোরে বাধা কাপড়টি খুলে মাথার মধ্যে দিয়ে দিন। এই হল অবস্থা। আজকে কাপড় নেই। আজকে উনি চেলেঞ্জ

দিচ্ছে এক মাসের মধ্যে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি খুব ভালো। লজ্জা নেই। আজকে কাপড় নেই, বস্ত্র নেই চেলেঞ্জ দিচ্ছে, লজ্জা নেই। গতকাল ছেছুড়িয়া বাজারে ঐ গর্জী বাজারে খুন হল। উনি বলছেন আইন শৃঙ্খলা খুব ভালো। আজকে সেই খতিয়ানে প্রমাণিত হচ্ছে না যে, এই ৩০ দিনের মধ্যে ৩১ টা খুন, ৩৭টা নারী ধর্ষন গতকাল বলেছি, আজকেও বলছি। ৯টি অস্ত্র লুট, জোওয়ানের মৃত্যু ওদের দুঃখ নেই, আবার চেলেঞ্জ করে লজ্জা থাকলে এই কথা বলত না।

তারপর স্যার, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তথ্য চেয়েছিলাম যে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন নারী ধর্ষন হয়ে খুন হয়েছে? উত্তর দিলেন তথ্য সংগ্রহাধীন। কতজন নারী ধর্ষণ হলো এটার কোন তথ্য নেই এই হল তাদের আইন শৃঙ্খলা।

তারপর কৃষি সম্পর্কে এই বাজেটে বলা হয়েছে জল সেচ নিয়ন্ত্রন করে আমরা স্বয়ংভরতা অর্জন-এর জন্য জোরদার করব থাচ্ছে। তারপরে এই মাঝারি সেচ প্রকল্প, এই গোমতী প্রকল্প, চাকমা ঘাট, খোয়াই প্রকল্প, নাল কাটা প্রকল্প এই তিনটা কবজ দিয়ে কতদিন জল খাবেন? এখানে সেইদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে, এবার কোন মাঝারী সেচ প্রকল্প আছে? বলল যে না একটাও নেই। ঠিক এই ভাবে স্যার, জবাব দিয়েছে। তারপর প্রশ্ন করেছিলাম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প এই রাজ্যে কি অবস্থা, কতটা হবে? এটার স্যার, জবাব পেয়েছি ৬০টা প্রকল্পের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২১টা চালু আছে আর ৩৮টা খনন হয়। এরমধ্যে স্যার, আমার খোয়াই বিভাগে আছে ১৭টা ডিপ-টিউব-ওয়েল। এরমধ্যে এখন ১০টা অ.কেজো, মন্ত্রী বলেছেন ৭টা, আমি বলেছি ১০টা অকেজো একটাও চলেনা।

গতকাল কৃষিমন্ত্রী বলেছেন যে, উপজাতিদের জন্য স্থায়ী সম্পদ করেছে। আজকে আমি বলতে চাই যে, উপজাতিদের স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী শান্তি করেছে। এটা কোন শ্মশানের শান্তি? আজকে উপজাতি এলাকায় যে, পরিস্থিতি স্যার, আপনিও জানেন আগের কথা বাদ দিলাম এখানে ১৬টি নাম আছে তারা আজকে কি দশা। তাও আছে?

এই যে ১৬টি নাম আমি পড়ছি,

১। সীতাবতী দেববর্মা (৪৫) ২। উদিতা দেববর্মা (৫০)
৩। চিকন্তী দেববর্মা (৪) ৪। মুনখুড়ী দেববর্মা (২)

৫। পরিতোষ দেববর্মা (৩) ৬। সন্ধ্যাবালা দেববর্মা (৪)
৭। সবিতা দেববর্মা (২) ৮। হেমমালিনী দেববর্মা (৯)
৯। তখিরাম দেববর্মা (৭) ১০। শংকর দেববর্মা (৬)
১১, লক্ষীরাণী দেববর্মা (২৮) ১২। দ্বিজেন্দ্র দেববর্মা (৭)
১৩। স্বপ্না দেববর্মা (৫) ১৪। সবিতা দেববর্মা (৩)
১৫। মুক্তি দেববর্মা (৬) এবং অনিমা দেববর্মার ঘরে ৬ জন। এখানে স্বীকার করেছে রবীন্দ্রবাবু যে এরা অনাহারে মরেনি এরা মরেছে রোগে রোগ কি সব উপজাতীদের ঘরেই ?

কাজেই, স্যার, এক শ্মশানে মিলন, এই মিলনের মধ্যেই আমরা আছি। কাজেই, এই অবস্থায় আজকে কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে. তিনি উপজাতীদের জন্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। স্যার এটা কোন অবস্থাতেই মানা যায় না। কারণ, অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই, এই অবস্থায় কৃষি মন্ত্রী যে বাজেট করেছেন এটাকে আমি কোন অবস্থাতে মানতে পারি না। গত কালকে কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি উপজাতি এলাকায় টিলা জমিতে পর্যন্ত জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন. আমি সর্বং এর কথা, এই সর্বং ছড়ার সমস্ত বাঁধ সমস্ত ট্রাইবেল এলাকায়। এই বিধানসভায় আমি বলেছিলাম পরে মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন তার উদ্বোধন করবেন। গত বৎসর বাজেট অধিবেশনের পর সুধীর মজুমদারকে দিয়ে এর উদ্বোধন করালেন কিন্তু কৃষি মন্ত্রীকে ছাড়া। সেখানে সুধীরবাবুর নাম পাথরে খুদাই করে লেখা হল। এত বড় পাকা নালা হওয়ার কথা যেখান, সেখানে তিনটা পলিটিন সিট দিয়ে একটু গর্ত করে জল নিয়ে আসেন। এই বুঝি উপজাতি এলাকার জন্য ? এই বুঝি বাজেট ? তিনি সেখানে বলে এসেছিলেন যে কিছু দিনের মধ্যে তাদেরকে জাল দেবেন, নৌকা দেবেন এবং তাদেরকে ঘর তৈরী করে দেবেন কিন্তু, আজ পর্যন্ত তাদের জন্য কিছুই করা হল না। যা তাদের আশা দিয়েই আসলেন। কাজেই, এই অবস্থায় সমর্থন করা যায় না। অন্যদিকে পানীয় জল, পানীয় জলের সাঙ্ঘাতিক করুণ অবস্থা স্যার।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, যদি কোন সদস্য হাউসে না থাকে তাহলে এইভাবে উনার বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না। এটা নিয়ম নয়, স্যার।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : উনি আছেন, উনার সই আছে, উনি সই করেছেন। স্যার, গত

১০ই ফেব্রুয়ারী কল্যাণপুরে এই ১১ই ফেব্রুয়ারী তেলিয়ামুড়াতে পানীয় জলের জন্য আমরা বি, ডি, ও, এর কাছে কাছে ডেপুটেশান দিয়েছি। সেই ডেপুটেশানে কোন জায়গায় টিউওয়েল নষ্ট কোন জায়গায় রিংওয়েল নষ্ট তার সমস্ত কিছু তথ্য আমরা দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা নেই। সাঙ্ঘাতিক করুণ অবস্থা স্যার। সমগ্র এলাকায় যে সমস্ত রিংওয়েল ও ডিপওয়েল ছিল। সব নষ্ট হয়ে আছে। এই অবস্থার মধ্যেও কোন ব্যবস্থা নেই। মৎস্য চাষ। চিংড়ি মাছের জন্য কালকে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, আর অন্যদিকে 'স্যন্দন' পত্রিকায় খবর বেরুল ৪ঠা এপ্রিল, যে মৎস্য চাষে পুকুর চুরি। ৩ লক্ষ টাকার গলদা চিংড়ি ত্রিপুরায় এসে কচু হয়ে গেছে। এটা 'স্যন্দন' পত্রিকার খবর। মন্ত্রী কোন প্রতি উত্তর নেই। আজকে এইভাবে তারা মৎস্য দপ্তরকে লুটপাট করে খাচ্ছে। শিক্ষা স্যার, শিক্ষা সম্পর্কে কি বলব। শিক্ষা সম্পর্কে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। পাঠ্য পুস্ত কেলেঙ্কারীতে অনেক ছাত্র ছাত্রীর জীবন নষ্ট হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী গত চার বৎসর যে বেইমানী করেগেছেন ত্রিপুরার বুকে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্যার, অনেকগুলি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। মোট ১০৪টা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। স্যার, দ্বাদশ এবং হাই স্কুল মিলে মোট ২৯২টা স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। এখন কি করবেন নুতন মন্ত্রী তা জানি না। অন্যদিকে পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আর কোন হাই স্কুলকে দ্বাদশ স্কুলে উন্নিত করা হবে না। এই হচ্ছে উত্তর। প্রশ্ন ছিল যে ষড়ময়দান হাই স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেনী স্কুলে রূপান্তর করা হবে কি না। তা হলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা থেকেও বিদায় নিতী। আজকে সব জায়গায় বিদায় নিতী। অন্য দিকে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের ও একই অবস্থা।

আজকে সব থেকে বিদায় নীতি। স্যার, আমরা পচে মরতাম না। অন্যদিকে স্বাস্থ্য এই সাস্থের কি অবস্থা স্যার, আমাকে আর দুইটা মিনিট সময় দিন। স্যার, এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বার বার বলেছেন, এই দেখুন স্যার, আমার কাছে প্রশ্ন আছে গত ১৩২.৯১ এর প্রশ্ন সেখানে বলছে কল্যাণপুরে ৯৯ সংখ্যা আছে, ১৩.২.৯১ এর প্রশ্ন আজকে আর ২৫.৩.৯২ এ বলতে হবে না, কারণ কি কথা আমরা শুনলাম, স্যার, মানুষ না খেয়ে মরল, স্যার, তারা আমাদের পথে মারল তারা সেখানে টাকা টাকা বলে এত সহজ হবে না। সেইভাবে স্যার আজকে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে কি হবে না, আমি যদি বলি পঞ্চায়েত দপ্তরই নাই তারা সাঙ্ঘাতিক চিল্লা চিল্লী করবে। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে ইহা কি সত্য আগামী মে মাসে নির্বাচন হচ্ছে? স্যার, কি অপরাধে আমার প্রশ্নটা বাদদিয়ে দিল, স্যার আসলে আমি চিন্তা করলাম পঞ্চায়েত দপ্তর নাই, আছে একটা লুটপাট দপ্তর। সেই লুঠপাট দপ্তর থেকে যদি প্রশ্ন উত্তরটা আসল না। তবে

তবে স্যার, রিগিং রিগিং রিগিং, রিগিং আমরা বলছি না, রিগিং তারা বলছে। এই সংগঠনিক নির্বাচনে তারা রিগিং এ কথ বলছে, সমীরবাবু করে রিগিং, সুধীরবাবু করে রিগিং। আমি পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেকের নাম উঠে নাই আমি অনেকের নাম দিয়েছি, কোন কোন গ্রামের কোন জায়গায় তা উঠে নাই।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার আর একটা পয়েন্ট সমাজ শিক্ষা সম্পর্কে স্যার। সমাজ শিক্ষা আজকে অসমাজ শিক্ষাতে পরিণত হয়েছে, সমাজ শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু নেই। বুড়া বুড়ী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই লেখা পড়া কিছু নেই। সমস্ত সমাজ শিক্ষা আজ গেছে ঐ মস্তান শিক্ষার মধ্যে। তাই আমি কোন মতেই এই অতিরিক্ত বাজেটকে সমর্থন করতে পারে না। তাই আমি আমার বিরোধী পক্ষের কাট মোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্যটা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীবীরজিৎ সিংহা (মন্ত্রী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এবং বিরোধী পার্টি যে কাট মোশান এনেছেন তার তিব্র প্রতিবাদ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব শ্রমিক মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য দুইটি প্রকল্প চালু আছে—একটি জহর রোজগার যোজনা আর একটি এস, আর, ই, পি. এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি গরীব শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এবং ত্রিপুরার কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৮২ জন. এই শ্রমিকদের অগ্রাধীকার ভিত্তিতে কাজের সংস্থান করা হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে যে রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক তাদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা আছে, গরীব, বেশী গরীব, বেশী বেশী গরীব। বেশী বেশী গরীবকে অগ্রাধীকার দেওয়া হয়ে থাকে। এই কেটা গরীতে শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। গেল বছর এস, আর, ই, পি এবং জহর রোজগার যোজনাতে ১১ কোটি ৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৯কোটি ৯২ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় হয়েছে।

৪১ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, ২৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৮ কে, জি,

চাউল সরবরাহ করা হয়েছে। অতিরিক্ত যে টাকাটা এখনও রয়েছে, তা, দিয়ে আরও ৯ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা যাবে বলে আশা করা যায়। এটা ঠিক যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমিকের সংখ্যা এত বেশী, এই টাকায় সেটা কুলায় না, আরও অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন আছে। তা সত্বেও যে টাকা ধরা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তারা কাট মোশান এনেছেন, এর মধ্যে কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না, যেখানে আমাদের আরও বেশী করে টাকার প্রয়োজন, সেখানে এর বিরোধীতা করার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভঃ এর সময়ে আমরা দেখেছি যে তারা গ্রামে যে কাজ দিয়েছে, তা পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দিয়েছে, যারা মিছিল মিটিং এ যাবে, তাদের কুপন দেওয়া হত, আসলে কোন কাজই করানো হত না। আমরা এসে সেই প্রথাটা তুলে দিয়েছি, এখন রাজনৈতিক ভেদা ভেদ তুলে দিয়ে সবাইকে কাজ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতগুলিতে দূর্নীতি হচ্ছে, কিন্তু আমি বলব যে আমাদের আমলে পঞ্চায়েতগুলিতে কোন দূর্নীতিই হচ্ছে না, সেখানে পঞ্চায়েতগুলিতে কাজ করার জন্য এ্যাডিশান্যাল বি, ডি, ও এবং বি, ডি ওকে অথরাইজ করা হয়েছে, আর যেটা পঞ্চায়েত কমিটি রয়েছে, সেটা শুধু ঐ বি, ডি, ওকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এরপরেও যদি এরা অভিযোগ করেন, কোথায় কি দূর্নীতি হচ্ছে, আমরা সেটার তদন্ত করে দেখব, এবং যারা দোষী তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আজকে ৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে আমরা সরকারে এসেছি, তারা আগে যে সব দূর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন, আমরা সেগুলির তদন্ত করে দেখেছি, কিন্তু কেউ দোষী প্রমাণিত হয়নি। আমরা এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছি যে আগামী এপ্রিল মাসে পঞ্চায়েতের নির্বাচন করা হবে এবং তার আগে নির্বাচনের জন্য যাবতীয় কাজ কর্ম সেরে ফেলা হবে। আমরা আশা করছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যারা প্রতিনিধি হয়ে আসবে, তাদের হাতে যদি গ্রামের ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়, তাহলে গ্রামের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব, এই বিশ্বাস আমাদের আছে, অবশ্য তার জন্য বিরোধী দলের সহযোগীতারও প্রয়োজন রয়েছে। ওনারা এখন থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ভোটার লিষ্ট হচ্ছে, তাতে অনেক বিদেশীর নাম উঠানো হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত এমন একটি অভিযোগও আমাদের কাছে আসেনি, এবং যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাদের কাছেও আসেনি, যদি সত্যি আসে, তাহলে আমরা সেটার তদন্ত করে দেখব। কাজেই, আপনাদের যে অভিযোগ এখানে করছেন, এর মধ্যে কোন সত্যতা নাই, এবং আমার বিশ্বাস যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনারা গ্রাম থেকেও মুছে যাবেন। সমতল থেকে তো ইতিমধ্যে আপনারা উৎখাত হয়ে গিয়েছেন, এখন পাহাড়ী অঞ্চলের কিছু

জায়গা আপনাদের রয়েছে, যেখানে এ, টি, টি, এফ আপনাদের সাহায্য করছে, ফলে আমাদের উপজাতি যুব সমিতির কিছু কর্মীকে আপনারা সেখানে হয়রানি করছেন, বিশেষ করে কৈলাশহরের গণ্ডাছড়া, গোবিন্দবাড়ীতে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তার প্রত্যেকটির সাথে আপনাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা জড়িত রয়েছে, এই ধরণের রিপোর্ট আমাদের সরকারের কাছে আছে। কাজেই আমি মনে করি, এসব করে আপনারা আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মন জয় লাভ করতে পারবেন না, ১৯৮০ সালেই আমরা দেখেছি আপনাদের বামফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা হয়েছিল, কত রাজনৈতিক কর্মীকে আপনারা খুন করেছেন, আমাদের কংগ্রেসেরও প্রায় দুই হাজার কর্মীকে আপনারা খুন করেছেন।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আপনারা কিভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। কত লোককে হত্যা করেছেন। প্রায় দুই হাজার যুব কংগ্রেস কর্মীকে সেইদিন আপনারা হত্যা করেছিলেন। এ, ডি, সি, নির্বাচনে কত লোককে হত্যা করেছেন? আপনাদের রক্ত চক্ষুকে ভয় না পেয়ে ত্রিপুরার মানুষ আমাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছি। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে চিনেছে, তারা এখনও ভুলেনি। আপনাদের দশ বছরের শাসনে তারা আপনাদেরকে চিনেছেন। মাননীয় সদস্য রশিরাম দেববর্মা ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় উনার বাড়ীর আশে পাশে কত ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল, সেটা ত্রিপুরার মানুষ ভুলেনি। গণতন্ত্রকে আপনারা হত্যা করেছিলেন। দশরথবাবু, নৃপেনবাবুদেরকে সেইদিন প্রয়াতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রাণ ২৭ হাজার মিলিটারী দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। কাজেই আপনারা এখানে চিৎকার করবেন না। আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ নই। আমাদের কর্মীরা অত্যন্ত শান্ত। তারা গণতন্ত্রকে মানে। আমি আপনাদের কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। গ্রামে যারা ভূমিহীন গরীব মানুষ রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা দুই হাজার টাকা করে দিচ্ছি। যেটা বামফ্রন্টের আমলে ছিল এক হাজার টাকা। রাজস্ব বিভাগে আমি বলতে চাই পুন জরিপের কাজ ১৯৭৮ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে চলে আসছে। এর মধ্যে ৫১৯ রেভেনিউ ভিলেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪২টি ভিলেজের কাজ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হবে বলে আমি আশা করি। আমি এর আগেও বলেছিলাম যে জনসাধারণের জমির রেকর্ড কমপিউটারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং দুই মিনিটের মধ্যে সেই রেকর্ড পাওয়া যাবে। সেই রকম ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আমরা ওয়াকফ বোর্ডের বরাদ্ধ বৃদ্ধি করেছি যাতে সংখ্যালঘু মুসলমান জনগণ তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে কোন অসুবিধা না হয়। সেই জন্য ওয়াকফ বোর্ডের বরাদ্ধ বৃদ্ধি করেছি।

কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর দেখেছি, বামফ্রন্টের আমলে ছিটে ফোটা দেওয়া হয়েছিল। আমার কাছে বহু তথ্য আছে। ১৯৮১-৮২-৮৩ সালে আমরা দেখেছি ২/৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হত ওয়াকফবোর্ডে'কে এক বছরে। আমরা ১৪/১৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করেছি ওয়াকফ বোর্ড'কে। ওয়াকফ বোর্ড'কে এই বরাদ্দ দেওয়া ছাড়াও মাদ্রাসা মকতব ইত্যাদির গৃহ নির্মাণ কিংবা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ আর, ডি, দপ্তরের মাধ্যমে করা হয়েছে। ত্রিপুরার সমস্ত স্তরে, গ্রামীন উন্নয়নের জন্য আমাদের অব্যাহত রয়েছে। রাজস্ব বিভাগে এবারের বরাদ্দের উপর বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তার আমি প্রতিবাদ করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার' ১৯৯২-৯৩ সনে রাজস্ব বিভাগের প্ল্যান বাজেটে ২ কোটি ৪১ লক্ষ, ৪২হাজার টাকা,এবং, নন-প্ল্যাণ খাতে, ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত বাজেটে খরচ ধরা হয়েছে, ১৫ কোটি ৯২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আয় ধরা হয়েছে ২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। কাজেই এই রাজস্ব বিভাগের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে তার বিরোধীতা আমি করছি। রাজস্ব বিভাগের যা খরচ ধরা হয়েছে তার থেকে দ্বিগুণ ধরা হয়েছে আয়। কাজে কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯২-৯৩ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে তার প্রতি বিরোধীতা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছামনু) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, এখানে বাজেটে। উপর দপ্তর ওয়ারী যে আলোচনা তার বিরোধীতা করে এবং আমার বিরোধী দল থেকে এর উপর যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ত দপ্তর বলে কোন দপ্তর বর্তমানে আছে বলে আমার জানা নেই। গত চার বছরে এই দপ্তরের অস্তিত্ব আমরা কোথাও দেখতে পাইনি। স্যার, দীর্ঘ-দিনের রাস্তা, মনু শাখাব বোড। কিন্তু সেখানে কোন কাজই হয়নি চার বছরে। রাস্তা ঘাট থেকে আরম্ভ করে ব্রীজ কিছুই হয়নি। আজকে সেখানে মানুষতো দূরের কথা হাতীও হাটতে পারে না। সিন্ধুকুমার-ছৈলেংটা এই রাস্তার গাড়ী চলাচল বন্ধ। আগে যেত। ধূমাছড়া-ব্যাঙ-ছড়া হয়ে যে রাস্তা সেটা দিয়ে কোন গাড়ী যাওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। এটাও পি, ডব্লিও, ডি,-এর রাস্তা। আমাদের সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখলও এই রাস্তার কথা জানেন।

উনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। উনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। কল্যাণীছড়া থেকে কাঁঠালছড়া যাওয়ার যে রাস্তা ছিল সেটা আজ অচল। কাজেই এই যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে পি. ডব্লিও, ডি এর কোটি কোটি টাকা যা বাজেটে রাখা হয়. সেই টাকা কোথায় যায়? মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, তার খোঁজ আমরা পাই না। সে জন্যে কি ভাবে এই বাজেটকে সমর্থন করব? দোষ ত্রুটি অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু আগামী দিনে তা কাটিয়ে উঠার নিশ্চয়ই চেষ্টা থাকবে। এই সব জিনিস দেখা দরকার। মানিকপুর রাস্তার কথা বলে লাভ নেই। সেখানে রাস্তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে আছে। জীপও যেতে পারছে না।

কাজেই এই যে রাস্তাটা সেটা আমরা প্রথমে সলিং করেছি তারপর মেটেলিং করেছি। ছামনু রাস্তাটা আগে কি ছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই রাস্তাটাকে আমরা কি করেছি এবং বর্তমানে সেটা কি অবস্থায় সেটা আপনাদের দেখা দরকার। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরাতে যথেষ্ট উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছিল। এবং সেই সমস্ত সম্পদগুলিকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজনীয় খরচ করা দরকার সেগুলিও আপনারা করছেন না। স্যার, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় এখানে হিসাব দিয়েছেন যে ১৮১টা স্কুলে মিড-ডে-মিল দেওয়া হয় না। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেই সমস্ত জায়গায় আদৌ কোন স্কুল ঘর আছে কিনা, এই জোট সরকারের রাজত্বে। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে স্কুল ঘর আছে কিনা, স্কুল আছে কিনা সেটা আগে দেখা দরকার। যে সমস্ত স্কুল ঘরগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে করা হয়েছিল সেগুলির কিছু কিছু কাঁচাঘর করা হয়েছিল। সেই সমস্ত স্কুল ঘরগুলিতে যে কাঠের পালা দেওয়া হয়েছিল, কাঠের পালাতো বেশীদিন টিকে না। প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর সেগুলিকে মেরামত করা দরকার। প্রয়োজনীয় মেরামত করলে তবেই এই সমস্ত ঘরগুলি টিকে। কিন্তু আপনাদের আমলে সামান্যতম মেরামতিও আপনারা করেন নি। স্যার, ছামনু ইনপেক্টরেটের অধীনে দেড়শত থেকে দুইশত জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। আমিও এখানে বারবার বলেছি যে, ঐ সমস্ত স্কুল ঘরগুলিকে মেরামত করা অত্যান্ত জরুরী, এবং অনেক স্কুলেই শিক্ষক মশাইরা যাচ্ছে না। কিন্তু আপনারা বারবার এ, টি, টি এফ এর দোহাই দিচ্ছেন। কিন্তু আমার তিন জামাই (মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা)-এর শ্বশুর বাড়ীর সামনে তো কোন এ, টি, টি, এফ নাই। সেখানে স্কুল ঘরগুলি মেরামতি হচ্ছে না কেন? আসলে আপনারা সারা ত্রিপুরাবাসীর জন্য কাজ করছেন না, করছেন কিছু দালালের জন্য। এটাই আজকে প্রমানিত হয়েছে। স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পের মধ্যে অনেক কাজ উনি করেছেন, বহু সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কি সম্পদ সৃষ্টি করেছেন? না, উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ীর ঘর তৈরী করেছেন। এই স্থায়ী

সম্পদগুলিই আপনারা করছেন। আপনাদের উন্নয়ন কমিটির যে সমস্ত চেয়ারম্যানদের বুদ্ধি আছে একমাত্র তারাই নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। যাদের বুদ্ধি নেই তারা কিছুই করতে পারে নি। ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য আপনারা কোন কাজ করেন নি। আমি আপনাদেরকে বার বার বলছি চলুন আমার সাথে গ্রামে, আপনারা কি কাজ করেছেন আপনারা নিজেরাই দেখুন। কিন্তু কই আপনারাতো যাচ্ছেন না। কারণ আপনাদের সাহস নেই। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে বলেছেন আমরা নাকি রিগিং রিগি, বলে চীৎকার করছি, আমরা নাকি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমি উনাকে বলতে চাই উদ্বিগ্ন আমরা না, আপনারাই হবেন। যদি আমরা এলাকায় আপনারা নির্বাচন করেন তাহলে আপনারা ৪/৫ জনের বেশী জিততে পারবেন কিনা সন্দেহ। কারণ আপনাদের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানরা যে ধরণের কাজ করেছেন, তাতে এলাকাবাসী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ আপনাদের উপর। জনগনের ভোটে আপনারা কোন দিন জিতে আসতে পারবেন না। আজকে কংগ্রেস(ই) ই হোক, যুব সমিতিই হোক, দলবাজী ছাড়া আপনাদের কোন কথানেই। সারা ত্রিপুরাতেই আপনারা দলবাজী করে যাচ্ছেন।

স্যার. আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দলবাজী ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এন. আর, ই, পি, এস, আর, ই, পির কোন কাজ হচ্ছে কি? হচ্ছে না। অনেক সময় এমন হয় ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে কিন্তু পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর সেখানে কাজ দেওয়ার কোন ক্ষমতা থাকে না। উনি কেবল টাকা তুলে এনে বিলি করেন। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কি এই ব্যাপারে লক্ষ্য করেছেন। কাজেই কংগ্রেস(ই) ই হোক আর কমিউনিষ্ট হোক যিনিই ক্ষমতায় থাকুন উনার সেটা বন্ধ করা উচিত। ক্ষমতায় থাকলে নিজের দলের লোকই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন এটা হওয়া উচিত নয়। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তিনি চিৎকার করছেন যে, উপজাতিদের জন্য বিরাট সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কি সেই সম্পদ? এই সম্পদের জন্য উনাদের মিজোরাম চলে যেতে হচ্ছে, বাংলাদেশে চলে যেতে হচ্ছে নাগাল্যাণ্ডে চলে যেতে হচ্ছে, মেঘালয়ে চলে যেতে হচ্ছে, অরুনাচল প্রদেশে চলে যেতে হচ্ছে। এই সম্পদ তো ভাল সম্পদ, খারাপ নয়। উপজাতিদের আজকে এই দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই এই যে আপনারা সম্পদ সৃষ্টি করছেন তার ফলে শুধু আমাদের নয় আপনাদেরও ভোগ করতে হবে। কাজেই এটা আপনারা ক্ষমতায় থাকার সময় চিন্তা ভাবনা করবেন। আপনারা বার বার বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ট্রাইবেলদের উন্নতি প্রকল্পের সমস্ত টাকা কেডাররা লুট-পাট করে খেয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত সংবাদ তো গত ১০ বছরে পত্র-পত্রিকায় এক দিনের জন্যও দেখিনি। কংগ্রেসই হোক আর কমিউনিষ্টই হোক বা যে কোন পার্টি'র লোকই হোক মানুষ মাত্রই সবারই খেয়ে বাচার অধিকার আছে।

মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু তো আর ননট্রাইবেল নয়, তিনি ট্রাইবেল। গোবিন্দবাড়ী, রাতিম ধনপুর ইত্যাদি অঞ্চলে উপজাতিদের জন্য ঘর তৈরী করার জন্য টিন গিয়েছিল কিন্তু তখন আমাদের গভর্ণমেন্ট আর সরকারে যায় নি। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে এই টিন নিয়ে নাকি থানা-পুলিশও করতে হয়েছে।

কাজেই এইটা সেখানে পুলিশের উপরেই হোক আর কর্মচারীদের উপরেই হোক সেখানে তারা আক্রান্ত। এইটা শুধু আমরাই নই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কথাই কেউ বলতে পারবে না। এইভাবে কি একটা সরকার এখানে চলতে পারে, এইভাবে একটা সরকার কি করে থাকতে পারে, এই জিনিষটা যে আপনারা করছেন এইটা আপনারা বন্ধ করুন এখানে ১৮৮ জন আপনাদের গ্রাম রক্ষী বাহিনী গ্রেপ্তার হয়েছে এই কয়েক দিনের মধ্যে, এই জিনিষ গুলি ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। তারপর এই যে এগ্রিকালচারের বিরাট সুনামধন্য অবস্থা, যেভাবে আপনারা প্রচার করেন যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সব কিছু আপনারা করে দেবেন কৃষির মাধ্যমে। আমরা কিন্তু দেখলাম যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষি বিভাগের মাধ্যমে সেখানে নালা গুলির সংস্কার করা হত এবং বিভিন্নভাবে কৃষির কাজে কৃষকদেরকে সাহায্য করা হত। আজকে কিন্তু সেখানে কোন সংস্কার নাই। আমি জানি বিভিন্ন ব্লক ভিত্তিক হাজার হাজার ওয়ার্ক অর্ডার তৈরী হয়, আর এইটা করেই তারা মনে করেন যে অনেক কিছু করে ফেলেছেন। আসলে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের জন্য তারা কিছুই করেন নি। শুধু মুখে মুখে প্রচার করেছেন এবং এইভাবে প্রচার করে করে তারা সব কিছুকে ঢাকা দিচ্ছেন। এই জিনিষটার যদি আজকে পরিবর্তন না হয় তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে। ব্লকের চেয়ারম্যানদের হাতে কাজের সমস্ত টাকাটা চলে যাচ্ছে, তারপর সেখানে কি কাজ হচ্ছে কে জানে। টি ইউ জে এসের চেয়ারম্যান রতিস ত্রিপুরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কোথায় কি কাজ করে সেটা সেখানকার কর্মচারীরাই জানে না। কাজেই এইভাবে যদি লুট করে তাহলে মানুষ থাকবে কি করে, এখানে জাতী উপজাতির কোন প্রশ্ন নাই, এইভাবে চলতে থাকলে জাতি উপজাতি কেউই বাঁচতে পারবে না। তারপর এই যে স্বাস্থ্য বিভাগ, এতে বামফ্রন্টের আমলে আমরা দেখেছি বিল্ডিং প্রায় শেষ, এখন ওনারা বলছেন যে বিল্ডিং এখনও শেষ হয়নি, এই জিনিষ গুলিও চিন্তা করতে হবে দেখতে হবে। নাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গরীব অংশের মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। এইভাবে একটা দেশ বাঁচতে পারে না, রাজ্যের জনগনও বাঁচতে পারে না। এই সরকার যেহেতু এই কয় বছরে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কোন কাজ করেনি সেহেতু আমি তাদের এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয় গণ, এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

AF"ER RECSESAT—2-P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবের উপর তথা বাজেটের উপরে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলি সমর্থন করে এবং বাজেটের বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য শুরু করছি।

জোট সরকারের রাজত্বের এইটাই সর্বশেষ বাজেট এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চায় সমীর-বাবুর যেন ত্রিপুরার সর্বশেষ নবাব হন। ত্রিপুরার মানুষ শচীন্দ্রবাবুকে দেখেছেন, দেখেছেন সুখময়বাবুকে -তাদের বিদায় উৎসবকে। সুখময়বাবুর বিদায় উৎসবে সমীরবাবু, অনিল সরকারের এবং নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন। সে এক করুণ দৃশ্য। এবং সুখময়বাবুকে এই সমীরবাবুই তাড়িয়েছিলেন। কারণ সমীরবাবু খুব চালাক, চতুর এবং আমরা জানি তিনি কোথায় যেতে পারেন, সেজন্য তাকে আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম।

আর আজকে সবচেয়ে বড় করুণ হলো সুধীরবাবুর বিদায়। আজকের সবচেয়ে বড় খবর হলো সুধীরবাবু ২৫ হাজার গরু বাংলাদেশে পাচার করার জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে পার্মিশন চেয়েছেন। আমরা গতবার শোনেছি 'কেশব ধৃত মীন শরীর, জয় জগদীশ হরে।' অথবা কেশব ধৃত বরাহ শরীর, জয় জগদীশ হরে। কিন্তু এইবার দেখলাম 'কেশব ধৃত বৃষ শরীর, জয় জগদীশ হরে।' হেমলীনের বাঁশীওয়ালার মত সুধীরবাবুর বিদায় দৃশ্য। তিনি বাঁশী বাজিয়ে দিল্লী যাত্রা অথবা বাংলাদেশে যাত্রা করেছেন। সঙ্গে ত্রিপুরার ২৫ হাজার গরু, বাছুর, বৃষ।

কোনটা বাকি রেখেছেন—বন কাটিং মানুষ কাটিং, সভ্যতাকে ধ্বংস করেছেন। শেষ পর্যন্ত গরু। শিশু বধ শিক্ষায়, নারী বধ—সমাজ জীবনে, গণতন্ত্র হত্যা ভোটের বাক্সে, বিরোধীদের আটকানোর জন্যে, শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম বধ পর্য্যন্ত তাদের আসা হয়েছে। কারণ গরু ব্রহ্ম, অন্ন ব্রহ্ম।

GENERAL DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1992-93.

কাজেই তারা যা করেছেন এবং তাদের যে ভবিষ্যৎ এই প্রসঙ্গে ওমর খৈয়ামের একটা কবিতা পড়ছি—এইখানে—

"বাদশা জামশিয়েদের যে দরবারে,
একদা সুরাপানের এলাহি উৎসব চলতো,
আজ সেখানে হিংস্র সিংহ আর গিরগিটি চরে বেড়ায়।
এবং এমনি ভাগ্যের পরিহাস
যে মাটির তলায় বুনো গর্দভ শিকারী
বাহরাম ঘুমিয়ে আছে,
আজকে এই চির নিদ্রিত বীরের মাথায় বুনো গর্দভরাই পদাঘাত করে।

সুধীরবাবুর বিদায় দৃশ্য বড়ই করুণ। আগামী দিনে শাসক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎও বড়ই করুণ। ওরা নিজেরাই নিজেদের কবর খোঁড়ে রেখেছে। ওরা শিশু বধ করেছে—শিক্ষায়। কাজেই আমি বার বার বলছি এরা নিজেরাই নিজেদের কবর খোঁড়ে। এই সম্পর্কে 'চয়নিকা' ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের একটা কবিতায়—সেটা আপনাদের শোনাতে চাই—বোধ হয় এদের কেউ সেটি পড়েনি—

'ফাটছে বোমা ফুঁসছে বেকার, জমছে কালি চন্দ্রমায়,'

চাঁদের মধ্যে পর্য্যন্ত কালি লেগেছে। এরা ত্রিপুরায় রূপকারকরা কি করছেন বলছি—

'স্টেশনে লাইন, শ্মশানে লাইন, লাইন লেগেছে সিনেমায়,
নেই মমতা, নেইকো বিবেক, বাঁধছে সবে লাভের জোট।'

সবাই কেবল লাভ করতে চাইছে। তারপর—

'কালনেমিরা লংকা ভাগের খেলছে সবাই হরির লুট।'

সুধীরবাবু বনাম সমীরবাবু লংকা ভাগ করছে—কে কার জন্যে? তারপর—

'ট্রামে ভীড়, বাসে ভীড়, রোগীর ভীড় হাসপাতাল,
পাঠশালা আর খেলার মাঠে ছাত্রযুবা আজ মাতাল।'

মাতাল শব্দটা ব্যবহার করা উচিত কি না?

মাতাল শব্দটা ব্যবহার করা উচিত কিনা? তাও এই কবিতা অতি আধুনিক। সম্ভবতঃ এইটা ১৫ বছরের মধ্যে এটার সৃষ্টি। এর ছড়া, এর কনটেন্ট, কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে লেখক অজ্ঞাত। কিন্তু আমি জানি লেখক হলেন নীলমনি দত্ত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে ভালই চেনেন। বঙ্কিম দত্তের ভাই। স্টেইট ইনস্টিটিউট অব এড্‌কেশান, তার যে পপোলেশন এড্‌কেশানের পেম্পপ্লেট, সেই পেম্পপ্লেটে এই কবিতার বই আছে কিনা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা? এবং আমাদের শিশু পাঠ্য কাহিনীতে এই কবির নাম লোপাট করার মানেটা কি? আর এটা কি সাবজেক্ট? জন বিস্ফোরণ, পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু কবির নাম এখানে লোপাট করা হল কেন? এ কিসের চুরি? ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের এই কবি এখনও বেঁচে আছেন। তার নাম কেন দেওয়া হল না? সপ্তম শ্রেণীর বইতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপর লেখা, লেখক অজ্ঞাত। রামকৃষ্ণের জন্মগ্রহনের সময় কি কোন লেখক ছিলেন না? ষষ্ঠ শতাব্দিতে এ ধরণের ব্লেক মেলিং কেন? কি শেখানো হচ্ছে? শরীর তত্ব? ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করা হয়েছে। বৃক্ক- গর্ভীনী, মূত্রস্থলি, মূত্রনালী। কিন্তু সেখানে কার ছবি? একটি কিশোরীর ছবি। একটা কিশোরীর ছবি কেন ব্যবহার করা হলো? ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও কৃস্টি ধারার মধ্যে নারী দেহকে বর্ণনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের রক্ষণশীলতা শুধু নয় নানা রকম বাধা নিষেধ আছে। সেই মন-মেজাজ নিয়ে আমরা গড়ে উঠেছি। অথচ ষষ্ঠ শ্রেণীর ওয়েষ্ট বেঙ্গলের বইতে একটা পুরুষের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই, কিশোরীর মূত্রনালীর ছবি এঁকে কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। স্কুলের ছাত্রীরা কিডন্যাপ হবে না কেন? সপ্তম শ্রেণী, আমি মন্ত্রী মশাইকে বলেছিলাম বইগুলি সংগ্রহ করার জন্য। তিনি করেছেন? সেখানে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরুষের ছবি নারীর ছবি। স্তন চিহ্নীত নারীর ছবি। সমস্ত শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়, এগুলি সব ব্যবহার করছে। পিটুইটারী গ্লাণ্ড থেকে শুরু করে। অথচ এইটেই ত্রিপুরার ১০ম শ্রেণীতে এবং পশ্চিম-বঙ্গের দশম শ্রেণীতে অন্যভাবে দেখানো হচ্ছে। কাজেই, পরিকল্পিতভাবে ডি-জেনারেশন। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? যারজন্য আমরা দেখেছি পুতুলরাণী দাস যখন নিহত হয়ে যায়, রাজধানী আগরতলার বুকে কোন এক সন্ধ্যায়, তার শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে, তখন দেখা যায় তার পক্ষে শোক সভা করার মতো তার পরিবারের পক্ষে দেওয়ালে একটা পোস্টার মারার মত আমাদের সভ্যতার কোন সাহস থাকে না। বোমা তৈরী করতে গিয়ে তার খুনী যখন নিহত হয় তখন তার বন্ধুরা দেওয়ালে পোস্টার দেন, তুমি অমর থাক। আজ তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছ ইত্যাদি। মাননীয় সদস্য দীপক রায় নিশ্চয়ই জানেন। আমিও জানি। কে সে? কি ভাবে নিহত হয়েছে? পুতুলরাণী দাস যখন নিহত হলেন, তখন আমাদের সভ্যতাবোধ

মূল্যবোধ, নীতিবোধ কোন সাহস নেই একটা প্রতিবাদ সভা করার। কিভাবে সমাজের মধ্যে ক্রিমিনাল তৈরী করা হচ্ছে তার প্রথম প্রেক্টিসটা এরই মধ্যে। কাজেই, বিশেষ করে কোয়ালিটি মিনিষ্টারদের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে কোন জায়গায়, সুধীরবাবু হয়ত কম বুঝতে পারেন। এতজন মাষ্টার মশাই এই দলের মধ্যে আছেন, তারপর কি করে এগুলি হয়। কারা করছেন? আমি জানি এখন যিনি মধ্য শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান, বেনুলাল মজুমদার তিনি করছেন। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি হলেন তার প্রবক্তা। তিনি করছেন একটা বিশেষ পারপাস্ নিয়ে। এখানে রাজনৈতিক প্রশ্রয় নয়।

অংক, যেটা আমি রবীন্দ্রবাবুকে বার বার বলেছি চেঞ্জ করা দরকার। রবীন্দ্রবাবু বলছেন না। বছরের মাঝখানে এইটা চেঞ্জ করা যায় না। আমি জানি সেখানে বুক পাবলিসার্স'রা নানা-ভাবে তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।

আমি শুধু এইটুকু বলবার জন্য বলছি যে, গ্রটেশান ক্লাশ ফাইভে যে অংক করানো হয়েছে যেমন ১০+২=১২, ১০−২=৮, ১০×২=২০, ১০÷২=৫ ক্লাশ ফাইভের অংক। ক্লাশ সিক্স-এ করানো হচ্ছে,

$$\begin{array}{r}-10\\+2\\\hline-8\end{array}\qquad\begin{array}{r}-10\\-2\\\hline+8\end{array}\qquad\begin{array}{r}-10\\\times 2\\\hline-20\end{array}\qquad\frac{-10}{-2}=-5$$

যেটা নাকি আমরা ক্লাশ নাইন টেনে এলজাবরা করতে গিয়ে শিখি। এটা এখানে হয়েছে। তারপরে ক্লাশ সেভেনে গিয়ে করানো হচ্ছে,

$$x^0=1\ ,\ x^{-m}=\frac{1}{x^{m}}$$ যেটা ক্লাশ নাইন টেনে গিয়ে

অপশন্যাল মেথেমেটিক করার সময় ত্রিকোণীর মাধ্যমে করতে হয়। কিন্তু ক্লাশ সেভেনে সেটা সম্ভব কিনা? কাজেই, আমাদের রাজ্যে গত চার বছর সব চেয়ে বড় স্লটার হাউস যেটা জবাই খানা সেটা একাডেমিক স্লটার হাউস এর প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবু কাজেই, কিছু পরিবর্তনের প্রশ্নে না, কয়েকটি বানান শুদ্ধির প্রশ্নে না তিন বছর হওয়ার পরেও চোখে পড়ল না। গোটা ব্যবস্থাটাকে রোমান হরফের প্রশ্ন উঠছে।

গোটা ব্যবস্থাটাতেই রোমান হরপের প্রশ্ন উঠেছে। বামফ্রন্ট এর আমলে রোমান হরফ

চালু হয়েছিল। এখন চলছে রোমান হরপ তোলে দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের ট্রাইবেলরা এডুকেশন পেলনা এই হরপের কারনে। উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত এর জন্য ইংরাজি আর যারা গরীব, তপশীল, সাধারণ তাদের জন্য মাতৃভাষা। ট্রাইবেলদের জন্য ২১শ ভাষা, তার মধ্যে ১৪৬ টায় তার হরফ্ আছে, বাকিগুলি কি হরফ্ হবে সেইজন্য নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে ভারতীয় হরফ বলে একটা হরফের কথা বলা হয়েছে। বহু পণ্ডিত বলেছেন রোমান হরপ চালু করার জন্য। ইংরেজ আমলেও তার চেষ্টা হয়েছিল চালু করার জন্য কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। এই সব কথা নয়, আমি এটা বাঙ্গালী সাভিনিজম মনে করি না। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলরা ঐতিহাসিক ভাবে প্রথম অক্ষর জ্ঞান শিখে তাদের মা বাবার কাছ থেকে। আসামে বাংলা হরফ কিছু অদল বদল করে চালু আছে। মণিপুরে বাংলা হরফও কিছু অদল বদল করে চাল্ আছে। আজকে সমস্ত একাডেমি হেজার্ড সৃষ্টি হয়ে যাবে। যারা কবিতা সাহিত্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের কে আবার পিছিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই, সমস্যাগুলির প্রতি নজর দেওয়ার প্রশ্ন আছে। শিল্প সম্পর্কে মাননীয় সমীরবাবু বলেছেন, আমি আর একটা জুট মিল চাইনা। সুধিরবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তার একমাস পরেই খবরের কাগজে দেখতে পেলাম যে বামফ্রন্ট জুটমিল চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, আমরা এখন ৪০ টন উৎপাদন করছি। এই জুট মিলে ১৯৮৬-৮৭তে ১ বৎসরে উৎপাদন হয়েছিল ৩,৭৩৯ মেঃ টন, মাসে ৩১২ মেঃ টন দৈনিক ১২ টন। ১৯৯০-৯১ সালে এই জুট রাজ্যে ১ বৎসরে উৎপাদন হয়েছে ৬৬৮ মেঃ টন তা হলে আপনারা বুঝুন ব্যাপারটা কি। যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ২ লক্ষ বেকার সেই অবস্থায় একটা মাঝারি ধরনের শিল্প তার শ্মশান যাত্রা প্রাই শেষ হয়ে এসেছে। এখানে ২০০ লোম আছে। ৪০টা আছে স্পেসাল লোম, মোট ২৪০ টা লোম আছে। ১৯৮৬-৮৭তে প্রতিদিন ৭৬টা লোম চলত, আর ৯০-৯১তে চলে মাত্র ১৮টি লোম। আর ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে, এক বৎসরের উৎপাদনের প্রশ্ন নয়, ১ মাসে মাত্র ১৮ মেঃ টন আর দৈনিক ৭২ কেজি উৎপাদন হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭তে লোকসান ছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আর ১৯৯০-৯১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ, বাজারে ঋণ প্রায় ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। জুট মিলে লাভ হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু চেয়ারম্যানের খরচের তো কমতি নেই। ৯১-৯২তে গাড়ী মেরামত বাবদ ৫০ হাজার টাকা, দুইটি গাড়ী ভাড়া বাবত ৬২,৮০০ টাকা, হোস্টেলিটি বাবদ ১৬,৫০০ টাকা মোট খরচ হল ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত টাকা, এছাড়া সেখানে ফলস্ বিল হয় ডেইলি ওয়ার্কারদের নামে এর পরিমান মাসে ৭০ হাজার টাকা। মিলের গেষ্ট হাউজটাকে একটা মদশালায় পরিণত করা হয়েছে। চেয়ারমেন এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এটাকে হেড কোয়ার্টার্স বানিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আলোচনার একটা নিয়ম থাকা দরকার। উনি যে সব আলোচনা করছেন আজকে বোধহয় মন্ত্রী তার উত্তর দেবেন না। সুতরাং আলোচনাটা একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো।

শ্রীঅখিল সরকার :— মন্ত্রী যে দিন সময় পান সেই দিনই উত্তর দেবেন স্যার। চা শিল্প সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ৭টা চা বাগানকে ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেছেন ত্রিপুরায় যে চা তৈরী হয় তা খুবই উন্নত মানের চা। দার্জিলিং-এর চা ত্রিপুরার চা ছাড়া চলতে পারবে না কারণ, দার্জিলিং-এর চায়ের সঙ্গে যে ডাস্ট মিশানো হয় তা ত্রিপুরাতে তৈরী হয়। সেই জন্যই চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। আর এখন এইগুলিকে বিক্রি করার জন্য টাটা লিমিটেড, দোগালিয়া এদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

টাটা লিমিটেট মিঃ যোগালিয়া এদের সঙ্গে আলোচনা চলছে চা বাগানগুলি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। এবং দুর্গাবাড়ী যে টি প্রসেসিং ফ্যাক্টরী সেটা এন, ই, সি, থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে। ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা তার আসল স্কিম ছিল, এটা ৪ কোটি ৪২ লক্ষ হয়েছে। এবং সরকারের আণ্ডারটেকিং যে চা বাগানগুলি এর যে সরকার নতুন করে যে চা বাগান করছে কমলা সাগর উত্তর ত্রিপুরা সেখান থেকে যে গ্রিন লিভস আসবে তা প্রায় ৩০ লক্ষ কে, জি, তাকে মেইড টি করার জন্য এই কারখানা। এবং ব্রিটেনিয়া কোম্পানিকে এটা দেওয়া হয়েছে। একটা অদ্ভুদ এ পর্যন্ত বিল করেছে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার, পেমেন্ট করা হয়েছে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। এখানে রহস্যটা হল কাকলী রায়। কারণ ব্রিটেনিয়া কোম্পানির কোরম্যানের সঙ্গে কাকলী রায়ের বিয়ে হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার এবং তার পশ্চিম ত্রিপুরার ফিনান্সিয়াল যে এজেন্ট রাসু দত্ত এর উত্তর ত্রিপুরার আশুতোষ দাস এর দক্ষিণ ত্রিপুরার তাকে জানি না। তাদের মাধ্যমে সেটা করা হয়েছে। কাকলী রায়ের কেইসটা যে কেইসএ সমীর বর্মণ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কাকলী রায়কে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বলে আমরা শুনেছিলাম। তখনই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সমীরবাবুর দ্বন্দ্ব হয়। কাকলী রায় কেদে কেটে সেই ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গেলেন সেই ঘটনাতো আমাদের জানা আছে। মামলা যাতে তুলে নেওয়া হয় তার জন্য চেষ্টা হয়েছে, এই জন্য ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বিল করার সত্ত্বেও তাকে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে করাপশান, ঘর তৈরী করতে মুলি বাঁশ, ছনের দরকার হয়। ১৯৮৯ সালে রাসু দত্তকে বলা হল তুমি একজন কণ্ট্রাক্টর ঠিক করে কাজটা দিয়ে দাও, তিনি দিলেন। মোলি বাঁশের শ ১২০ টাকা, বরাগ বাঁশ ২৫ টাকা ছোট বাঁশ ১৫ টাকা।

১৯৯১ সালে তার কোটে' নাম দেওয়া হল মোটা বাঁশ ৬০ টাকা বরাগ বাঁশ ১৪ টাকা, পেচি বাঁশ ৪.৭৫ খের ৫ টাকা। এই হল ১৯৯১ সালের কোটেশান। এই জায়গায় দেখা যায় জিনিসের দাম অনেক কমে গেছে। হাউজিং এ ১৯৮৯ সালে ১১ লক্ষ তার মধ্যে মোটামুটি ধরে দিতে পারে মারিং হয়েছে ৫লক্ষ টাকা। চারা বহন কমলা সাগরে চারা যাবে। লক্ষী লুঙ্গা থেকে কমলা সাগরে ডাইরেক্ট চারা গেলে হয়। করা হচ্ছে কি লক্ষীলুঙ্গার কাছে ফটিকছড়া, ফটিকছড়া থেকে কমলা সাগর। লক্ষীলুঙ্গা লোডিং ফটিকছড়া আনলোডিং, আবার লোড়িং আবার কমলা সাগরে আনলোডিং। এইভাবে ভাতিজার টাকা হয় করপোরেশনের টাকা হল জেঠামশায় খা কাকার। তার ভাইস হলেন রাসুবাবু।

বিল হল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, সমীরবাবু নিশ্চয় এটা দেখবেন, আমি মনে করি আপনাকে আর এক পয়সাও ইণ্ডাষ্ট্রিকে দেওয়া উচিত নয়। তারপর আছে তাপস পাল, ইউ, ডি, সি বিনা ইন্টারভিয়ুতে রাসুবাবুর ভাতিজা বিশ্বপ্রতিম দত্ত, ইউ, ডি, সি. দৌহিত্র, দেবীপ্রসাদ দত্ত, রাসুবাবুর বড় ভাই, বয়স ৭৩ বৎসর, বেতন ১৫০০ টাকা, কিশোর দত্ত, রাসু বাবুর ভাতিজা তাকে ১৮০০ টাকা বেতনে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং-এর পোষ্ট দেওয়া হয়েছে, নারায়ণ কর, বি, কম, এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানাজার, বাড়ী হল চড়িলামে, নিশ্চয় মতিবাবুর এলাকার লোক, বেতন ২১০০-৫০০০ টাকা, পঙ্কজ সাহা, এ্যাসিটেন্ট মার্কেটিং অফিসার, বি. এস, বাড়ী বিশালগড়, সমীরবাবুর এলাকার লোক, বিকাশ সাহা, বি, কম, বাড়ী বিশ্রামগঞ্জে ইনিও মতিবাবুর লোক, বেতন ১৫০০ ৩১০০ টাকা। এখানে সবাইকে দেখা গেল বিশালগড় ইউনিভার্সিটির পাশ। তারপর, দুর্গাবাড়ী টি, এষ্টেট এটা নাকি কমিউনিষ্টরা চালায়, ১৯৭৮ সালে এটাকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তখন চারা ছিল ৪৪ হাজার, ডিসেম্বর ৯১তে হল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার। এর উৎপাদন ১৯৮৮ সালে প্রতি হেক্টারে ১৬৫৭ কে, জি, ১৯৮৯ সালে ২৫২৪ কে, জি, ১৯৯০ সালে ২৮৮২ কে, জি যেখানে অল ইণ্ডিয়ার এভারেজ হল ১৭০০ কে, জি। গ্রীন লীভের জন্য নার্বাড' থেকে ১৯৮৬ সালে লোন নেওয়া হয়েছিল, তার উৎপাদন হল ১৯৮৭ সালে ২২০৮৯ কে, জি, ১৯৯০ সালে ৫০,৬১৪৮ কে, জি এবং ১৯৯১ সালে ৫৭,৭৭৭২ কে, জি। ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮০ টাকা লোনের মধ্যে রিফাণ্ড দেওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ টাকা। তারপরে আছে কমলা সাগর টি, এষ্টেট, ১৯৮৮ সালে এটার উন্নয়নের জন্য ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই সোমেন নন্দীকে, যাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আসলে টাকাটা গেছে রাসুবাবুর পকেটেই। ভিজিলেন্স কেইস হয়ে ছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন এ্যাকশনই নেওয়া হয়নি। তারপর, ডুকলী ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে ১৬টা ইউনিট আছে, তারা এখন বিদ্যুৎ ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল এবং টার্ম লোন যটা পাওয়ার কথা, সেটা এখন পর্য্যন্ত

পারনি। অথচ টি, আই, ডি, সি মোট ২১২ জনকে ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং ৭০ জনকে ৩ কোটি টকা দিয়ে দিয়েছেন। তারপর এস, আর, টি প্রকল্প গাড়ী কেনার জন্য ২০ এবং ৮০ শতাংশ হারে ঋণ লোন দেওয়া হয়েছে, আর এই লোন যারা পেলেন, তারা হলেন মায়া সাহা, উদয়পুর মন্তি বাবুর বোন, সন্তোষ দাস, চড়িলাম, সদস্য, টি, আই, ডি, সি শ্রীমতি শোভা রায়, শুনেছি দীপক রায়ের ছাত্রী, এটা সত্য না হত্তেও পারে, তবু একবার খুজ করে দেখবেন। অরুন মল্লিক, অমরবাবুর ভাই, জীপ কিনেছে, দীলিপ কর, অরুনবাবুর আত্মীয়, জীব কিনেছে। কাজেই কারা কারা ইণ্ডাষ্ট্রিকে খাচ্ছে, সেটা একবার অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। আর, খাদিতে লোকের ছড়াছড়ি, আমাদের যদি এক দশ ভাগের একটাও দেন তো আমি খুসী, আমি জীবনে কিছুই চাইব না। কাজেই, সেখানে শিশু বধ থেকে নারী বধ, সব কিছু চলছে।

শিল্পের শ্মশান হয়ে গেছে, শিশু বধ, নারী বধ সবই হয়েছে। শিল্পের মহাশ্মশানের জন্য শুনেছি সৃষ্টি উৎপাদন। এটাও ধাপ্‌পা হবে না তো? এখন গ্যাস ইল' ছাড়া আর উপায় নেই। এখন আমি বলব গোটারী খামার করার জন্য। কারণ শাসক দল মাংসাসীর সংখ্যা বেড়েছে, ছাগলের মাংস পেলে সেটা পূরণ হবে। সংস্কৃতি গেছে শিক্ষা গেছে, যদু বংশের ধ্বংস অনিবার্য। মনে পড়ে ১৯৭৭ইং সালের কথা। মশার কামড় খাইতে খাইতে জান শেষ। এই বলে কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (সিমনা) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় সদস্য অনিলবাবু লম্বা বক্তব্য রাখলেন। এই অনিলবাবুই সভায় জনসাধারণকে বলতেন যে তুলসী গাছ তুলে মরিচ গাছ লাগান। এই অনিলবাবুই এই পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলছেন। বলছেন যে এটাই শেষ বাজেট। এই পণ্ডিতি কোথায় শিখলেন? রাশিয়ার কাছে? কাট মোশানের পক্ষে বক্তব্য না রেখে শিল্পের যে বর্ণনা তাতে মনে হল যেন তিনিই বাজেট পেশ করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা বিচারের কথা বলছেন। ওদের আমলে কোন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। জনসাধারণ আদালতে গিয়ে প্রতারিত হতেন। কিন্তু এই জোট সরকার

ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে দুর্গম এলাকার মানুষ লোক আদালতের মাধ্যমে বিচারের সুযোগ পাচ্ছে। ওরা হাই কোর্টের কথা বলছে। পয়সা খরচ না করে কোর্টে সাতে গরীব মানুষ বিচার পেতে পাবে তার ব্যবস্থা এই জুট সরকার করেছে। এটা দুঃখের ব্যাপার যে এর উপরে তারা কাট মোশান এনেছে। এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা বলা হচ্ছে। এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল কারা? এখানে মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্ত্তী নিজেই নিজেকে চুঙ্গা ঠাকুর বলেছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, মাখনবাবু নিজেই এখানে নিজেকে চোঙ্গা ঠাকুর বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে মাখনবাবুদের মদতে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যুব সমিতির প্রায় ১০০ জনের উপর সমর্থককে খুন করেছে। তাজা রক্ত নিয়েছে। তাজা প্রাণ ছিনিয়ে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঐসমস্ত ডেড বডি দেখলে আপনাকে বলতে হত, এটা কোন যুগের খুন? মার্কসবাদীরাই পারে এমনি করে মানুষকে টুকরো টুকরো করতে. তাদের লিঙ্গ কেটে দেওয়া হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার এ হচ্ছে বাস্তব চিত্র। শচীনবাবু থেকে সুখময়বাবুর আমলে যেসব ডীপ-টিউব-ওয়েল, রিং-ওয়েল বসান হয়েছিল, ডাইভারশান হয়েছিল আপনারা ১০ বছরে তার শুধু রংই দিয়েছেন। রং দেওয়া ছাড়া আর কোন পরিকল্পনাই আপনাদের ছিল না। যদি পরিকল্পনা থাকত, তাহলে আজকে ট্রাইবেল এলাকায় এ রকম জল কষ্টের চেহারা থকেত না। রসিরামবাবুর এলাকায় যা হয়েছে তা কংগ্রেস এস্টিমেটেই রূপ পায়। সুখময় সেনের আমলে অ্যাস্টিমেট নেওয়া হয়, আর আপনারা এসে বাহবা নিয়েছেন। কৃপিরাই দেববর্ম্মা, অ্যাক্স প্রধান, রসিরামবাবুর গুণ্ডারা ঐ এলাকায় ঘোষণা দিয়েছেন, কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবেনা। প্রতিরোধ করতে হবে। রসিরামবাবু নির্দেশ দিয়েছেন একদিনের মধ্যে সব কল তুলে নাও। এগুলি তুলে নিয়ে বিক্রি করা ফেলা হয়েছে। আর আজকে এখানে কাজ নেই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। ঐ যে পাম্প সব খুলে নেওয়া হয়েছিল তাই আবার রসিরামবাবু সাপ্লাই দেন। উনি সাপ্লাইয়ের মাষ্টার। কয়েক দিন আগে পাটনীতে পি, ডব্লিউ. ডি-এর গাড়ী লুট হয়েছে। আর একটা গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ চুনিরামবাবু রসিরামবাবুর গুণ্ডারা। ষ্টেনগান দিয়েছেন, কার্তুজ দিয়েছেন, গাঁদা বন্দুক দিয়েছেন। বাদলবাবুরা বাংলাদেশে বর্ডার দিয়ে বিলোনীয়া থেকে আসছেন, তাজা কার্তুজ. বন্দুক ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হচ্ছে. মেরে ফেলা। অবশ্য বলেই দিয়েছেন. মেরে ফেল তাদেরকে, আমাদের ক্ষমতায় আসতে হবে। কিন্তু মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাদের বিদায় - শেষ বিদায়! আপনাদের বিদায় শুধু ত্রিপুরা থেকে নয়, আপনাদের বিদায় সারা ভারতবর্ষ থেকে। বিশ্ব থেকে তো আপনাদের বিদায় হয়েই গেছে। আর

আসতে পারবেন না ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতায়। শুধু এ, টি, টি, এফ, করেই নয়, এ রকম আরো ১৭টি সংগঠন করলেও ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের বর্তমান নেতা উপনেতা ছিলেন। এখন নৃপেন বাবু ২ নাম্বারে গেছেন। তাঁরা আবার হাউসে আসেন না। নৃপেনবাবুর বয়স হয়ে গেছে। কাজেই সমরবাবু চেষ্টা করছেন দু'নম্বর হতে। বাদলবাবুও চেষ্টা করলেন দু'নম্বর হবে। পেঁছন থেকে নকুলবাবু উকি মারছেন ২ নম্বর পদের জন্য।

শুধু সমরবাবু না ঐ আপনার পিছনে নকুলবাবু আছেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে—যাও তুমি আগে দল ত্যাগ কর। ঐ রুদ্রেশ্বরবাবু ও বললেন এই ভাবে দলের থাকা যায় না, তুমি আগে যাও, আমরা পরে আসছি। আগামী নির্বাচনে সমন্বয় কমিটি শুধু দুই ভাগ না আরও কত ভাগ হবে তা বলার অপেক্ষা থাকবেনা। স্যার, উনারা এখানে এসে পুলিশকে উসকানি দিচ্ছেন। আপনারা প্রমাণ করুন কবে কোন পুলিশ কর্মচারীকে কোন বিধায়ক, মন্ত্রীর বাড়ীতে চাকরের মতো খাটানো হয়েছে। এইভাবে উনারা এখানে এসে মিথ্যা কথা বলে পুলিশকে উসকানি দিচ্ছে। আপনাদের আমলেই পুলিশ কর্মচারীরা তাদের বেতন, ভাতা, পোষাকের জন্য সবচাইতে বেশী ডিপ্রাইভড হয়েছিল প্রমোশনের ক্ষেত্রে উপজাতিদেরকে আপনারা সবচাইতে বেশী ডিপ্রাইভ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে উপজাতিদের সিনিয়ারিটি থাকা সত্বেও তাদেরকে সি, আই, ডি, এস, পি, ইত্যাদি পদে প্রমোশান দেওয়া হয়নি। আপনারা মুখে মুখে উপজাতী দরদের কথা বলছেন, কাজে অন্য রকম করছেন। এই বিধানসভায় এসে পুলিশকে উসকানি দিচ্ছেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। স্যার উনারা পুলিশ থেকে রাস্তাঘাটের উপর অনেকগুলি কাটমোশান এনেছেন। স্যার, উনাদের আমলে কয়টি রাস্তা হয়েছে এবং রাস্তাঘাটের কি হাল ছিল সেটা কি আমরা দেখি নি। উনারা কি উনাদের আমলে রাস্তাঘাটগুলিকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। স্যার, ওঁদের কাজ এবং কথায় বিস্তর ফারাক। এই বিধানসভায় এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, যুবকদের উস্কানি দিচ্ছেন। স্যার, উনারা বলছেন এই জোট সরকারকে চুরমার করে দেবেন, সমস্ত বাম-অবাম কর্মচারীদেরকে নিয়ে এক বিশাল বিধানসভা অভিযান করবেন, এই জোট সরকার দেখিয়ে দেবেন। গতকাল দেখেছি আপনাদের মিছিল, ১৫০ জনের বেশী লোক হবেনা। কোথায় গেল আপনাদের সেই লম্বা লাইন? সেই লম্বা লাইন আর হবে না। স্যার, উনারা পাঠ্য পুস্তক নিয়ে এখানে এসে চিৎকার করছেন। আমি উনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই উনাদের আমলে কি বই কেলেঙ্কারী হয়নি। উনাদের আমলে তো পুস্তক চুরি,

ডাকাতি হয়েছিল। বিমলবাবু ৩১৪ টি ট্রাক কিনেছেন, সমরবাবুর জায়গা কিনার কথা বলে আর লাভ নেই। উনাদের দশরথবাবু থেকে শুরু করে সমস্ত নেতারা আগরতলা শহরে চিপা-চাপার মধ্যে বৌয়ের নামে, মেয়ের নামে, ছেলের নামে, জায়গা কিনেছেন। নিজেদের নামে কিছু করেন নি, কারণ ধরা পরে যাবেন। সব প্রমান হবে। দিন আসছে সব প্রমান হবে। পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কত, সেটা পশ্চিমবঙ্গের অর্থ মন্ত্রী ডঃ অসীম দাসগুপ্ত ভাল করেই জানেন। পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত ব্যাংক আছে সেগুলিতে আপনারা কত টাকা জমা রেখেছেন সেটা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বেশ ভাল করেই জানেন। স্যার, এখানে চীৎকার করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থা নাকি চুরমার হয়ে যাচ্ছে। উনাদের আমলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পরেছে এমন একজনকে চাম্পাহাওর'য়ের মতো জায়গাতে কক-বরক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। ঐ শিক্ষক ক্লাসে কিছুই পড়াতে পারছেন না। শেষ পর্য্যন্ত তাকে টীচার ইন-চার্জ নিয়োগ করা হলো। ইনস্পেক্টরেট থেকে একটা কাগজ গেল যে হেড মাষ্টার মহোদয় আপনার বিদ্যালয়ে কি কি জিনিষের দরকার তার একটা কাগজ আমার কাছে পাঠান। সেই শিক্ষক ইন্সপেক্টরেট যে কাগজটা পাঠানো হয়েছিল সেটাই নকল করে আবার ইন্সপেক্টরেটে পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ উল্টো ইন্সপেক্টারকে বলছেন তোমার কি কি জিনিষ দরকার তার একটা কাগজ পাঠাও। শেষ পর্য্যন্ত কি হলো ? তাকে আবার পিওয়ন পদে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই ভাগ্যবান কর্মীটির নাম সুবল দেববর্মা। এই ছিল উনাদের শিক্ষা নীতি। শিক্ষার ব্যাপারে উনাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাদের উপজাতি উন্নয়নের কোন চিন্তা ছিল না। উনারা সেদিন শুধু রাজনীতিই করেছিলেন। মাননীয় সদস্য রশিরামবাবু কি অস্বীকার করতে পারবেন যে. টি. এন. ভি. নেতা চিকেন্দ্র দেববর্মাকে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে মান্দাইতে রিগিং করিয়েছিলেন। আমাদের উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদেরকে বলেছিলেন তোমরা ভোট দিতে পারবে না। যদি ভোট দাও তাহলে তোমাদের হাত কেটে ফেলব। আপনাদের এই সমস্ত অপকর্মের জন্য-ইতো আমাদের সেখানকার ক্যাণ্ডিডেট চন্দ্রোদয় রূপিনী নির্বাচনে হেরেছিলেন।

আগামীদিনে আপনাদের আর আসতে হবে না। কিছু দিন আগে মান্দাই বাজারে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন মাননীয় সদস্য রসিরামবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তখন উনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম দাদা আপনি যান না কেন। তখন উনি বলেছিলেন গিয়ে কি করব, লাভ নেই, পার্টির তো কোন কিছুই নেই। যদি এম. এল. এ. বিক্রি করতে পারতাম তাহলে বিক্রি করে দিতাম। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে উনাদের অবস্থা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা দাঙ্গার কথা বলেছেন। এই দাঙ্গা উনারাই সৃষ্টি করেছিলেন সেই

কলঙ্কময় অধ্যায়ের নরখাদক হচ্ছেন এই রশিরাম দেববর্মাবাবু। উনার নেতৃত্বে সে দিন নোয়াবাড়ী থেকে শুরু করে শচীন্দ্রনগর, মান্দাই থেকে শুরু করে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত সে দিন হাজার হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছিল। উনি উনার ছেলেকে বলেছিলেন তুমি উত্তরে যাও, আমি দক্ষিণে আছি। এই ভাবে উনারা দাঙ্গার কাজে লিপ্ত ছিলেন। জেলা পরিষদ এলাকায় তপন দেবরায় যুব কংগ্রেসের কর্মী, তাকে নিশংশ ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আবার মাননীয় বিরোধী সদস্যরাই বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি আইন-শৃঙ্খলা নেই। আইন-শৃঙ্খলা কি উনারা চান? উনারা আইন-শৃঙ্খলা ত্রিপুরা রাজ্যে বাজায় রাখতে চান না তাই আইন-শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্ন করা যায় সে জন্য উনারা ব্যস্ত আছেন। উনারা পাহাড়ী এলাকার সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ জোট সরকারের আমলে যদি এই সব স্কুল চালু হয় তাহলে তো জোট সরকারেরই নাম হবে। সে জন্য উনারা নির্দ্দেশ দিয়েছেন সমস্ত মাষ্টারকে চিঠি দিতে যে ৫ হাজার, ১০ হাজার টাকা করে সবাইকে দিতে হবে। সে জন্য ভয়ে মাষ্টার মহাশয়রা স্কুলে যেতে পারছেন না। আমাদের বি. এস. ডব্লিউ কর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরাও ঐ এ. টি. টি, একের ভয়ে ঐ সমস্ত এলাকায় যেতে পারছেন না। এইভাবে স্যার, উনারা অগ্রসর হচ্ছেন এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে খুন সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই ভাবে ক্ষুদ্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি সাধন করা সমস্ত নয়। উনারা কি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি চান? যদি সত্যিই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি উনারা চেতন তাহলে এই সমস্ত কাজ উনারা করতেন না। কারণ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক তাঁরা একজন মানুষ আর একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

তারা নিজেরা নিজেদেরকে বিশ্বাস করে না। স্যার, আপনিও দেখেছেন যখন তারা সাপ্লিমেণ্টরী করেন তখন সমরবাবু উঠে দাঁড়ালে দেখা যায় পেছন থেকে উঠে দাঁড়ালেন সুনীল চৌধুরী, বাদল চৌধুরী, তার মানে তাদেরকে যে নেতা সেটা বুঝা যায় না। আপনারা কে যে নরম পন্থী আর কে যে চরম পন্থী, আপনারা কে যে নৃপেন পন্থি আর কে যে দশরথ পন্থী সেটা আপনারাই জানেন। আজকে আপনাদের নেতা ও উপনেতা এসেছিলেন, দশরথবাবু বোধ হয় নেতা, নৃপেনবাবু বোধ হয় হবেন উপনেতা, উল্টে গেছে। তারা দুই জন মনে করলেন যে একটু গিয়ে দেখি তারা কেমন আছে, তাই আসলেন, ভাবলেন আজকেতো বাজেট পাশ হবে তা তারা সবাই আসবে কি আসবে না আমরা সবাই যাই, আরে আমরা অন্য সময় থাকি আর না থাকি বাজেট পাশের সময় বা যে কোন দরকারের সময় আমরা ঠিক ভাবেই উপস্থিত থাকব। আপনারা চিন্তা করবেন না। স্যার, এই হচ্ছে তাদের নীতি। স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী আইন শৃঙ্খলার জন্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, বেকারদের

জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, রাজ্যের রুগ্ন শিল্পকে পুনরুদ্ধারের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা অবশ্যই প্রসংশা করার মত। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ভাবে বিভিন্নদিকে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাকে চড়িয়ে দিচ্ছেন উন্নত ভাবে সেটা তাদের ভাল লাগছে না, তারা চান না যে রাজ্যের জনগন সবদিক দিয়ে উন্নত হোক এবং সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা পাক, রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণ সব দিক দিয়ে উন্নতির শীর্ষে এগিয়ে যাক সেটা উনারা চান না বলেই এই কাট মোশান-গুলি এনেছেন। স্যার, আমি তাদের যে কাট মোশানগুলি তারা এনেছেন সেগুলিকে ওনাদেরকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য অনুরোধ করছি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে, মূল্যবান বাজেট এনেছেন সেটাকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২০শে মার্চ ১৯৯২ইং তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯২-৯৩ আর্থিক সালের জন্য যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এখানে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এসেছে সেগুলির তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি রাখছি। স্যার, আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব তাদের সমস্ত কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে এই উন্নয়নমূলক যে কাজ, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে বাজেট যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আমাদের কাজে সহায়তা করতে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৪, পি, ডব্লিউ, ডি, এইটা নিয়ে আমাকে একটু কথা বলতে হচ্ছে। এখানে ওনারা কাটমোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নং ১৪র, মেজর হেড-২০৫৯, ২২০১, ২২০৩, ২২০৫, ২২১০ ২২১৬, ৩০৫৪। এই মেজর হেড গুলির উপর মোট আর্থিক বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে ৩৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। এর মধ্যে ভোটেড অংশের নন-প্ল্যানে আছে ৩৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এবং চার্জের যে অংশ সেম নন-প্ল্যানে সেখানে আছে ১০ হাজার লক্ষ টাকা। চার্জ অংশের টাকাটা রাজ্যপালের বাস ভবনের মেরামতি এবং কোর্ট ডিক্রি হয়েছে আরবিটেশান এওয়ার্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট, কাজেই এর উপরে কাট মোশান চলে না।

এর উপরে কাটমোশান চলেনা স্যার। এই ডিমাণ্ডে যে প্ল্যানে ৫৮ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে তার কিছুটা বেতন ভাতা সহ তিনটি অফিসের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং বাকিটা

বিভিন্ন দপ্তরের মাইনর ছোটখাটো কাজের জন্য। নন্-প্ল্যানের মোট টাকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ব্যয়ের আইটেমস্ হলো বেতনভাতা সহ প্রশাসনিক ব্যয় ১৩ কোটি ১০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, মেজর হেড্—২০৫৯।

২) নং সরকার গৃহ মেরামতীর জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মেজর হেড—২০৫৯ এবং ২২১৬।

৩) নং রাস্তা ৫,৩৩২ কিলোমিটার এবং কাঠের সেতু-১৮০৫টি, বাৎসরিক সাধারন মেরামতির জন্য ৭ কোটি টাকা, মেজর হেড ৫০৫০। এবং

৪) নং কল্যাণমূলক কাজের জন্য মাল মশলা কেনার জন্য ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে।

রাস্তা ও কাঠের সেতু মেরামতির ব্যাপারে আমাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই বাবত দপ্তরের তৈয়ারী হিসেবমত দরকার ৯ কোটি টাকা, কিন্তু এরমধ্যে বাজেটে বরাদ্ধ হয়েছিল ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা এবং আগামী বছরের জন্য চাওয়া হয়েছে ৭ কোটি টাকা। রাজ্যের সীমিত অর্থের সংস্থানের জন্য টাকা বেশী পাওয়ার যেমন উপায় নাই, তেমনি কোথাও টাকা কাট ছাট করারও উপায় নাই।

কাজেই আমরা অনুরোধ করছি ১৭ নং ডিমাণ্ডে প্রস্তাবিত অর্থের বায়বরাদ্দের অনুমোদন করে আপনারা ছাটাই প্রস্তাবকে বাতিল করে এই বাজেটকে সমর্থন করুন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৫ নং ডিমাণ্ডের উপর উনারা কাট মোশান এনেছেন এই ডিমাণ্ডের যোজনার বিভিন্ন দপ্তরের মেরামতি ও জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য ৪৪৫৯ মেজর হেড পাবলিক ওয়ার্কস্ ৪২০২, শিক্ষা দপ্তর ৮২১০, স্বাস্থ্য ৪২১১, পরিবার কল্যাণ ৪২৩৫, সমাজকল্যাণ ৪৪০৩, পশুপালন ৪৪০৪, ডায়েরী উন্নয়ন ৪২৫১ ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদি। এই ডিমাণ্ড-গুলির উপর কাট মোশান এনেছেন কিন্তু এইগুলি থেকে একটি টাকাও কাট করার উপায় নাই স্যার।

এইখানে উনারা কি চান না যে আমাদের সরকার কর্মচারীদের বেতন দিক, উনারা কি চান

না অফিসঘর মেরামত হোক, উনারা কি চান না রাস্তাঘাট তৈরী হোক, উনারা কি চান না সেতুগুলি মেরামত করা হোক। উমাদের আমলে যে সমস্ত সেতু ভেঙ্গে গিয়েছিল উনাদের সরকার একটি সেতুও মেরামত করেছেন বা একটা নতুন ব্রীজ করেছেন তার কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু আমাদের সরকারের আমলে কি সেণ্ট্রালের কি রাজ্য সরকারের যে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার জুরি ব্রীজ থেকে সোনামুড়ার গোমতী পর্য্যন্ত কাজের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তারজন্য একবারও এই বিরোধী আসন থেকে আমার এই সরকার ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব পান নাই।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলতে পারি যে তিনটি পাকা ব্রীজ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন এবং অতিসত্বর সেগুলির কাজ শুরু করা হবে।

কাজেই আজকে উনারা যে ডিমাণ্ডগুলির উপর কাট মোশান এনেছেন তার দ্বারা উনারা আগামী আর্থিক বছরে ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণমূলক কাজে বাঁধা দিচ্ছেন যাতে ত্রিপুরার মানুষকে অবহেলার মধ্যে ফেলে রেখে উনাদের আন্দোলনকে জোরদার করতে পারেন সেজন্য উনারা পরিকল্পনা নিয়েছে।

আমি পরিষ্কারভাবে এইটুকু বলতে চাই মাননীয় সদস্যরা যারা এরউপরে নট্ অনলি ছাট্ আপনারা এল, এস, জি, এর উপরে কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু আপনারা কি শহরের উন্নয়ন চান না, এই শহরের উন্নতি হোক সেটা কি আপনারা চান না, নোটিফায়েড্ এরিয়ার উন্নতি হোক সেটা কি আপনারা চান না? বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে আপনাদের সময়ে কি এসেটস্ সৃষ্টি করেছেন? আমাদের সরকার অনেক নতুন এসেটস্ সৃষ্টি করেছে বহু বাড়ী করেছে ঘর করেছে, রাস্তাঘাট করেছে, কিন্তু আপনাদের দশ বছরে আপনারা কোন এসেটস্ করেছেন কি না তার কোন প্রমাণ দিতে পারবেন না।

আমরা আমাদের জনসাধারণের স্বার্থে যতটুকু কাজ করব বলে ইচ্ছা ছিল তার সবটাই আমরা করতে পারি নাই। এটা আমরা স্বীকার করছি। তবে আমরা কাজ করেছি। আর যেটুকু কাজ করতে পারি নাই সেটা হয়েছিল আপনাদের বন্ধু ভি, পি, সিংহের কারনে। কারন তিনি মাঝখানে কয়েকদিন গদীতে ছিলেন বলে আমাদের রাজ্যের উন্নতি ব্যহত হয়েছিল।

তবে আপনারা ১০টি বৎসরে যা করতে পারেন নাই, রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের ব্যাপারে সেটা আমরা ৪টি বছরেই করে দিয়েছি। তবে তাই বলে আমরা এখানেই থেমে থাকব না। কাজ করে যাবেন আমাদের এই সরকার। কারণ আমরা স্বীকার করছি যে, যেটুকু কাজ হয়েছে সেটাতে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। আরোও কাজ চাই। সেইজন্য আমরা বসে নেই। কিন্তু সেইজন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতা বার বার প্রার্থনা করছি। কারন রাজ্যের স্বার্থে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর যদি আমাদের সাহায্য না করেন তাহলে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ছাড়বে না। আমি আগেও বলেছি যে, আমাদের মন্ত্রীরা চুর বা স্মাগলার নয়। আমরা জানি সেটা কখন ছিল। আপনারা রাজ্যে গুণ্ডা পালন করেছিলেন। গুণ্ডা বাহিনী গঠন করেছিলেন। কাজেই আজকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে কাট মেশিনগুলি আপনারা তুলে নিন। না হলে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না।

আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করব এবং তার একবছরের মাথায় হবে বিধানসভার নির্বাচন। কিন্তু যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনাদের পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাটা কি? সেখানে কি মানুষ ভোট দিতে যেতে পারেন। নাকি ঘরের মধ্যে তাকে বন্দি করে রাখা হয়। আমাদের প্রার্থী মমতা ব্যানার্জীকে পর্যন্ত আপনারা ভোট দিতে দেন নাই। তারপর আর কি আশা আপনাদের কাছ থেকে করতে পারি? ভোট নিয়ে সেখানে কি হচ্ছে? একটা পাড়াতেও লোকজন ঠিক ভাবে থাকতে পারেন না। সবই জানা আপনাদের। আপনারা বলেন যে এখান থেকে সব লোক চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কারা যাচ্ছে? আমরা ক্ষমতায় আসার পর আপনাদের গায়ে একটুকুও আচর লাগে নাই। আপনাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। কিন্তু আপনারা যখন ক্ষমতায় এলেন তখনকার কথা কি মনে পড়ে? কি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন আপনারা? ভুলে যাবে না। ঘরে কেউ থাকতে পারে নাই। যারা এখানে তখন গুণ্ডামী করত তারাই আজকে সল্টলেকে এবং জ্যোতি বাবুর আশ্রয়ে ঘুরা ফেরা করছে। আগরতলার অনেক ছেলেকে সেখানে ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। আপনারা একবার টি. ইউ. জে. এসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিলেন।

তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১০৮ জন গুণ্ডা বাহিনী আনার জন্য, ত্রিপুরা নাকি তাঁদের হাতছাড়া হয়ে চলে যাচ্ছেন। বিমানবন্দরে এসে আবার গেছে না। সরকার তো কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস হয়ে গেছে। তখন আর আসল না। অতএব ওসব করবেন না। মানুষ আপনাদের চিনে ফেলেছে, দূরবুদ্ধি ছেড়ে দিন। রসিরামবাবুর কথা আজকে আর বলব না, আগে অনেক বলেছি।

বাদলবাবু যতই বক্তৃতার আসরে যাত্রা পিটেন না কেন আপনাদের মানুষ চেনে। ঐ জুট মিল সেটা পর্যন্ত আপনারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। আপনিইতো (অনিলবাবু) জুট মিলের কর্মীদের বলেছিলেন যে, ধর্মে বিশ্বাস করবে না, তোমরা বলতে পারবে বিশ্বকর্মার বাবা কে? তুলসী পাতা ছুবে না। অনিলবাবু বড় বড় কথা বলবেন না। আজকে আমি খুশী আপনার এতটুকু দেখে, আমি অত্যন্ত খুশী। কিন্তু আপনাদের মধ্যে মা বাবা মারা গেলে পরে কেউ অস্তিব করে না। আপনি যে ক'রছেন তাতে আমি আনন্দিত। আপনার সুবুদ্ধি এসেছে। আপনি কংগ্রেস লাইনে আসছেন। আপনি ধর্মভীরু হয়েছেন। এতদিন ছিলেন না। এই দাদাদের ছেড়ে দিয়ে চলে আসুন, সন্ন্যাসীর মতে চলে যান, কারণ এটা আপনাদের আইডলজি, আপনারা ভগবানকে বিশ্বাস করেন না। আপনাদের পিতা মারা গেলে অস্তিব করেন না,। শ্রাদ্ধ করেন না। আর কেন এত চিৎকার করছেন বাদলবাবু সারা বিশ্ব থেকে ঝাটার বাড়ী খাচ্ছেন। আজকে কেন এখানে এত চিৎকার করছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে, কমিউনিষ্ট শেষ যাই হউক, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না।

আজকে যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন যে যে ডিমাণ্ডের উপর, যে যে মেজর হেডের উপর আপনাদের সবগুলি ডিমাণ্ড থেকে মেজর হেড থেকে এই কাটগুলি উঠিয়ে আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। আমি আশ্বাস পেয়েছি সুনিলবাবু মিত্তালে বসে আছেন উনি আমাদের সমর্থন করবেন আপনাদের সকলেই এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটিস্পীকার স্যার, আজকে ১৯৯২-৯৩ইং সনের যে বাজেট বরাদ্দের যে, অংশটা এখানে অনুমোদনের জন্য আনা হয়েছে তার সবগুলি আমি সমর্থন করছি। এবং এই সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী দলের তরফ থেকে যেসমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে আমার যেসমস্ত ডিপার্টমেন্টের ব্যয় বরাদ্দ আছে, সেগুলি দেখলে বুঝা যায় এটার মধ্যে একটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন আছে। এটা গতানুগতিক বাজেট নয়। এবার যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা গতানুগতিক বাজেট না এটার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে, এটার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা আছে এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে, এটা বুঝতে পারবেন। আমরা যেসমস্ত নতুন নতুন আইটেম এখানে এনেছি সেগুলির

বেশীর ভাগ হচ্ছে যেসমস্ত অঞ্চল এবং যেসমস্ত সুযোগগুলি এতদিন কাজে লাগানো হয়নি আয়ের উৎস, জীবিকার উৎস কাজে লাগানো হয় নি। সেগুলি আমা হয়েছে।

যেমন এগ্রিকালচার-এ ট্রাইবেল ভেজেটেবল অতীতে আমি দেখেছি ভেজেটেবল পারপাসের উপর ৪ কোটি টাকার মত খরচ হত। কিন্তু উৎপাদন একবারে শুন্য। আমরা আসার পরে এই ট্রাইবেল ভেজেটেবল-এর জন্য খরচ এখন ৪ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে শূন্য থেকে ৮৪ কোটি টাকায়। দ্বিতীয়তঃ আমরা আপল্লেন কালটিভেশনের নামে এই বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে টিলা জমি চাষের আওতায় আমরা এনেছি। এটার জন্য ব্যয় বরাদ্দ আছে, এটা নতুন আইটেম।

এরপরে কণ্ট্রোল অব চিপটিং কালটিভেশন জুমিয়া পুর্ণবাসন ২৭ হাজার টাকা দিয়ে আমরা এই পুণর্বাসন-এর ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্যরা যদি গিয়ে থাকেন কোথাও জুমিয়া পুণর্বাসন এলাকায় তাহলে নিশ্চয় দেখবেন সেখানে খুব সুন্দর সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় সদস্য পুর্ণমোহন ত্রিপুরা উনাকে আমি অনুরোধ করব নন্দকাবারী পাড়ায় আপনি একটু গিয়ে দেখুন। আপনি যদি কলা গাছের শুধু হিসাবটা এখানে দিতে পারেন। তাহলে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তেমনি বিলোনীয়ায়র ভারতচন্দ্রনগার যে জুমিয়া পুণর্বাসন করা হয়েছে। এটা উত্তর ত্রিপুরার নন্দকারবারী বললাম। শুধু উত্তর ত্রিপুরায় না—

আজকে দক্ষিণ ত্রিপুরা বিলোনিয়াতে প্রচুর কলাগাছ হয়েছে। সদরে সুভার মুরাতে আমি নিজেও কয়েক বার গিয়ে দেখেছি প্রচুর কলাগাছ সেখানে হয়েছে। গত বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ্য চাড়া বাইরে বিক্রি করা হয়েছে। তবে ইদানিং প্রচুর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই ব্যাপারে আমি পরে আসছি। তারপর আমাদের আরেকটা নতুন আইটেম হচ্ছে গ্রোইরিগেশন। এই গ্রোইরিগেশন আমরা পুর্ব বাগাই বারিতে করেছি, তার পরে উদয়পুরের দেওয়া ছড়ার করা হয়েছে। নাজিলাতে করা হয়েছে। এবং উত্তর ত্রিপুরাতেও জায়গা খোজা হচ্ছে। সম্ভবত ৮ তারিখ আরেকটা উদ্বোধন হবে। এইটা খুব সুন্দর হয়েছে। এইটাতে পাওয়ার লাগেনা অপারেটার লাগেনা। পাহারের উপরে যে ঝরনা আছে সেই ঝরনা থেকে পাইপ লাইন দিয়ে একেবারে জমিতে সরাসরি জল দেওয়া যায়। এর ফলে উপরের টিলাতে যে জুম চাষ হত তারাও জল পাচ্ছে। এই জল পানীয় জল হিসাবেও ব্যবহার হচ্ছে। আবার চাষের কাজেও ব্যবহার হচ্ছে। তার পর আমরা ট্রাইবেলদের জন্য একটা কোল্ড ষ্টোরেজ করার জন্য

ব্যবস্থা নিয়েছি। মোটা মোটি ভাবে, আমি বলতে পারি যে, এখন ট্রাইবেলদের জমিতে ৪০০ থেকে ৫০০ টন আলু অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়। এই আলুগুলি রাখার জন্য আমরা উত্তর ত্রিপুরাতে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা কোল্ড ষ্টোরেজ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার এটার অনুমোদন দিয়েছেন। আর আরেকটা হচ্ছে, ইকনলজি মেনেজমেন্ট। জুম চাষ যেখানে হয় সেখানে ট্রেডিশানেল জুম চাষ হত। এখন তার মধ্যে আধুনিকতা আনা হচ্ছে, উন্নত পদ্ধতি আনা হচ্ছে। সারা বৎসর যাতে জুমিয়ারা জুম জমিতে জুম চাষ করতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার জন্য এবার বাজেটে ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এটা একটা নূতন পদ্ধতি। এই সমস্ত মিলে আমার কৃষি দপ্তরের বরাদ্ধ হচ্ছে ৪০ কোটি ৭লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এতে নূতনত্ব আছে। যেমন ফিসার মেনদের জন্য মডেল ভিলেজ। এটা আমরা উদয়পুরনগরে তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। সেখানে তাদের জন্য ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে, কুলঘর হবে, এবং মাছ ধরার জন্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম দেওয়া হবে। এরপর আসছে পেডি কাম কৃষি কালচার যেখানে ধানের চাষ হয় সেখানে মাছের চাষও হয়। এইটা দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে খুব ভাল হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। তার পর হল নূতন নূতন জলাশয় গুলি রি-ক্লেমেশন করা। আপনারা আমাদের অমরসাগরকে দেখে আসুন চিনতেই পারবেন না আপনারা। আপনারা নূতন অমরসাগর দেখবেন। এখন ধনিসাগরটাকে করা হচ্ছে, সেখানে ডেইলি ১ হাজার লোক, কাজ করে। এর পর তৈদুতে হচ্ছে সেখানেও প্রতিদিন ৩৫০ জন লোক কাজ করে। এবার ফিসারির বাজেট হচ্ছে ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা. গত বৎসর এর পরিমান ছিল ৬ কোটি ৮০লক্ষ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— এবারের ফিসারী বাজেট হচ্ছে সাত কোটি ৭৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, গত বার সেটার পরিমান ছিল ৬ কোটি ৮০ লক্ষ, কাজেই এই সমস্ত নূতনত্ব আমাদের এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছেন। এরপর ফর্টিকালচার এবার আমদের আছে ১১ কোটি ২৪ লক্ষ, গতবার ছিল ৮ কোটি ১৭ লক্ষ। এর মধ্যে আছে মিনি ওয়াটার সেড, এটা নূতন ১০ টা মিনি ওয়াটারের কাজ চলছে। আর্থিক বরাদ্দ না থাকাতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে। এরপরে আর আসছে ওয়েল সিড প্রোডাকশান, সরিষা, চাষ কিছু বাদাম চাষও করা হচ্ছে। ল্যাণ্ড ডেভেলাপম্যান্ট আমরা প্রচুর করেছি। এবার ত্রিপুরাতে নূতন নূতন ফসল আমরা করেছি। যেমন পিঁয়াজ আছে ত্রিপুরাতে আগে পিঁয়াজ হত না। এখন কৃষকরা পেঁয়াজ ফলাচ্ছে। আপনারা বলতে পারেন বাজারে পিঁয়াজ আসছে না কেন, বাজারে আসছে কিন্তু ব্যাপক হারে নয়। কারণ এবার বৃষ্টি কম হয়েছে। দ্বিতীয়ত এটা একটা নূতন, নূতন একটা শস্য করতে পরিপূর্ণ

করতে চায় পাঁচ বৎসর আগে। পাঁচ বৎসর পর আপনারা বাজারে ত্রিপুরার প্রচুর পেঁয়াজ দেখতে পাবেন। পটল আগে কলকাতা থেকে আসত, এখন ত্রিপুরাতে প্রচুর হচ্ছে। আলো প্রায় বাইরে থেকে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার -১৮, মাইনর ইরিগেশান, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন সর্বং ছড়াতে নালা কাটা হয়েছে। নালা কাটার জন্য টেণ্ডার করা হয়েছে, টেণ্ডার গ্রহণও হয়েছে। কিন্তু অপনিও তাদেরকে কাজ করতে দিচ্ছেন না। কাজে বাধা দিচ্ছেন। এবং বলেছেন যে কংগ্রেস টি, ইউ, জে. এস এর আমলে তা করতে দেওয়া হবে না। এই নালার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু কাজ শেষ করা যাচ্ছে না তার কারণ এ, টি, টি, এফ। এদের নামধাম পুলিশকে দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এদেরকে ধরতে গেল বলা হচ্ছে যে, এরা ভাল মানুষ। এক সময় আমি অরুনবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম সে বনে, গিয়ে দেখি দুইজন টি, ইউ, জে, এস, এর কর্মীকে খুব সাঙ্ঘাতিক ভাবে খুন করা হল, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে সর্বং ছড়াতে যদি কেউ নালা কাটতে আসে তবে তাদের অবস্থাও তাই হবে। কে যাবে সেখানে কাজ করতে। পুলিশ পুলিশকেও আপনারা কাজ করতে দেন না। যাইহোক, মাইনর ইরিগেশান এইবার প্রথম ট্রাইবেল এলাকাতে মিলং ছড়াতে প্রায় ২ কোটি টাকা দিয়ে একটা বড় বাঁধ হবে, আর সোনাই ছড়াতে পোনে দুই কোটি টাকা দিয়ে একটা বাঁধ হবে।

এই বাঁধগুলি শুধুমাত্র জল সেচের জন্য নয় যেটা রসিকবাবু বলেছেন, তা ঠিক এটা যদি বুঝতে চান, তবে মোহনপুর শিকারীবাড়ী গিয়ে দেখে আসেন, সেখানে এই জল দিয়ে ছেলেরা কি করছে। আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন দেখে এসেছি যে একটি মাছ ১২ কে, জি, হয়ে গেছে, এক একটা কারফিউ তো একদম লাল, সেগুলিও ১২ কে, জি, হয়ে গিয়েছে, গতবার আমরা ৫ হাজার পোনা ফেলেছি, এবার আশা করছি যে ২৫ হাজার ছাড়া হবে। তারপরে, আমাদের কচ্ছপের একটা আইটেম আছে, এটার জন্য ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ বৎসরের জন্য কোন বরাদ্দই ছিলনা, আপনারাই বলুন বিনা পয়সা খরচে কি একটা লেইক তৈরী করা যায়? তা করা যায় না, কিন্তু তার চাইতে বড় কথা হল উৎসাহ থাকতে হবে। আমরা আশা করেছিলাম যে প্লেনিং কমিশন আমাদের এরজন্য বরাদ্ধ দেবেন, কেন না, এন, এম, সি এতে রাজি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্লেনিং কমিশন দিল না। ভারতের কোথাও কৃত্তিম উপায়ে এটা করা সম্ভব হয় নি, উড়িষ্যার চিল্কাতে যেটা হয়েছে, সেটা তো নেচারাল বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা সেটা দেখাতে পারব বলে আশা করছি। তারপরে চিংড়ির ব্যাপারটা তো ভাবতে যে সব খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আছে শুধু তাদেরই নয়, আমরা বিদেশ থেকে অনেক বিজ্ঞানির মতামত

এসেছি, তারা বলছে মাছের রোগের কোন প্রতিকার নেই, তোমরা যত পার, তত চাষ করে যাও, এটা তারা বলে দিয়েছে। তখন তারা ১ লক্ষ পোনা আমাদের দিতে চেয়েছে, আমরা অনেক অনুরোধ করে ২ লক্ষ পোনা সেই বোম্বে থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছি। আপনারা এগুলির চাষ যেখানে হচ্ছে, সেখানে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, দেখবেন কয়েক মাসের মধ্যেই সেগুলি ওজন ১৫০ গ্রাম হয়ে গেছে, আমরা চাইছি, সেগুলি আরও বড় হউক, কিন্তু চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছে, তার জন্য বিক্রিও বাড়ছে। এই সেদিন আমি তেলিয়ামুড়াতে একটা সরকারী ফার্মে গিয়ে দেখেছি, যে মাত্র ৪/১ ভাগে চারা ফেলা হয়েছে, নতুন ভাবে শুরু হচ্ছে কিনা, তাই, আশা করছি আগামী বছর দেড়েকের মধ্যেই সেগুলি বাজার ছেয়ে যাবে।

চিংড়ী মাছের পোণা এটা আগামী বৎসরে বড় হয়ে যাবে। আপনাদেরকে খাওয়াতে পারব না। কারণ এটা সরকারী সম্পত্তি। আশা করছি বাজার থেকে কিনে নিতে পারবেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার একটা কাটমোশন এখানে এনেছেন পাম্পসেট সম্পর্কে। কারেন্ট দেরীতে আসায় আমরা এটা ইনস্টল করতে পারি নি। জল দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে মতিবাবু আমার পাম্পসেটটা নিয়ে গেলেন যার দাম ২৫ হাজার টাকা। আসামী উনার বাড়ীতে আছে। পুলিশ যতবারই গেছে উনার বাড়ীতে উঠেছে; আমার কাছে প্রমাণ আছে। এই ভাবে পাম্পসেট, পাইপ নিয়ে গিয়ে যদি মতিবাবুরা এখানে কাট মোশন আনেন, এটা ঠিক নয়। আপনারা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগীতা করুন। পাম্পসেট, পাইপ চুরি করবেন না। মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের এলাকায়, কমলপুরে ১৭টা মটর চুরি হয়েছে। এগুলি দিয়ে না কি রাইস মিল চালানো যায়। এটা উনি নূতন আবিষ্কার করেছেন। এই করে সি, পি. আই (এম) পার্টিতে চাঁদা দিলেই হলো। দেশের বা রাজ্যের উন্নয়ণে আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। সরকার কিন্তু কাউকে রেহাই দিবে না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এখানে সারের অনেক কথা তুলেছেন। আমি প্রথমে বীজের হিসাব দিচ্ছি। ১৯৯০-৯১ সালে বীজ উৎপাদন হয়েছে ২,২৭৯ মে, টন, ১৯৯১-৯২ সালে ২,৬৬২ মে, টন, ১৯৯২-৯৩ সালে এটা বেড়ে হবে ৩,৩৬০ মে, টন। ১৯৯০-৯১ সালে সার সরবরাহ করা হয়েছে ৯,২১০ মে, টন, ১৯৯১-৯২ সালে ১০,৮০০ মে, টন, ১৯৯২-৯৩ সালে আশা করছি এটা হবে ১২,০০০ মে, টন। উনারা না বুঝেই কাট মোশান এনেছেন। ভাল করে তথ্য সংগ্রহ করে এই সারের উপর কাট মোশন আনতেন তাহলে ভাল হতো।

কাজে কাজেই এই সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব কেন এনেছেন আম বুঝতে পারছি না। ভাল

করে বাজেট পড়লে এই ছাটাই প্রস্তাব আনতেন বলে আমার মনে হয় না। হ্যাঁ, কোথাও অভাব আছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। সেখানে সরাসরি পাচার হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের লোকেরা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ীতে করে নিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাতে সবাসিডি দিয়ে বিক্রী হয়। কাজেই বাংলাদেশে বেশী দামে বিক্রী করা যায়। এখানে সরকার নিজে সাপ্লাই দেন। আসাম বলুন পশ্চিমবাংলা বলুন কোথাও সরকার নিজে সাপ্লাই দেন না। ফলে এখ একার মান উন্নত, গুণগত দিক সব ঠিক থাকে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— কীট নাশক ঔষধের কথা বলুন)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে কীটনাশক ঔষধের কথা বলার জন্য উনারা বলছেন। উনারা না বললেও আমি উল্লেখ করতাম। এখানে আমি তার তথ্য দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ১৯৯০-৯১ সালের তথ্য। সে সময় আমরা দিয়েছিলাম ৭০ মেট্রিক টন। ১৯৯১-৯২ সালে আমরা ১০০ মেট্রিক টন দিয়েছি। অতএব অভাব পড়ার কথা নয়। যদি আপনারা বাংলাদেশে সব পাঠিয়ে দেন, তাহলে সংকট দেখা দেবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কারনে আমি বলছি, এই বাজেটে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে যা শুরু হয়েছে আমাদের গভর্ণমেন্ট আসার পরে। আগে শুধু শহর অঞ্চলে যেখানে জমি ছিল সেখানে ঔষধ এবং সার দেওয়া হত। সেখানেই বি. এল, ডব্লিউ, অফিস ছিল। ট্রাইবেল এলাকায় কোন বি. এল. ডব্লিউ. অফিস ছিল? বলুন কোথায় ছিল? কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর আমরা এ দিকে ভীষণ ভাবে নজর দিয়েছি। গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে সাজানো যাচ্ছে, বি. এল ডব্লিউ. অফিস আমরা সিমনার ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় করেছি সেল জায়গায়। রাইস্যাঁ ড়ীতে বিশাল গোডাউন করা হয়েছে। একটা মাত্র রুম আমরা ব্যবহার করছি। আরো :টি রুম পড়ে আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে কনফারেন্স করতে পারেন। গণ্ডাছড়া যান, সেখানেও পাবেন। আমরা প্রায় ৬০টি বি, এল, ডব্লিউ ষ্টোর করেছি। মার্কেট শেড করেছি প্রচুর। যেগুলি পেণ্ডিং আছে তাও শেষ হয়ে যাবে মার্চের মধ্যে। জোর কদমে কাজ হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ উনারা যা বলেছেন, ট্রাইবেল কোটা পুরণ হচ্ছে না তা ঠিক নয়। আমরা ট্রাইবেল ব্যাক লক্ পুরণ করে এনেছি। ১০ বছর অনেক ট্রাইবেল পোষ্ট এস, সি, এবং এস টিদের দিয়ে ফিল আপ করা হয়নি। আমরা সেই ব্যাক-লক্ দূর করছি। এক সঙ্গে আমরা ৯০ জন এল, ডি, সি, দিয়েছি। অ্যাগ্রিকালচারে আধুনিকতা আনতে গেল, উৎপাদন বাড়াতে গেলে, অ্যাগ্রি ইঞ্জিনীয়ারদের সুযোগ দিতে হবে। আমরা ক্ষমতায় এসে দেখেছি, প্রায় ৩০০ পাওয়ার টিলার ছিল। কিন্তু একটা ট্রাইবেল এলাকায়ও পাওয়ার টিলার যায় নাই। মহারানীপুরে একটি ছিল, কিন্তু সেটি ওয়াটার সেডের নামে ছিল। আমরা ক্ষমতায় আসার পরে অনেক দিয়েছি পাওয়ার টিলার ট্রাইবেল এলাকায়।

আমরা ক্ষমতায় আসার অনেক পাওয়ার টিলায় ট্রাইবেল অঞ্চলে দেওয়া হয়েছে ভেজি-টেবলস চাষ করার জন্য। এই ভাবে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন একটা অধ্যায়ের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা জানি ট্রাইবেলদের শতকরা ৯৯ পার্সেন্টই কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদেরকে বড় বড় জমিদার হও, শিল্পপতি হও, একজন বড় কনট্রাকটর হও, ইঞ্জিনীয়ার হও এই কথা যাবে না। ওরা যে জায়গায় আছে সেই জায়গায়ই আমাদের যেতে হবে, সেই জায়গা থেকেই আমাদের-কে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি নিতে হবে। স্যার, আমি এখানে এককথায় বলব যে উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলির বাস্তাবায়ন এটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সদিচ্ছা শুধুমাত্র শাসক দলের সদিচ্ছাই হবে না, এখানে বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দেরও দায়িত্ব আছে এবং সেটা জল সেচের বেলায়ই হোক আর অন্য ব্যাপারেই হোক। স্যার, হয়তো আমরা জলসেচ করার জন্য কিছু পাইপ কমলপুরে নিয়ে গেলাম, সেই পাইপ নিয়ে এ, টি, এফ বন্দুক বানাল। এই যদি চলতে থাকে তাহলে তো কোন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীই বাস্তবায়িত হবে না। এবং এর দায় শুধু সরকারেরই না আপনাদেরকেও নিতে হবে। স্যার, পঞ্চায়েত নির্বা-চন সামনে আসছে এবং সে নির্বাচন যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু হয় তার জন্য রাজ্য সরকারী তরফে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি ধ্যান ধারনা আছে এবং পঞ্চয়েতগুলি যাতে সরকারের সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ নিতে পারে তারজন্য আমরা চাইছি এই পঞ্চায়েত নির্বাচন তাড়াতাড়ি হয়ে যাক এবং এ, ডি, সিতেও যাতে সমান ভাবে পঞ্চায়েত ইলেকশান হতে পারে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সকলেই চান। যিনি রাজনীতি করছেন তিনিও চাইছেন এবং যে সাধারণ মানুষ সেও ত্রিপুরার উন্নতি চাইবে। কিন্তু এখন এ, টি, এফ যে ভাবে প্রেরনা পাচ্ছে এটা খুবই খারাপ। এই এ, টি, টি, এফ এর কিছু কিছু সদস্য যারা আত্মসমর্পন করছে তাদের মুখে আমরা শুনেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে জেতা যায় তার জন্য তাদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ এই যে এ, টি, টি, এফ-কে আরও বেশী সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এটা কোন মতেই কাম্য নয়। শান্তিপুর্ণ এবং অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজ্যসরকার সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সুতরাং যারা মনে করেছেন পাহাড়ী অঞ্চলে, বন্দুক দিয়ে, রাইফেল দিয়ে, পুলিশের রাইফেল নিয়ে নির্বাচন করবেন, তারা আশা করছি ভুল করছেন। তাদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ রাজ্যের উন্নয়নের পক্ষে, ঐক্যের পক্ষে, সংহতির পক্ষে, শান্তির পথে এক ব্যার্থতা ডেকে আনবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে অবাধও সুষ্ঠ হয় সেটা আমাদের সকলকে দেখতে হবে। এই বলেই ব্যায় বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার মাননীয় বিরোধী দলের সমস্ত মহোদয়রা আজকে ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাটমোশান গুলি এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি আশা করব যে আমার বক্তৃতার পর উনারা উনাদের কাট মোশানগুলি তুলে নেবেন। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২, চীপ মিনিষ্টারের যে ডিক্রিশানারী ফাণ্ড আছে, তার উপর উনারা কাট মোশান এনেছেন। স্যার, এই ফান্ডটা প্রথমে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৯ইং সনে তৈরী করা হয়েছিল। এই ফান্ডে বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যাক্তি গত ভাবে যারা আর্থিক দিক থেকে দুরবস্থা তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়। চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা দিয়ে থাকেন। যারা বিলো প্রপারটি লাইন তারাও যাতে এখান থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন ত'র জন্য সাহায্য করা হয়।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নৃসংশ হত্যার পর এই রাজ্যে ছোটখাট কয়েকটি ঘটনা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা এফেকটেড হয়েছেন তাদের সাহায্যের জন্য চীফ মিনিষ্টারের ফাণ্ড থেকে ৬ লক্ষ টাকা এফেকটেড লোকদের দিয়েছি। কাজেই এই ডিমাণ্ডে টাকার যে প্রস্তাব করা হয়েছে এটা কোন অবস্থাতেই ছাটাই করা যায় না। আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২, মেজর হেড ২০১৩-র কথা বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহাশয় কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১, মেজর হেড ২০১৩-এর উপর। এখানে মাননীয় মন্ত্রীদের বেতন ভাতা নিয়ে এবং বিলাস বাসনে আর্থিক ব্যয় সংকোচ নীতি না মানার কারণে এই কাট মোশান এনেছেন। কংগ্রেস, টি, ইউ, জি, এস সরকার নিয়মনীতি মেনে কাজ করেন। মন্ত্রীদের বিলাস ব্যাসনের জন্য এই হেড থেকে এক পয়সাও খরচ করা হয় না। এতএব মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন আমি অনুরোধ করছি উনাকে এই কাট মোশান তুলে নেবার জন্য। মাননীয় সদস্য নকুলবাবু সরকারের লিগেল এডভাইসারী নিয়োগ নিয়ে দলবাজী হয় বলে কাট মোশান এনেছেন। উনি একজন শিক্ষিত লোক কিছু লেখাপড়া জানেন বলে আমি জানতাম। কারণ হাইকোর্ট কিংবা জেলা কোর্টগুলিতে ত্রিপুরা সরকার এডভোকেটকদের নিযুক্ত করেন না। হাইকোর্ট থেকে গভর্ণমেন্ট এডভোকেট কিংবা পাবলিক প্রসিকিউটর সেটা চীফ জাষ্টিসের রিকমানডেশান অনুযায়ী পছন্দ মত উনি যে নাম রিকমাণ্ডেশান করেন তাঁকেই করতে হয়। তেমনি জেলা আদালতগুলিতে এবং ডিষ্ট্রিক্ট আদালতগুলিতে যে সমস্ত পি, পি কিংবা গভর্ণমেন্ট এডভোকেট নিযুক্ত হত সেগুলি জেলা জজের রিকমাণ্ডেশান অনুযায়ী এই সরকার করে থাকেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ১০ বছর সরকারে ছিলেন তখন তারা কি ভাবে করেছেন সেটা আমরা জানি না কিন্তু আমরা ন্যায়ম মেনে এইগুলি করে থাকি। শুধু মাত্র এ. পি. পির ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি

যোগ্যতার ভিত্তিতে করি কাজেই সেখানে কোন দলবাজী নেই। কাজেই এখানে যে ব্যায় সংকোচের কথা বলা হয়েছে সেটা সত্য নয়। মাননীয় সদস্য নকুলবাবু আদালতগুলিতে দীর্ঘ দিন ধরে মামলাগুলি ঝুলে থাকার জন্য কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, মেজর হেড-২০১৪। এই কংগ্রেস, টি, ইউ, জি. এস, সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা ১০ জন বিচারপতি নিয়ুক্ত করেছি গ্রেড টু দুইজন হাইকোর্টের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়ে আমাদের কাছে নাম পাঠিয়েছেন। তাছাড়া আমরা গ্রেড ওয়ান ৪ জন নতুন এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। আমরা আশা করছি এপ্রিল মাসের মধ্যে এখানে ত্রিপুরার জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের দাবী অনুযায়ী হাইকোর্ট পারমানেন্ট ভাবে আমরা খুলতে পারব।

এর জন্য প্রয়োজনীয় ইনফ্রাসট্রাকচার যেটা দরকার তা রাজ্য সরকার করে দিয়েছে, এখন ইউনিয়ন ল মিনিষ্ট্রি থেকে নোটিফিকেশান হলেই এখানে হাইকোর্টের পারমানেন্ট বাঞ্চ খোলা হবে। স্যার, ওদের দশ বছরে বিচারপতি নিয়োগ থেকে শুরু করে হাইকোর্টের জন্য তারা কোন চেষ্টা করেন নি। বিগত দশ বছরের যে সমস্ত মামলা মকরদমা জমা ছিল সেগুলির জন্য আজকে এই পরিনতি হয়েছে। বিচার বিভাগগুলিতে মামলা জমে আছে। ওরা আসার আগে কংগ্রেসের সময় মামলা এত জমা ছিল না। আমাদের সময়েও মামলা এত জমেনি। তাদের সময়ে বিচার বিভাগের উপর অযথা হস্তক্ষেপের ফলে বিচারপতিরা নিরদিধায় বিনা বাধায় বিচার কার্য্য পরিচালনা করতে পারেনি। যার ফলে আজকে এই মামলার পাহাড় ত্রিপুরায় জমে আছে। কাজেই এখানে যে কাটমোশান আনা হয়েছে সেই কাটমোশানের আমরা বিরোধীতা করছি। এছাড়াও তাদের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে লোক আদালত করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা করেন নি, এইটাকে ফাইল চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরায় লোক আদালত সিষ্টেম যাতে করে বিনা পয়সায় ত্রিপুরার জনগণ বিচার পেতে পারেন। তার জন্য আমরা লোক আদালত করেছি। কাজেই এই কাটমোশান এখানে অহেতুক বলে আমি মনে করি। আপনারা ১৯৪৭ সালে বৃটিশের সহায়তায় দেশকে কাট করেছেন, তারপর যখন দেশ স্বাধীন হল তখন আপনারা গণতন্ত্রকে কাট করার জন্য বললেন, সংশোধীয় গণতন্ত্রে আমার আস্থা নাই। কাজেই সংশোধীয় গণতন্ত্রকে কাট করা হোক। তারপর আপনারা সংশোধীয় গণতন্ত্রে ফিরে আসলেন এবং ফিরে এসে ত্রিপুরার আসনে এসে মানুষকে কাট করতে শুরু করলেন। মানুষ কাট করার পর আপনারা যখন ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন আমরা ক্ষমতায় এলাম, তখন আপনারা সারা রাজ্যের বনকে ফরেষ্টকে কাট করতে শুরু করলেন। এইভাবে কাট করতে করতে আজকে আপনারা কাটমোশান এনেছেন হাউসে। কাজেই এই কাটও আপনাদের সৃষ্টি, দেশ

কাট থেকে শুরু করে বাজেট কাট পর্য্যন্ত, সংশোধনীয় গণতন্ত্র কাট, মানুষ কাট, সব কাটই আপনারা শুরু করেছেন।

(অপজিশান রাক্ক :—আমরা মুখ্যমন্ত্রীকেও কাট করেছি, সুধীরবাবুকে কাট করেছি।)

না সুধীরবাবুকে আপনারা কাট করতে পারেন নি, সুধীরবাবুকে প্রমোশন দিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুধীরবাবুকে কাট করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তিনি কেন্দ্রে গেছেন আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং-৮, এখানে মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস মহাশয় একটা কাটমোশান এনেছেন, এখানে বেকারদের চাকুরীর সংস্থানের জন্য তারা বাজেট পেশ করতে দেবেন না। সেখানে সংস্থান রাখা হয়েছে ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য, তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, কাজেই সেখানেও তারা কাটমোশান এনেছেন। এই কাটমোশান পাশ হলে বেকাররা চাকুরী এবং স্বনির্ভরশীল ব্যবস্থাতে যোগদান করতে পারবে না। কাজেই এই রকম কোন কাজ করব না যারা দেশ কাট করে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাট মোশানকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। যেখানে রাজ্যের বেকারদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে, যাতে রাজ্যের বেকারদের আমরা প্রশিক্ষণ দিতে পারব না রাজ্যের বেকারদের আমরা চাকুরী দিতে পারব না, রাজ্যের বেকারদের মুখে হাসি ফুটাতে পারব না, সেই কাটমোশান আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমি তাদের অনুরোধ করব, অন্তত এই কাটমোশানটা ওরা তুলে নিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মণিবাবু ডিমাণ্ড নং-২ এর উপর একটা কাট মোশান এনেছেন, মেজরহেড ২০৫২, এখানে মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য অফিসাররা সরকারী কাজে গাড়ী ব্যবহার করেন। আজকে থালছড়া বা রৈইসাবাড়ীতে বা বা সাব্রুমের মত দুর্গম অঞ্চলে হঠাৎ খাদ্যের অভাব দেখা দিলে বা হঠাৎ ফ্লাড হলে পরে এইটাকে যদি আমরা সমর্থন করি তাহলে অফিসাররা সেখানে যেতে পারবেন না, কর্মচারীরা সেখানে যেতে পারবেন না, মন্ত্রীরাও সেখানে যেতে পারবেন না। কাজেই এই অবস্থায় এই কাটমোশানকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

স্যার, এইটা যদি আমরা সমর্থন করি তাহলে কর্মচারীরা সেখানে যেতে পারবেন না, মন্ত্রীরা মানুষের বিপদের সময়ে সেখানে যেতে পারবেন না, মানুষের কাছে সাহায্য পৌছে দিতে। তারা চায় সমস্ত প্রশাসনকে স্তব্দ করে দিয়ে সমস্ত রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য। সাধারণ মানুষের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে যাতে বাস্তবায়িত না করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই তারা এই কাট-মোশান এনেছেন। আমি আশা করব উনারা এ সমস্ত কাটমোশানগুলি তোলে নেবেন। এবং

আমরা এই ছাটাই প্রস্তাব কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারব না মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের পুলিশ থানাগুলিতে নিরিহ নাগরিকদের নির্য্যাতন কেন্দ্রে পরিণত করার প্রতিবাদে ডিমাণ্ড নাম্বার—১১, মেজর হেড—২০৫৫ তে কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস' শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া। এইটা সম্পূর্ণ অমূলক। তাদের সময়ে এইগুলি হতো। পুলিশ আইন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। তবে কিছু অভিযোগ থাকতে পারে কারণ তাদের সময়ে কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন অফিসারকে তারা নিয়োগ করেছিলেন এবং প্রমোশন দিয়েছিলেন যারা এই সরকারকে অযথা অসুবিধায় ফেলে দেবার জন্য কাজ করছেন। কাজেই তাদের বিরোদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু থানাগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে অফিসারদের ক্ষমতাকে সংকোচিত করে আমরা রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি না। পুলিশের মরেলিটিকে ব্রেক করার জন্য তারা এই সব কাটমোশনগুলি এনেছেন। কাজেই আমি তাদের অনুরোধ করছি তারা যেন এই সমস্ত কাটমোশানগুলি তোলে নেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ মেজর হেড ২০৫৫ তে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে কাটমোশান এনেছেন গোপালবাবু। কিন্তু উনাদের বামফ্রন্টের শাসনকালে এই রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছিলেন,. কিন্তু আমাদের সময়ে জুলমামূলকভাবে অত্যন্ত নগন্ত-মানুষের নিরাপত্তা এবং তাদের জীবন ও সম্পত্তি আমরা রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি কাজেই সেটা আমাদের ব্যর্থতা সেটা আমি স্বীকার করছি।

আজকে সমরবাবুর বাড়ীর মেয়েরা, পূর্ণমোহন ত্রিপুরার বাড়ীর মেয়েরা, চুঙ্গা ঠাকুরের বাড়ীর মেয়েরা এরা যদি নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করতে পারেন রাত্রিবেলা সেই নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা করার জন্য যদি আমাদের অন্যায় হয়ে থাকে তবে আমরা সে অন্যায় স্বীকার করছি। এবং সেটা যদি না থাকে তবে আইন শৃঙ্খলার চরম ব্যর্থতা হবে। আগে উনাদের পুলিশ গার্ড নিয়ে চলতে হতো, কিন্তু এখন আমরা তাদের পুলিশ গার্ড তোলে নিয়েছি। আজকে পুলিশ গার্ড ছাড়াই তারা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারছেন। অনিলবাবু আজকে মিছিল করে এসেছেন এবং আবার আসবেন, কিন্তু উনাদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আর উনাদের সময়ে কি ছিল? আমাদের বিধায়ককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আমাদের বিধায়কে রাস্তায় কুপিয়ে এরা হত্যা করেছে। এমনকি ওদের প্রাক্তন বিধায়ককেও এরা রক্ষা করতে পারেননি। আজকে কংগ্রেস (ই) টি, ইউ, জে, এস, ক্ষমতায়

আসার পর সে ধরনের কোন ঘটনা হয়নি। আজকে চাঁদার জুলাম বন্ধ হয়েছে। কর্মাচারীদের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। আজকে কোন সি, পি, এম, বা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অফিস বেদখল হয়েছে এইটা তারা বলতে পারবেন না। আজকে রাত্রেবেলা তারা বুক ফুলিয়ে চলতে পারেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটাও ঘটনা ঘটেনি আমরা শপথ্ নেবার পর। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই সরকার ক্ষমতায় আসর পরে অনিলবাবুর স্ত্রীকে আমি আমি দেখছি একা রাস্তায় ঘোরছেন, সমরবাবুর স্ত্রীকে দেখছি একা রাস্তায় ঘুরতে। এর আগে কি এরা এইভাবে চলতে পারতেন ? আজকে সেটা তারা করতে পারছেন। কাজেই এইটা যদি আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয় তাহলে আমি স্বীকার করছি যে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। কাজেই উনারা এই কাটমোশান এনেছেন আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি করানোর জন্য যেটা উনারা পাহাড়ে করছেন তাদের কর্মীদের দিয়ে এ, টি, টি, এফ সাজিয়ে। আজকে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন বানচাল করার জন্য তারা চেষ্টা করছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নম্বর ১১-২০৫৫ তে উনারা বলেছেন যে জোট সরকার কর্তৃক পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতা এবং কর্মীসমর্থকদের অযথা হয়রানি, থানা লক্ আপে অত্যাচার, মিথ্যা মামলা রুজু-প্রভৃতি বে-আইনী কাজে ব্যবহার করার নীতির প্রতিবাদে কাটমোশান আনা হয়েছে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এইটা সম্পূর্ণ অসত্য, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোথাও এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি এইটা সম্পূর্ণ অসত্য, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোথাও এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এই হাউসে করলে সেটা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই বাজেটের উপর যে কাটমোশান আনা হয়েছে এই কাটমোশানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সুধীরবাবুরা উনার কোন বাজেটের উপর বক্তব্য রাখছি না।

মানমীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জোট সরকার কর্তৃক পুলিশ ও প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে কং (ই) দলের মদতপুষ্ট, অনুগ্রহভাজন সমাজ বিরোধীদের পোষণ ও তোষন করার জন্য ত্রিপুরার সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলা দেশে ব্যাপক পাচার সাম্রাজ্য নীতি গ্রহন করার প্রতিবাদে।

এই ধরনের কোন ঘটনা যদি ঘটে থাকে আমার নজরে আনলে আমরা তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। কাজেই আমি আশা করি মাননীয় সদস্য গোপালবাবু এবং চিত্তবাবু যারা এটা এনেছেন সেই ছাঁটাই প্রস্তাবটা তুলে নেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য চিত্তবাবু উনি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১-এর উপর কাটমোশান এনেছেন। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত রেখে ব্যাপক বাংলাদেশী ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ সম্পর্কে।

স্যার, আগেই বলেছি যে বাংলাদেশী যারা তাদেরকে আমরা ফেরৎ পাঠাচ্ছি। ফেরৎ পাঠাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ বাংলাদেশীদের কাছে সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট রয়েছে। তাদের ১০ বছরের রাজত্বকালে বিভিন্ন সময়ে ওদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা এপর্য্যন্ত পায় ৯০ থেকে ৯২ হাজার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে ফেরৎ পাঠিয়েছি। ১৯৮৮ সাল থেকে এই পুশ ব্যাক করা হয়েছে। লাস্ট ১৩ হাজার পাঠানো হয়েছে। অধিকাংশ সময় দেখা গিয়েছে যে তাদেরকে সার্টিফিকেট পেতে সাহায্য করেছেন তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের বিধায়করা। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত আসাম থেকেও অনেক বেশী। ত্রিপুরার কোন ন্যাচারেল ভেরিয়াম নেই। যেটা আসামে আছে ব্রহ্মপুত্র নদীর জন্য। এখানে সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। সেজন্য এম, টি, এফ এবং বি, এস, এফকে এলার্ড করেছি। আমরা অতিসত্বর পরিচয় পত্র সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ইন্ট্রডিউস করব। যাতে করে অনুপ্রবেশ না ঘটে। কাজেই এই ছাঁটাই প্রস্তাব তুলে নেবার জন্য আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "রাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

এটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা পিতারা ওদিকে বসে আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যটি সন্ত্রাসবাদ মুক্ত ছিল। ১৯৭৮ সালের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে এ, টি, টি, এফ, টি, এন, ভি বা টি, এন, এল, এফ ছিল না। কোন সমস্যাও ছিল না। ওরা ক্ষমতায় আসার পর এই সন্ত্রাসবাদের পিতারা সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সন্ত্রাসবাদ আর বাড়তে না পারে। এবং আশা করি আমরা সন্ত্রাসবাদকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একেবারে নিস্তব্ধ করে দিতে পারব। আমরা ওদের সহযোগিতা চাই। এগ্রিকালচারের পাইপ দিয়ে বন্দুক বানিয়ে ওদের ক্যাডার দিয়ে যাতে আর এ, টি, টি, এফ সৃষ্টি না করা হয় সেই ব্যাপারে সহযোগিতা করুন। ৭৮ থেকে ৮৮ সাল পর্য্যন্ত ক্ষমতায় থেকে এগুলির জন্ম দিয়ে গেছেন

আপনারা। আমি অনুরোধ রাখব এই ধরনের সন্তান উৎপাদন আপনারা বন্ধ রাখুন কাজেই এই কাটমোশানের আমি বিরোধীতা করছি।

মাননীয় সদস্য সমরবাবু ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ হেড অব্ একাউন্ট ২০৫৫, এখানে মাননীয় সদস্য সমরবাবু "হোমগার্ড ও পুলিশকে মন্ত্রী ও বড় অফিসারদের বাড়ীতে আর্দালি হিসাবে ব্যবহার করার নীতির প্রতিবাদে."

মাননীয় সদস্য সমরবাবু একটি বাড়িও দেখাতে পারবেন না যেখানে হোমগার্ডরা মন্ত্রী বা অফিসারের বাড়িতে আর্দালি হিসাবে কাজ করছেন। বা আর্দালী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা উদাহরনও দেখাতে পারবেন না। সুতরাং এই অভিযোগের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ কমানো যেতে পারে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং-১১, হেড অব্ একাউন্ট ২০৫৫ হোমগার্ডদের চাকুরীতে স্থায়ী করণের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য গোপালবাবু কাটমোশান এনেছেন। হোমগার্ডদের এটা জানা দরকার, গোপালবাবু হোমগার্ডরা স্থায়ী কর্মচারী নন। তারা নির্দিষ্ট দৈনিক হাজিরা, মজুরীর ভিত্তিক সর্বভারতীর প্রকল্প অনুযায়ী নিয়োজিত আছে। তবে এই সরকার ১৯৮৮ইং সালে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস ক্ষমতায় আসার পর আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তাদের সরকারী চাকুরীতে নেওয়ার জন্য, সেইভাবে আমরা পুলিশেও নিয়েছে। এবং অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট হোমগার্ড থেকে আমরা সরকারের নিয়মিত চাকুরীতে তাদের নিয়েছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাস করতে চাই যে, বিগত ১০ বছরে একটি উদাহরণ উনারা দিতে পারবেন, যে, একটি হোমগার্ডকে ওরা নিয়মিত করে পুলিশ বিভাগে কিন্তু সরকারের কোন ক্ষেত্রে ওরা চাকুরী দিয়েছেন? একটিও দেয় নি। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি ওরা একটিও দেন নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নকুলবাবু পুলিশ কর্মচারীদের স্বাধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনে পুলিশ সমিতি করার অধিকার চেয়েছেন। কিন্তু আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মনে আছে উনি যখন বক্তৃতা দেন তখন উনি বলেছেন যে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন আমরা সমর্থন করি না। পরিষ্কার নকুলবাবু এই কথা বলেছেন। আমি ওনার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলছি আমরা পুলিশকে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বা এ্যসোসিয়েশন অধিকার সেই অধিকার আমরা

দেব না। আমরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আগেও বলেছি এখনও বলছি আমরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, অ্যাসোসিয়েশন অধিকার ত্রিপুরার পুলিশকে আমরা দেব না। দেশের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে নৈরাজ্য সৃষ্টি যাতে না করতে পারে তার জন্য আমরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বা অ্যাসোসিয়েশন অধিকার আমরা দেব না। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার বাংলায় আমরা বলেছি।

রাজ্য পুলিশ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পোষাকাদি সরবরাহ না করার প্রতিবাদে, এই কাট-মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস। এটা সম্পূর্ণ অসত্য যদি কোথায়ও কোন পুলিশ কর্মী পোশাক না পেয়ে থাকেন এই রকম ঘটনা থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমার দৃষ্টিতে আনলে আমি প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা নেব। এরজন্য কাটমোশানের দরকার পরে না। ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারীদের তাদের পোষাক দেওয়া হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নং ১১ এখানে নকুলবাবু সমরবাবু কাটমোশান এনেছেন পুলিশ কর্মচারীদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে বেতন স্কেল না দেওয়ার প্রতিবাদে। এই অভিযোগ ঠিক নয় তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত গ্রুপ ডি কর্মচারীদের বিভিন্ন বেতনক্রম আছে। তাদের মধ্যে একটা বেতনক্রম পুলিশ কর্মচারীদের দেওয়া হয়। তাহারা এই ব্যাপারটি সরকারের বিবেচনাধীন। আমি আগেও বলেছি। কাজেই এর জন্য কাটমোশান আমার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নং ১০, এই কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আওতাধীন বিভিন্ন কলেজ সমূহে প্রয়োজনীয় অধ্যাপক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ব্যর্থতার প্রতিবাদে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আওতাধীন বিভিন্ন কলেজ সমূহে প্রয়োজনীয় অধ্যাপক, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বাবদে আগামী আর্থিক বছরে বাজেটে যে বরাদ্ধ ধরা হয়েছে তা বিভিন্ন কলেজ সমূহে উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কিছু শিক্ষকের পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া মাত্র পদগুলি পূরণ করা হবে। কাজেই আমি মনে করি না এর জন্য কোন কাটমোশান এনে যাতে আমরা এই পদগুলি পূরণ করতে না পারি, সেই বাঁধা সৃষ্টি করার কোন অর্থ আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নকুলবাবু রাজ্যে শতকরা ২০ ভাগ তপশীলি জাতি অধ্যুষিত গ্রাম-

গুলিকে তপশীলি অধ্যুষিত গ্রাম ঘোষনা করে তাদের সামগ্রিক কল্যাণে কর্মসূচী গ্রহণে সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে কাটমোশান এনেছেন। ওনার জ্ঞান পরিম কাজ এখানে দেখেছি। রাজ্য সরকার তপশীলি জাতি এবং উপজাতি কল্যাণ বিভাগে মেমো নং ১৪৯ এস, সি, ডাব্লিউ-৮৩, তারিখ ২০-৪-৮৩ইং মেমো মূলে ১৮৫টি রাজস্ব মৌজাকে স্পেশাল কম্পোটাণ্ট ভিলেজ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৫টি রাজস্ব মৌজ'র মধ্যে ১২১টি রাজস্ব মৌজায় তপশীলি জাতি জন-সংখ্যার হার শতকরা ৫০। ৬৪টি মৌজায় তপশীলি জাতি জনসংখ্যার হার শতকরা ২০ ভাগ কিম্বা তার কিছু বেশী। প্রশাসনিক নির্দে'শ অনুযায়ী এই ১৮৫টি মৌজায় রাজ্যসরকার উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে তপশীলি জাতির জন্য সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলি যথাযথ রূপায়ন করা হচ্ছে। সুতরাং রাজ্যে শতকরা ২০ ভাগ তপশীলি ভুক্ত গ্রামগুলিকে পুনরায় চিহ্নিত করনের কোন প্রশ্ন উঠে না। কাজেই এই কাটমোশান মাননীয় সদস্য নকুল দাসকে অনুরোধ করব তুলে নেওয়ার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এর উপর নকুলবাবু আবার কাটমোশান এনেছেন কাটমোশানটি হল :— রাজ্যের বিদ্যালয় সমূহে তপশীলি জাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মানে ও বর্তমান ছাত্রাবাসগুলির চরম অব্যবস্থা সম্পর্কে —

শিক্ষা বিভাগের প্রস্তাব অনুসারে, স্থানীয় চাহিদা অনুসারে তপশীল জাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুমোদন করে থাকেন। সেই অনুযায়ী রাজ্যের তপশীল উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ৮টি ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস নির্মান করা হয়েছে। যার মোট আসন সংখ্যা ৪৮০। বর্তমানে আরো ২টি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস এর নির্মানের কার্য্য চলিতেছে। যেগুলির মোট আসন সংখ্যা ২৫০ এ ছাড়া অষ্টম জোজনায় ৮টি মহকুমা সদরে ৮টি তপশীল ছাত্রাবাস এবং ৬টি তপশীল ছাত্রীনিবাস তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যকে এই কাটমোশানটি তোলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। যদি কাটমোশান তোলে না নেন তা হলে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস তৈরী করব কি ভাবে। সহায়তা করুন, আমাদেরকে সাহায্য করুণ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নকুলবাবু আবার কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এর উপর। রাজ্যের পশ্চাদপদ সম্প্রদায় সমূহের তালিকা প্রকাশ তাদের জন্য কর্মসূচি ঘোষনার বিষয় গুলি বিবেচনা সহকারে খতিয়ে দেখছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ও বি, সি, সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন রাজ্য সরকারও তা মেনে চলবেন এবং রাজ্য সরকারের এই

সিদ্ধান্তের কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এখনো কোন নির্দেশ আসেনি অধিকন্তু ও, বি, সি, সংক্রান্ত বিষয়টি খুবই স্পর্ধকাতর এবং জটিল যার সঙ্গে সংরক্ষনের বিষয়টিও জড়িত সুতরাং এ বিষয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে. এই বিষয়ে পূর্বেও হাউসে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এই বিষয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা গ্রহন করব। কাজেই নকুলবাবু, এটা ধীরেনবাবুর একচেটিয়া। এটার মধ্যে আপনি হস্তক্ষেপ করবেন না। আপনি কাটমোশানটি তোলে নিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২ এর উপর। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগগুলিকে ব্যাপক দুরনিতীর মাধ্যমে ধ্বংশ করে দিয়ে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগিদের দারুন হতাশার মধ্যে টেনে নামিয়ে রাজ্যের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে ধ্বংশ করে দেওয়ার প্রতিবাদে— ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে বর্তমান সরকার এর নীতি খুবই স্পষ্ট এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগিদের সাহায্য ও সহায়তা প্রদানে সর্বত্র সচেষ্ট রয়েছে। উক্ত শিল্প উদ্যোগিদের অভাব অভিযোগ শোনার এবং প্রতিবিধানের জন্য প্রতিমাসে আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ব্যাপারে দূরনীতির কোন শিল্প উদ্যোগি সংগঠন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সরকার শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা শিল্প নিগমের মাধ্যমে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক তথা বিত্ত প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন অনুমোদনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঝারি শিল্প উদ্যোগিদের তথা রাজ্যের বাইরের শিল্প উদ্যোগিদেরও প্রলুব্ধ করার জন্য শিল্প স্থাপন ইত্যাদি একটি আকর্ষনীয় প্যাকেজ অব ইনসেটিভ এবং নূতন শিল্প নীতি প্রনয়ণ করেছেন এবং ইতিমধ্য প্রয়োজনীয় সাড়া পাওয়া গেছে। কাজেই এই কাটমোশানের আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য হাউসে নেই। তিনি থাকলে ওনাকে অনুরোধ করতাম এটা তোলে নেওয়ার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাদলবাবু কাটমোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নম্বার ৩২ এর এগেনষ্টে, "খাদি বোর্ডের শ্রমিকদের চাহিদা মত মজুরী বৃদ্ধি এবং আনন্দনগর শ্রমিক সহ রাজ্যের শ্রমিকদের ছাটাই করার প্রতিবাদে।" খাদি বোর্ডের শ্রমিকদের মজুরী খাদি বোর্ডের শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সুনির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হয়। আনন্দনগর পাটারী ইউনিটটি দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক ছাটাই চলছিল এবং দৈনিক হাজিরা অনুসারে আট জন শ্রমিক রাখা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রয়াস সত্বেও শ্রমিকদের অসহযোগিতা ও অনিচ্ছার দরুন বাধ্য হয়ে এই সংস্থার বোর্ড কর্তৃপক্ষ বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ রেখেছেন। যেহেতু শ্রমিকগণ দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কর্মরত ছিলেন, কাজ না থাকার ফলে তাদের আর কাজ

দেওয়া সম্ভবপর হয়নি, কোন রূপ কর্ম ছাটাই উখানে হয়নি। কাজেই এই কাটমোশানটি তুলে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২ এর এগেনষ্টে যে কাটমোশান এনেছেন, "উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রিজের নিয়মিত উৎপাদনগুলি অধিকাংশ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে।" উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রিজের যেটি সরকারী শিল্প সংস্থা গত কয়েক বৎসর ধরে উৎপাদন চালু রেখেছেন এবং তাদের মধ্যে দুইজন আরও দুইটি নতুন জায়গার আবেদন করেছেন। এছাড়াও সরকারী ব্যবস্থাপনায় কাজের আসবাব পত্র তৈরী এবং ব্লেকস্মিত ওয়ার্কসপের কাজ চলছে, এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রিজ আগের চাইতে ভাল কাজ করে। কাজেই আমি এই কাটমোশানএর বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমরবাবু ডিমাণ্ড নম্বার ৩২ এর এগেনষ্টে কাটমোশান এনেছেন, তাঁত শিল্প, খাদি ও কুটির শিল্প এবং শিল্প নগরীতে যে সমস্ত শিল্প উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা চিহ্নিত কয়েকটিকে ধ্বংস করার প্রতিবাদে। জানি না উরা কখন এগুলো করেছেন, বর্তমান সরকার তাঁত শিল্প, খাদি ও কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন করার জন্য বিশেষ সজাগ রয়েছেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য সহায়তা করা হচ্ছে. বিভাগীয় প্রকল্পছাড়াও ত্রিপুরা হেণ্ডলোম ও হ্যাণ্ডিক্র্যাপট্ কর্পোরেশান এবং ত্রিপুরা এপেক্স উইভার কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে তাঁতশিল্পীদের সাহায্য ও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা রক্ষা ও বাজারজাত দ্রব্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ১৯৮৮ সনে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলোম এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাপট্ ডেভেলাপম্যান্ট কর্পোরেশান এবং ত্রিপুরা উইভারস্ এপেক্স সোসাইটি অন্তর্ভুক্ত মোট ১৩৯৮ জন তাঁতী ছিল, ১৯৯০-৯১ সনে তা বেড়ে হয়েছে ৪৭৯২ জন, ১৯৯১-৯২ সনে তার সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯৮৭ সনে উক্ত দুইটি কর্পোরেশনের টার্নওভার ছিল ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, ১৯৯০-৯১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরায় কোন শিল্পনীতি ছিল না। জোট সরকার আসার পর একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পনিতী প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়েছে, যা সমস্ত ত্রিপুরার শিল্পের ক্ষেত্রে সহায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক, খাদি কমিশনে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে খাদি ও কুটির শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আদর্শ চর্কা কেন্দ্র, গানেক্যাল কেন্দ্র, কাষ্ঠ শিল্প, পাদুকা শিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, ব্ল্যাকস্মিত বয়ন শিল্প, মসৃণ শিল্প ইত্যাদি। এছাড়া চিড়া-মুড়ি, বাঁশ-বেত এবং কটন শিল্প, কাষ্ঠ শিল্পের আর্থিক অনুদান ও লোন মাননীয় সদস্য ও চ্যায়ারম্যান ধীরেন্দ্রবাবু নিয়ম মত দিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার পাঁচটি শিল্প নগরীতে ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের খালি জায়গা ও সেড্ বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই কাটমোশানটি তুলে দেওয়ার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ এর এগেনষ্টে খগেন্দ্রবাবু কাটমোশান

এনেছেন, "রাজ্যে শিল্পায়ন ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলার প্রতিবাদে," । রাজ্যে শিল্প প্রসারের লক্ষে সরকারী শিল্প নগরী গুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইতি মধ্যেই সরকার নিয়েছেন, রাজ্যের আনন্দনগর অঞ্চলে একটি বৃহৎ শিল্প বিকাশ কেন্দ্র বোট সেন্টার স্থাপনের অনুমোদন ভারতসরকার ইতিমধ্যে দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে তা রূপায়ণে ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়ন নিগম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাকী দুটি জেলাতেও শিল্প স্থাপনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে ।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এর অনুমোদন পাওয়া যাবে। এছাড়া, আমাদের তিন জেলাতে শিল্প কেন্দ্র আছেই। কাজেই, আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, যে, তারা কাটমোশান, কাটমোশান না করে, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং কাটমোশানগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করুন যাতে ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটটা সম্মতিক্রমে এই বিধানসভায় পাশ হয়ে যায়, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ ।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1992 93

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যাসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯২ ৯৩ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শেষ হল।

এখন, আমি আলোচিত ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোটে দেব। আমি, প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব। তারপর, মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একে একে ভোটে দেব ।

Now Demand for Grant No. 1. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main demand to vote.

The question before the house is the move by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 1,15,41,000/- excluding charged amount of Rs. 3,01,999/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment of during the year ending on the 31st march, 1993 in respect Demand No. I under the following Major head-2011

parliamant, State/Union Territory Legislatures ..Rs. 1,15,40,000/-;

(The motion was put to voice vote and PASSED)

Mr. Speaker—Now, Demand for Grant No.2. There are two cutmotions on this demand. I am putting the cut motions to vote first, and then the main demand.

The question before the House is the cutmotion moved by Hon'ble member Sarvasree Matilal Sarkar & Makhan Lal Chakraborty on the Major head -2013 that the amount of the demand be reduced by Rs 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "রাজীব গান্ধীর হত্যার অব্যবহিত পরে বিশালগড় ব্লকের ও খোয়াই বিভাগের বিভিন্ন গ্রামে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণতহবিল থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার কারণে :—"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cutmotion moved by Hon'ble member Shri Gopal Ch Das on the Major head-2013 that the amount of the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "জোট মন্ত্রীসভার সদস্যদের ব্যাপক দুর্নীতি, আর্থিক নয়ছয় এবং বিলাস ব্যসনে আর্থিক ব্যয় সংকোচ নীতি না মানার কারণে :—"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the main demand to-voice. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 76,62,000/- ∠excluding the charged amount of Rs. 40,46,000', be defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 is respect of Demand No. 2 under the following Major head—2013—Council of Ministers;

(The motion was put to voice vote and PASSED.)

Now, Demand for Grant No. There are three cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major head 2014 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "সরকারের লিগ্যাল এ্যাডভাইজার নিয়োগ নীতিতে দলবাজী ও স্বজন পোষণের প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakual Das on the Major head - 2014 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "রাজ্যের আদালতগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ব্যাপক সংখ্যার মামলার দ্রুত বিচারের নীতি গ্রহণ না করার প্রতিবাদে"।

(The motion was put to voice vote are lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved be Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major head-2014 that the amount be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "গঙ্গাছড়া মহকুমায় মহকুমা আদালত স্থাপন না করার প্রতিবাদে"।

(The motion was put to voice vote and lost.

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 5,11,32,000/- (excluding charged amount of Rs. 75,30,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 3 under the following Major heads-2014 Adminis-

stration of Justice Rs. 2,87,32,000/-, 2015 Elections Rs. 2,31,00,000/-,

(The motion was put to voice vote and PASSED.)

Now, Demand for Grant No. 7. There is no cut motion on this demand, So, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 22,22,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 7 under the following Major head- 2070 other Administrative Services .. Rs 22,22,000/-,

(The motion was put to voice vote and PASSED.)

Next Demand for Grant No. 8 There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das on the Major head-2070 that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz "জোট সরকারের আমলে চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ, নগ্ন দলবাজী ও প্রকৃত বেকারদের চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার নীতির প্রতিবাদে"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the demand No. 8 to vote The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 32,00,000/- (excluding charged amount of Rs. 39,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 8 under the following Major head—2070 Other Adminstrative Services

Rs, 32,00,000/-,

The motion was put to voice vote and PASSED.

Next, Demand for Grant No. 9. There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar on the Major head-2052 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "In protest against the mis-use of government vehicles and drivate vehicles on here."

(The motion was put to voice vote and PASSED.)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 5,34,71,000/-, be granted to befray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 9 under the following Major heads—

2052—Secretariat General Services ...Rs. 4,'9,58,000'-

2070—Other Administrative Service ... Rs. 66,83,000/-

3451—General Economic Services .... Rs. 8,30,000/-,

(The motion was put to voice vote and PASSED.)

Next, Demand for Grant No. 11. There are as many as 11 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote one after another and the main demand.

The question before the House is the cut motions moved by Hon'ble

memberi Sarvasree Nakul Das, Rudreswar Das, Makhar Lal Chakraborty and Khagendra Jamatia on the Major hea i—2055 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate specifie grievance that "রাজ্যের পুলিশ থানাগুলিকে নিরীহ নাগরিকদের নির্যাতন কেন্দ্র পরিণত করার প্রতিবাদে।"

(Tha motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Keshab Majumder, Matilal Sarkar, Gopal Ch Das and Nakul Das on the Major head—2055 the amount of the deman be reduced to Re. 1/ - to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Gopal Ch. Das on the Major head 2055 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "জোট সরকার কর্তৃক পুলিশকে নগ্ন দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে, বিরোধী দলের নেতা কর্মি সমর্থকদের হয়রানি, থানা লক-আপে অত্যাচার, মিথ্যা মামলা রুজু প্রভৃতি বে-আইনী কাজে ব্যবহার করার নীতির প্রতিবাদে।"

(The motion was put to vioce vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Gopal Ch. Das and Chitta Rn, Saha on the Major head —2055 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. জোট সরকার কর্তৃক পুলিশ ও প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে কং (ই) দলের মদতপুষ্ট,

অনুগ্রহ ভাজন সমাজবিরোধীদের পোষণ, তোষণ করার জন্য ত্রিপুরার সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ব্যাপক পাচার সাম্রাজ্য নীতি গ্রহন করার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Chitta Ranjan Saha on the Major head 2055 that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the palicy underlying the demand viz. "জোট সরকার কর্তৃক পুলিশ ও মোবাইল টাসক ফোর্সকে নিশক্রিয় রেখে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত রেখে ব্যাপক বাংলাদেশী ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ করে দেওয়ার নীতির প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Khagendra Jamatia and Mati Lal Sarkar on the Major head—2055 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "রাজ্যে ক্রমঃ বর্ধমান সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chowdhury on the Major head—2055 & 2070 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "হোমগার্ড ও পুলিশকে মন্ত্রী বড় অফিসারদের বাড়ীতে আর্দালী হিসাবে ব্যবহার করার নীতির প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Gopal Ch. Das on the Major head—2055 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy under'ying the demand viz. "রাজ্যের হোমগার্ডদের চাকুরীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্তিকরণে ফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও তাদের জীবন ধারণের মান অনুযায়ী বেতন ভাতাদি প্রদানে ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major head—2055 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 - to ventilate the specific grievance that : "রাজ্যের পুলিশ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পোষাকাদি সরবরাহ না করার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the Question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on the Major head-2055 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : "রাজ্যের পুলিশ কর্মচারীদের স্বাধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনে পুলিশ সমিতি করার অধিকার প্রদান না করার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Nakul Das and Samar Chowdhury on the Major head—2055 that the amount of the demand underlying the demand viz. "রাজ্যের পুলিশ কর্মচারীদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে বেতনের স্কেল প্রদান না করার প্রতিবাদে।"

(The motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting Demand No. 11 to + Vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 48, 49, 62,000/- be granted to defray the chrges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

2055—Police	Rs. 37,76,10,000/—
2070—Other Administration services	Rs. 8,38,22,000/—
3275—Other Communication service	Rs. 2,35,30,000/

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There is one cut motion on the Demand No. 20. The cut motion moved by Shri Gopal Ch. Das, on the Demand No. 20, Major Head 2202, that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আওতাধীন বিভিন্ন কলেজ সমূহে প্রয়োজনীয় অধ্যাপক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 11,16,50,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2202 - General Education	Rs. 8,51,04,000/—
2203 – Technical Education	Rs. 1,34,84,000/—
2204—Sports and Youth Services	Rs. 47,00,000/—
2205—Arts and culture	Rs. 85,65,000/—

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27,22,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :–

2070—Other Administration Services	Rs. 10,000/-
2235—Special Security and Welfare	Rs. 23,42,000/-
2252—Other Social Services	Rs. 3,70,000/-

(Then the demand was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There are three cut motions on the Demand No. 27 The cut motion was moved by Shri Nakul Das, on the Demand No. 27 Major Head 2225 that the amou t of the Demand be reduced by Re. 1/- to ventilate the specific grievance that. "রাজ্যে শতকরা ১০ ভাগ তপশীলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে তপশীলি অধ্যুষিত গ্রাম বা সিডিউল কাষ্ট কমপ্যাকট ভিলেজ ঘোষণা করে তাদের সামগ্রীক কর্মসূচী গ্রহণে সরকারের চরম অনীহার প্রতিবাদে।"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— The cut motion was moved by Shri Nakul Das on the Demand No. 27, Major Head 2225 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that "রাজ্যের বিদ্যালয় সমূহে তপশীলি জাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নিয়ে বর্তমান ছাত্রাবাস গুলির চরম অব্যবস্থার সম্পর্কে।"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— The cut motion was moved by Shri Nakul Das on the

Demand No 27,2225 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the demand viz. "রাজ্যের পশ্চাদ পদ সম্প্রদায় সমূহের তালিকা প্রকাশ ও তাদের জন্য সরকারের কর্মসূচী ঘোষনা করার প্রতিবাদে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 8,40,19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :—

2225 -Welfare of Scheduled Castes Scheduled Tribes and other Backward Classes	Rs. 8.40,19,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There are four cut motions on the Demand No. 32. The cut motion was moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma on the demand No. 32, Major Head 2851 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোগ গুলিকে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়ে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারী শিল্প উদ্যোগীদের দারুন হতাশার মধ্যে টেনে নামিয়ে রাজ্যের অর্থনীতি ও কর্ম সংস্থান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker : The cut motion was moved by Shri Badal Choudhury

on Demand No. 32, Major Head 2851, that the amount of the demand be reduced by Rs. 10/- to ventilate the specific grievance that :— "খাদি বোর্ডের কর্মরত শ্রমিকদের চাহিদা মত মজুরী বৃদ্ধি না করায় আনন্দনগরে পটারী শ্রমিকসহ রাজ্যের শ্রমিকদের ছাটাই করার প্রতিবাদে।

(Then the cut motion was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— The cut motion was moved by Shri Badal Choudhury on Demand, No. 32. Major Head 2851 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that. 'উদয়পুর ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এস্টেটের নিয়মিত উৎপাদনগুলি অধিকাংশ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(Then The motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker : – The cut motion was moved by Shri Samar Choudhury on Demand No, 32, Major Heads 2851 & 2875 the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying demand viz :— "তাঁত শিল্প ও খাদি ও কুটির শিল্প এবং বিভিন্ন শিল্পনগরীতে যে সকল ছোট শিল্পের উদ্যোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা রক্ষা করা ও উন্নীত করার নীতিকে ধ্বংশ করার প্রতিবাদে।"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 9,06,00,000/- be granted to defray the charger which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads .—

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs 9 03,00,000/- be granted to defray the charger which will come in course of paoment during the yeur ending on the 31st March, 1993 in respeot of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

2230—Labour and empleoment (Training of Craftsman)	Rs, 78,85,000/-
2407—Plantation	Rs, 92,00,000/-
2051—Village and Snall Industries	Rs. 5,24,07,000/-
2875—Other Industries	Re, 2,10,28,000/-

(Then the demand was put to voice vote and Passed,)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 90,00,000 - be granted to defray the charges which will come in course of payment du ing the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No 33 under the following Major Heads :—

5465—In estment in General Financ'al and Trading Institution	Rs. 90,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Khagendra Jamatia, on Demand No. 34, Head—4885

"That the amouut of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the Speeific grivance that :—

"রাজ্যে শিল্পায়ন ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 34, Major Head 4860, 4815m 6851 to vote,

The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 6,99,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No, 34 under the following Major Heads :—

4860 – Capital outlay on consumers Industries	Rs.	4,17,00,000/-
4885—Other Capital outlay on Industries and Minerals	Rs.	2,76,00,000/-
6851—Loans for village and small Industries	Rs	6,00,000/-

(The Demand asw put to vioce vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 40, Major Head 2515, 3451 to vote.

The question before the House is the Demand No. 40, move the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 70, 79 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :

2515—Other Rural Development Programe	Rs.	56,29,000/-
3451—Secretariat Economics rvices,	Rs,	14,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr, Speaker :— Now I am putting the Demand No 45, Major Heads :— 2047, 2052, 2070, 2071, 2075 to vote.

The question before the House is the Demand No. 45 moved by

the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 39,72,00,000/- (excluding charged amount of Rs. 59,81,50,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

2047—Other Fiscal Services	Rs.	21,50,000/-
2052—Secretariat General Services	Rs.	5,00,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	15,00,00,000/-
2071—Pensions and other Retirement Benefits	Rs.	24,31,50,000/-
2075—Misllaneous General Services	Rs.	14,00,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed)

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 46 Major Heads :— 5465,7620 to vote.

The question before the House is the Demand No. 46 moved the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 35,80,000 (Excluding charged amount of Rs, 20,81,20,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1993 in respect of Demand No. 46. under the following Major Heads :—

5465—Investment in General Financial and Trading Institutions.	Rs.	3,80,000/-
7610—Loans to Government Servants	Rs.	32,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut

Motion raised by Shri Makhan Lal Chakraborty, on Demand No. 52, Major Head—4425

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "রাজ্যের মৎসজীবি সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচিত বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে মনোনীত বোর্ডের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার নীতির প্রতিবাদে।"

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 52, Major Heads :— 2851, 4425, 5465, 6851, to vote.

The question before the House is the Demand No. 52 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs, 7,53,90,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1993 in respect of Demand No. 52 under the following Major Heads :—

2851—Village and Small Industries	Rs.	6,87 40,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operatives.	Rs.	37,00,000/-
5465—Investment in General Financal and Trading Institutions.	Rs.	22,00,000/-
6851—Loans for Village and Small Industries.	Rs.	7,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut Motion ised by Shri Nakul Das, on Demand No. 18, Major Head :— 2215,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :— " রাজ্যে পানীয় জল সরবরাহে সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The cut Motion was put to and voice vote lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut Motion raised by Shri Gopal Chandra Das, on Demand No. 18, Major Head—2702,

"That the amount of the Den and be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :—

" শালগড়া ১নং এল, আই, স্কীম সহ উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন মাইনর ইরিগেশান স্কীম সমূহ অকেজো হয়ে থাকার ফলে কৃষক এর ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টির প্রতিবাদে।"

(The cut Motion was put to and voice vote lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 18, Major Heads :— 2215, 2702, 2711 to vote.

The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Minister in Charge that a sum not exceeding Rs. 23,47,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1993 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

2215—Water Supply and Sanitation	Rs. 1,89,00,000/-
2702—Minor Irrigation	Rs. 20,87,00,000/-
2711—Flood Control	Rs. 71,00,000/-

(The Demand was put to and voice vote Passed)

Mr Speaker :— Now the question before the House is the cut Motion raised by Shri Bidya Chandra Debbarma, on Demand No. 19, Major Head ;— 4215,

" That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to reresent disapproval of the policy underlying the demand viz :—
" রাজ্যের গ্রামীণ জনগণকে পানীয় জল সরবরাহের চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost .)

Mr. Speaker :— Now thh question before the House is the cut Motion raised by Shri Khagendra Jamatia, on Deamand No. 19, Major Head :— 4701,

" That the amount of the Demand be reduced Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :— " চাকমাঘাট বাজারের কাজের গতিশীল না করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

" The cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 19, Major Heads— 4215, 4701, 4705. 4711 to vote.

The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 23,20,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 19, Major Heads :—

4215—Capital outlay on Water Supply
and sanitation. Rs. 11,35,60,000/-

4701—Capital outlay on Major and Medium Irrigation.	Rs. 9,00,00,000/-
4705—Capital outlay on command and Development.	Rs. 20,00,000/-
4711—Capital outlay on Flood Control. Projects.	Rs. 2,65,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 30, Major Heads :— 2405, 2552, 4405 to vote.

The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 7,44,82,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :—

2215—Fisheries.	Rs. 7,35,27,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs. 5,55,000/-
4405—Capital outlay on Fisheries.	Rs. 4,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am giving the Demand No. 35 to vote. But there are 2 cut motions on this Demand. First I am giving the cut Motions to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Demand No. 35 Major Head—2401.

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz ;— "রাজ্যের ডি, এন, ডব্লু স্টোর সমূহে প্রয়োজনীয় জীবাণু মুক্ত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধের স্বল্প্রাপ্যতার ফলে ত্রিপুরার কৃষক সাধারণের ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার প্রতিবাদে।"

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Members Shri Sukumar Barman, Shri Matilal Sarkar, Shri Keshab Majumder on Demand No. 35, Major Head—2401,

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "রাজ্যে সাধারণ কৃষকদের চাষের প্রয়োজনে বীজ, সার ও কীট নাশক ঔষধ ঠিক ঠিক মত সরবরাহ করার সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the Demand No. 35 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 40,07,45,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs.	27,27,50,000/-
2408—Food Storage and Warehousing	Rs.	1,89,00,000/-
2415—Agriculture Research and Education	Rs.	40,00,000/-
2435—Other Agriculture Programme	Rs.	1,21,00,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	29,95,000/-
4401—Capital outlay on Crop Husbandry.	Rs.	9,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 49 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 11,89,20,000/- (exculding charged amount of Rs. 2,80,000/—) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads,—

2401—Crop Husbandry	Rs.	6,88,000/-
2402—Soil and water condervation	Rs.	4,37,20,000/-
2435—Other Agriculture Programme	Rs.	24,00,000/-
4401—Capital outlay on Crop Husbandry	Rs.	40,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 4 to vote. Now the question before the House is, the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 5,28,79,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

2020—Collection of Taxes on Income and Expenditure	Rs.	6,45,000/-
2029—Land Revenue	Rs.	4,18,01,000/-
2030—Stamps and Registration	Rs.	32,38,000/-
2039—State Excise	Rs.	23,23,000/-
2040—Sales Tax	Rs.	48,72,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am, putting the Demand No. 5 to vote. But there are 5 Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote one after another.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Smar Chowdhury on Demand No. 5, Major Head :— 2505,

That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying demand viz :— "রাজ্যের ভূমিসংস্কারের কাজে চরম ব্যর্থতা এবং জুমিয়া উপজাতি ও ভূমিহীন কৃষক-এর কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধের নীতিগ্রহনে ব্যর্থতার জন্য।"

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Keshab Majumder on Demand No. 5, Major Head :— 2235.

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the pdicy underlying the demand viz :— "তপশিলী জাতির পূর্ণবাসনের ক্ষেত্রে সরকারী-নীতি অনুযায়ী সাহায্য প্রাপক নির্বাচনে ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Gopal Ch. Das on Demand No. 5, Major Head i— 2245,

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "জোট সরকার কর্তৃক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রানকার্যে ব্যাপক ও নগ্ন দলবাজি এবং ত্রানের টাকা আত্মসাত ও লুটপাট নীতির প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost .)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Demand No. 5, Major Head :— 2225,

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "রাজ্যের তপশীলি জাতি, তপঃ উপজাতি, ও. বি. সি, ভুক্ত জনগনের প্রতি রাজ্যের জোট সরকারের ক্রমাগত বঞ্চনা ও উপেক্ষা নীতির প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost,)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Members Shri Nakul Das and Shri Chitta Rn. Saha on Demand No. 5, Major Head .— 2245,

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :— "রাজ্যের দুর্গত জনগনের মধ্যে ত্রান বিলির নামে ব্যাপক দলবাজী ও দুর্নিতির প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now I am putting the Demand No. 5 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 6,77,17,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 5, under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and other Backward Classes	Rs.	5,00,000/-
2235—Social Security and Welfare	Rs.	24,68,000/-
2245 - Relief on Account of Natural Calamities	Rs.	3,00,00,000/-
2252 - Other Social Services	Rs.	8,90,000/-
2506—Land Reforms	Rs.	2,92,89,000/-
3475—Other General Economics	Rs.	45,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 6 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Keshab Majumder on Demand No. 6, Major Head :- 2053,

That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

" In protest against to the indiscriminate transfer of office bearers of differents Employees Organisation under District Administration."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the Demand No. 6 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 3,86,05,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the

31st March, 1993 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

2053 – District Administration	Rs. 3,09,29,000/-
2054 – Treasury and Accouots Administration.	Rs. 76,76,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 31, to vote. Now the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 7,12,63,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :—

2515 – Other Rural Development Programme	Rs. 7,12,63,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 38 to vote. But there are 2 Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote one after another,

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Samar Chowdhury on Demand No. 38, Major Head :– 2505,

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "সরকারের দুর্নীতির অভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবার প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Badal Chowdhury on Demand No. 38, Major Head :— 2505.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the speeific grivance that— " এস, আর, ই, পি ও জহর রোজগারের কাজে লেবার কার্ড হোল্ডারদের কাজ না দিয়ে ব্যাপক দলবাজী করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the Demand No. 38 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 20,72,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 38 under the following Major Head :--

2216—Housing	Rs.	77,00,000/-
2501—Rural Development	Rs.	6,15,00,000/-
2505—Special Programme for Rural Employment	Rs.	12,90,00,000/-
6216—Loans for Housing	Rs.	90,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Next Demand for Grant No. 39. There is no Cut motion.

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 4,61,90/- be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 39 under the following Major Head :—

2215—Water supply and sanitation Rs. 4,61,90,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed.)

Next Demand for Grant No. 14. There is 5 (five) Cut Motions this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Chitta Rn. Saha and Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das. That the amount of the Demand on Major head :— 3045 be reduced to Re. 1/ to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— " রাজ্যের প্রধান প্রধান সড়ক সড়ক সমূহের উন্নয়নের টাকা উন্নয়নের কাজে যথাযথ ভাবে ব্যয় না করে দুর্নীতি এ অর্থ নয় ছয় করার নীতি এবং রাজ্যের রাস্তাঘাট ও ব্রীজ সমূহের উন্নয়নে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chowdhuy that the amount of the demand on Major head :— 3054 be reduced by Rs. 10/- to ventilate the specific grivance that :— " কাঞ্চনপুর মহকুমার বাছবারা থেকে রামগুনা পাড়া রাস্তাটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost,)

Next, the question before the House is the cut motion moved by

Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the demand on Major head 3054 be reduced by Rs. 5,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "সদরের হাফানিয়া হইতে ঈশানচন্দ্রনগর হইয়া ফুলতলী বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযোগী করে তৈরী করার প্রয়োজনীয়তার দরুন।

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Khagendra Jamatia that the amount of the Demand on Major head 2202 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :— "গঙ্গানগর এস, বি স্কুলের আবাসিক ছাত্র ও ছাত্রীবাস জীর্ণ অবস্থায় পরে থাকার প্রতিবাদে এবং মুঙ্গিয়াবাড়ী হাই স্কুলে আবাসিক ছাত্রাবাসটি নির্মান না করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Gopal Ch. Das and Shri Nakul Ch. Das that the amount of the Demand on Major head 3054 be reduced by Rs. Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :— "রাজ্যের প্রধান রাস্তাঘাট ব্রীজ সমূহ যানবাহন ও মনুষ্য চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পরায় জনজীবনের সৃষ্ট দুর্ভোগ এর প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 38,34,52,000/- (excluding charged amount of Rs. 10,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the

31st March, 1993 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2059—Public Works	Rs.	29,54,22,000/-
3282—General Education	Rs.	10,00,000/-
2203—Technical Education	Rs.	5,00,000/-
2205—Art and Culture	Rs.	6,00,000/-
2210—Medical and Publicc Health	Rs.	10,00,000/-
2216—Housing	Rs.	1,39,30,000/-
6054—Roads and Bridges	Rs.	7,10,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 15, There is two cut motionson this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the Demand Major head—5054 be reduced by Rs. 50.000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-- " পূর্ত দপ্তরের হাতে অর্পিত মধুপুর কামথানা রাস্তাটির উন্নতি না করার প্রতিবাদে।

(The cut motion was put to voice vote and lost.

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Sukumar Barman that the Demand on Major Head—4202 be reduced by Rs. 3,0000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— কেমতলী এস. বি. স্কুল ঘরটি পাকা বাড়ী না করার প্রতিবাদে এবং খাস চৌমুহনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বসার প্রয়োজনে নূতন পাকা বাড়ী তৈরী না করার প্রতিবাদে।

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs 7,00,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads : -

4059—Capital Outlay on Public works	Rs.	2,32,00,000/-
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture.	Rs.	1,73,00,00/-
4210—Capital Outlay on Medical and Public Health	Rs.	1,76,00,000/-
4211—Capital Outlay on Family Welfare	Rs.	44,50,000/-
4235—Capital Outlay on Social Security and Welfare	Rs	21,50,000
4403—Capital Outlay on Animal Husbandry	Rs.	28,00,000/-
4404—Capital Outlay on Dairy Development	Rs.	10,00,000/-
4851—Capital Outlay on Village & Small Industries	Rs.	15 00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 16. There is two (2) Cut motions on this demand. I am putting the cut motion to vote first and that the main Demand.

Next, the question before the House is the Cut motion moved by Hon'ble member Shri Gopal Ch. Das that the amount of the demand

on Major head—5054 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :— "ষ্ট্রেটেজিক ও বর্ডার রোড নির্মানে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumder and Gopal Ch Das that the amount of the Demand on Major head 5054 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz ;— "উদয়পুর মহকুমার গোমতী নদীর উপর বন্দর মোকাম ঘাটে ব্রীজ তৈরী না করার প্রতিবাদে।"

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 28,67,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 16 under the following Major heads : —

4216—Capital outlay on Housing	Rs. 3,74,00,00./-
4552—Capital outlay on North Eastern Areas.	Rs 4,50,00,000/-
5054—Capital outlay on Roads and Bridges.	Rs. 20,43,00,000/

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 41. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The Question before the House is the motion moved by Hon'ble member Shri Badal Choudhury that the amount of the demand on Major head-4215 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "উদয়পুর শহরে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 8,06,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 41. under the followinin Major Heads :—

2059—Publick works	Rs	3,00/000/-
2217—Urban Developme t.	Rs.	6,33,00/000/-
4215 Capital Outlay on water supply and Sanitation	Rs.	1,70,00,000/-

(The Cut Demand was put to voice vote and lost.)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEARFR REGARDMG PISCNSSCON ON NO-CONFIDENCE MOTION.

Now, I inform the House the discussion on the No—condidcnce Motion" agnist the Council of Ministers headed by Sri Samir Ranjan Barman Chief Minister as given notice by Sri Samar Chowdhury, Member will be discussed in the House on 1 4. 92 as the last item of busness of the day :— "এই [illegible] আগামী ৩০শে মার্চ্চ সোমবার, ১৯৯২ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত

Printed By

THE SEGRETARY

TRIPURA PRESS OWNERS' ASSOCIATION

AGARTALA